গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ১ | সম্পাদক : সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | বৈশাখ, ১৩৯০

। সূচী ।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির ইতিবৃত্ত

গ্রন্থাগারে হিসাব নিকাশ ।

জগমোহন দাস

গ্রন্থাগার সংবাদ । ৭

English-Abstract

756.3
008/15

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

৭৮, ১৩৯, সি আই টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৯

কলেজ গ্রন্থাগারিক, উপ ও সহ গ্রন্থাগারিক ও সমস্ত শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীদের প্রতি

জরুরী আবেদন

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সহ অন্যান্য সংগঠনগুলির দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে কর্মরত কলেজ গ্রন্থাগারিক, উপ ও সহ গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সংশোধিত হয় এবং রাজ্য সরকার সমস্ত গ্রন্থাগারিক, উপ ও সহ গ্রন্থাগারিকদের ইউ. জি. সি বেতনক্রম (৫৫০-৯০০) প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে কাজ অগ্রসর হয়েছে এবং বেশ কিছু গ্রন্থাগারিকদের বেতন বিশ্লেষনও হয়েছে।

কিন্তু সম্প্রতি বৈদ্যটি কলেজের কিছু অশিক্ষক কর্মচারীর আবেদনের পরিপেক্ষিতে উচ্চ আদালতের এক অন্তবর্তীকালীন আদেশের ফলে এই সম্পর্কিত সরকারী আদেশনামার (৮১৯ নং) প্রয়োগ স্থগিত রাখা হয়েছে এবং আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্য সরকার এই আদেশনামার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গ্রন্থাগারিক, উপ ও সহ গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে সংশোধিত বেতনক্রম প্রয়োগ বন্ধ রেখেছেন বঃ গ্রন্থাগারিক পরিষদকে এ সম্পর্কে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ করেছেন।

বিগত ৪ঠা সেপ্টেম্বর পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের এক কনভেনশনে স্থির হয় যে গ্রন্থাগারিকদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে এগিয়ে যেতে হবে। বর্তমান অচলাবস্থা অবসানের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। প্রাথমিকভাবে ইনজাংশন প্রত্যাহার করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ৮১৯ নং আদেশনামার বৈধতা বহাল রাখার জন্য দীর্ঘস্থায়ী মামলা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এজন্য পরিষদ পশ্চিমবাংলার সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীদের 'কলেজ গ্রন্থাগার সংগ্রাম তহবিলে' মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছে। ইতিমধ্যে মামলা শুরু করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীদের মধ্যে অনেকেই অর্থপ্রদান করেছেন এবং বাকিদের এই মামলার জন্য ১০০ টাকা করে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে। যদি একবারে অর্থপ্রদানের অসুবিধা হয় তবে ২। ৩ কিস্তিতে এই অর্থ দেয়া যাবে।

চেক বা ড্রাফট পাঠালে 'Bengal Library Association' এর নামে পাঠাতে হবে। অর্থ পাঠানোর সময় ব্যক্তির নাম, কলেজের নাম, জেলা এবং বিশেষভাবে 'কলেজ গ্রন্থাগার সংগ্রাম তহবিল' কথাটি উল্লেখ করতে হবে।

অভিনন্দন সহ —

P8436

পিনাকী মুখার্জী
আহ্বায়ক
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় উপসমিতি
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

রামেশ্বর সাহা
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ১ | সম্পাদক : সুবেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | বৈশাখ, ১৩৯০

Z5 C.3
.G02/15

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির ইতিবৃত্ত

গ্রন্থাগার এক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সামাজিক কারণের গড়ে উঠেছে এই প্রতিষ্ঠান. সর্বকালের এবং সমস্ত ধরণের গ্রন্থাগারের লক্ষ্য সমাজের সার্বিক উন্নয়ন : কাজে কাজেই এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঠিক পরিচালনা ও সঠিক কাজ করের জন্য গড়ে উঠেছে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি। এই গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি বিভিন্ন কালে বিভিন্ন রূপে পরিগৃহিত। একসময়ে ছিল যখন গ্রন্থাগারকে জ্ঞানের ভাণ্ডার তথা শুধু গ্রন্থের বলে লোকে গ্রহণ করেছিল আবার গ্রন্থাগারিকের কাজও ছিল মূলতঃ এই গ্রন্থ ভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণ ও চাহিদা অনুসারে পাঠককে গ্রন্থ প্রদান করা। এরকম সময়ে গ্রন্থাদির সংখ্যাও ছিল কম আর মানুষের জ্ঞানের পরিধিও আজকের দিনের মত ছিলনা এত পরিব্যাপ্ত। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগারও সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত রূপ ধারণ করেছে ও করছে. আবার তারই সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের কাজ বা গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিরও পরিবর্তন হচ্ছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর প্রায় সর্বদেশে অর্থ নৈতিক. সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পরিবর্তন ঘটেছে। পরবর্তীকালে পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিভিন্ন দেশকে দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত করেছে। তারই সাথে সাথে বেড়ে উঠেছে মানুষের বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা গবেষণার আকৃতি ও প্রচেষ্টা। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ে, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে প্রবৃত্তি। স্বভাবতঃই গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও অন্যান্য নথিপত্রাদির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বহু বহুগুণে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ১৯৭৮ সালে সমস্ত পৃথিবীতে শুধু বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ে প্রবন্ধই ছাপা হয়েছে প্রায় ৬০ লক্ষ পৃষ্ঠা। আবার গ্রন্থাদিও প্রকাশ পেয়েছে অনেক অনেকগুণ। এরকম পরিস্থিতিতে মানুষ গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে শুধু গ্রন্থই চায়না, চায় উপাত্ত (data) (information), কারণ কারুর পক্ষেই এত অধিকসংখ্যক গ্রন্থের মধ্য থেকে সঠিক ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। আবার উপাত্ত ও তথ্য এত বেশী পরিবেশিত হচ্ছে যে বিশেষজ্ঞ ছাড়া উপাত্তও তথ্য খুঁজে পাওয়ার অসুবিধা। কাজেই গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিও তথ্য বিশেষজ্ঞের রূপ নিচ্ছে। একসময়ে যখন গ্রন্থাগারিকের প্রধান দায়িত্ব কর্তব্য ছিল গ্রন্থাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও চাহিদামত প্রদান করা আজ তার নতুন দায়িত্ব এসেছে উপাত্ত ও তথ্য সরবরাহ করা।

আলোচনা করা যাক আমাদের দেশে তথা পশ্চিমবঙ্গে এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির বর্তমান অবস্থা।

গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা পশ্চিমবঙ্গে অনেক আগেই হয়েছে অনেক সংখ্যায়। সাধারণ গ্রন্থাগার শতবর্ষ আগেও ছিল। বর্তমান জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাও হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীতেই। আবার ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বানিজ্যিক গ্রন্থাগারের Commercial Library কলকাতাতেই। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি শিক্ষণের শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে বহু বছর আগে। সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে অনেক, প্রথমতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে, দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতার পরে ও বর্তমানযুগে। পরিবর্তন হয়েছে মানুষের চিন্তা ও গবেষণাদির শুরু বৃদ্ধি পেয়েছে উপাত্ত, তথ্য ব্যবহারের আকাঙ্খা। কিন্তু গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির গতি কি সেই অনুপাতে পরিবর্তিত হয়েছে? এই প্রশ্ন আলোচিত হবার অপেক্ষা রাখে। খুবই আনন্দের কথা যে আজ অনেক উৎসাহী ও উচ্চশিক্ষামানের ছাত্রছাত্রীরা গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি গ্রহণ করেছে ও করছে। স্বীকারও করে নিচ্ছে অনেকের সাথে তারাও সমাজ উন্নয়নে তাদের ভূমিকা, উপাত্ত ও তথ্য সরবরাহের তাদের নতুন দায়িত্বকে। কিন্তু বাস্তব চিত্র তার বিপরীত বলেই মনেহয়। পুরনো এবং নতুন গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে অনেকেই এখনও উপাত্ত ও তথ্য সরবরাহের কাজ গুরুত্বপূর্ণ বুঝেও একাজ তথ্য বিজ্ঞানীদের কাজ বলে মনে করতে চান গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও তথ্য বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য যে এক একথা অনেক সময়ই এখনও অনেকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে চাননা। আর চাননা বলেই সাধারণভাবে কোনও গ্রন্থাগারগুলি এখনও উপাত্ত ও তথ্য সরবরাহ কাজে অপটু থেকে আছে। অবশ্য একথা অস্বীকার করার উপায় নেই উপাত্ত ও তথ্য সরবরাহ কাজের জন্য গ্রন্থাগারগুলি যে ধরণের হওয়া উচিত, আর্থিক যোগান থাকা উচিত গ্রন্থ ও কর্মীসংখ্যা থাকা উচিত, এবং সর্বোপরি পৃষ্ঠ পোষকতা থাকা উচিত তা এখনও যথেষ্ট নয়।

এ রকম পরিপ্রেক্ষিতে বোধ হয় দিন এসেছে সর্বোস্তরের গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক ও গবেষকদের একসঙ্গে আলোচনা করা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিণীমা কি বা ভিন্ন ধরণের কিনা বা অভিন্ন কিনা।

বিজ্ঞপ্তি

মুদ্রণ ব্যয়, কাগজের দাম ইত্যাদি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য, গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রকাশনার ব্যয় অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহনের জন্য, সমস্ত সদস্যদের কাছে আমাদের অনুরোধ, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে পাঠাবার ব্যবস্থা করে পত্রিকাকে চালু রাখতে সাহায্য করুন।

পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার পত্রিকার ২য় কভারে ছাপা আছে।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারে হিসাব নিকাশ ঃ একটি সরল পদ্ধতি

—জগমোহন দাস

গ্রন্থাগারে বই লেনদেন করা কর্মীদের যদিও মুখ্য কাজ কিন্তু দৈনিক নানাবাবদ টাকাপয়সা আদায় ও খরচের নথিপত্র রাখার কাজও গৌণ নয়। অর্থাগমের উপর সমুদয় কর্মসূচির রূপায়ণ ও ব্যয় নির্বাহ নির্ভর করে। প্রয়োজন তাই ব্যয়খরচের সুচারু হিসাবরক্ষণ। দৈনিক আয়ব্যয়ের ভিত্তিতে মাসিক ও বার্ষিক মোট হিসাব সংকলিত হয়। গ্রন্থাগারে অর্থাগমের উৎস থাকে যেমন নানা ধরণের তেমনি অর্থের বহির্গমন ঘটে বহুবিধ খাতে।

আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত নথিপত্র বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রাখা যে কোন প্রতিষ্ঠানের একটা আবশ্যিক কাজ, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সংকলিত অর্থব্যয়ের মোট হিসাবপত্র থেকে জানা যায় :

১. কি কি খাতে অর্থপ্রাপ্তি ঘটেছে, যেমন চাঁদা, দান, সরকারি অনুদান ইত্যাদি ;

২. কি কি বাবদ অর্জিত আয় খরচ হয়েছে, যেমন বই ও পত্রপত্রিকা কেনা, বেতন ও ভাতা দেওয়া, বই বাঁধাই ইলেকট্রিক, বাড়িভাড়া, গাড়িভাড়া, নানাবিধ অনুষ্ঠান, ইত্যাদি ;

৩ সারাবছর মোট আয় ও ব্যয় নির্বাহের পর তহবিলে কত টাকা বইল, নগদে কত এবং ব্যাঙ্কে কত ;

৪, প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক আর্থিক সঙ্গতি, অনুকূল অথবা প্রতিকূল ;

৫. আয় বৃদ্ধি ও ব্যয়সংকোচনের প্রয়োজন এবং আগামী দিনের নানা ধরণের কর্মসূচি গ্রহণের সুবিধা ও অসুবিধা এবং পরবর্তী বার্ষিক বাজেট প্রস্তুতির জন্য বাস্তবানুগ তথ্য।

পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রণয়ণের প্রথম পদক্ষেপ হল নগদ খাতা (Cash Book) লেখা। যাবতীয় নগদ লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় যে খাতায় তাকে নগদ খাতা বা Cash Book বলে। ব্যাঙ্কের মাধ্যমেও আয় ও ব্যয় করা হয়। যেমন ব্যাঙ্ক চেকের মাধ্যমে চাঁদা বা দান আদায় ও দেনা পরিশোধ—বেতন দেওয়া, বইকেনা, ইত্যাদি ; সব লেনদেনই নগদ খাতায় Cash Book লিপিবদ্ধ করা হয়।

বর্গীকৃত নগদ খাতা (Cash Book)

যে কোন প্রতিষ্ঠানে নগদ খাতা বা Cash Book পূর্ণাঙ্গ হিসাবের প্রাথমিক নথি। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নগদ খাতা লেখা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে সহজতম উপায়ে নিখুঁত নগদ খাতা লেখার জন্য বর্গীকৃত খাতা নগদ Columner Cash Book ; পদ্ধতির আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণত নগদ খাতার মুখোমুখি দুটো দিক বা দুটো পাতা থাকে। বাঁদিকের পাতা ও ডানদিকের পাতা নিয়ে একই সংখ্যা যুক্ত একটি পৃষ্ঠা হয়। বাঁদিকের পাতাকে জমার দিক, অপর দিকে অর্থাৎ ডানদিকের পাতাকে খরচের দিক হিসাবে গণ্য করা হয়। হিসাব রক্ষণের পদ্ধতি অনুসারে বাঁদিকের পাতাকে 'ডেবিট' সংক্ষেপে 'Dr' ও ডানদিকের পাতাকে 'ক্রেডিট' সংক্ষেপে 'Cr' কথাটি লিখতে হয়। বর্গীকৃত নগদ খাতায় ডেবিট ও ক্রেডিটের উভয় দিকেই প্রয়োজন অনুযায়ী অনেকগুলি ঘর (Column) কাটা যায়।

এইরূপ নগদ খাতায় লিখন পদ্ধতির জন্য খাতার আকৃতি পরিবর্তন লক্ষণীয়। অর্থাৎ খাতা হবে আড়ে লম্বা, যাতে প্রয়োজনে পাশাপাশি বেশ কিছু ঘর (Column) কাটা যেতে পারে। প্রতিটি ঘরের উপরে প্রয়োজন অনুযায়ী এক একটি হিসাব খাত (Account head) লিখলেই চলবে। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে কথা মনে রাখতে হবে তা হল

বামদিক একেবারে জমার দিক; সেদিকে কেবল সব রকম জমাই লিপিবদ্ধ করা হবে। অপর দিক অর্থাৎ ডান দিক কেবল খরচের দিক; সেদিকে সব রকম খরচই লিপিবদ্ধ করা হবে। নীচের ছকে উদাহরণ দেওয়া হল:

বামদিকের পাতা

RECEIPTS জমা

			1	2	3	4	5
Date	Particulars	Receipt No	Subscription a/c	Donation a/c	Deposits a/c	Fine a c	Govt. grant a/c

ডানদিকের পাতা

PAYMENTS খরচ

			1	2	3	4	5	6
D.	Particulars	Voucher No	Book Purchase a/c	Book Binding a/c	Rent a/c	Repair a/c	Postage a c	Salary a/c

বাম ও ডানদিকের পাতায় প্রথম ঘর তারিখের ও দ্বিতীয় ঘর বিশদ বিবরণের জন্য ব্যবহৃত হবে। বামদিকের তৃতীয় ঘর রসিদ নম্বরের জন্য ব্যবহৃত হবে। গ্রন্থাগারের যে কোন আদায়ের জন্য উপযুক্ত রসিদ প্রদান অবশ্য কর্তব্য। বাম-দিকের পরবর্তী সব ঘরই একাদিক্রমে বিভিন্ন হিসাব খাতের জন্য ব্যবহার করা যাবে। প্রয়োজন ভেদে এই সব ঘর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা সম্ভবপর। অপরদিকে ডানদিক অর্থাৎ যা খরচের দিক নামে চিহ্নিত তার তৃতীয় ঘর ভাউচার নম্বরের জন্য ব্যবহৃত হবে। প্রতিটি খরচের জন্য একটি করে ভাউচার বা রসিদ রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। এবং তাহলে সারা বছরে সকল ভাউচারের একটি করে ক্রমিক সংখ্যা খোঁজার সুবিধার জন্য দিতে হবে। পরবর্তী সব ঘর বিভিন্ন খরচের হিসাব খাতের (Accounts head) জন্য ব্যবহৃত হবে। এই সব ঘরও প্রয়োজনে বাড়ানো কিংবা বদলানো যেতে পারে। প্রতিষ্ঠান ভেদে স্বতন্ত্র ধরণের হিসাব খাত নির্ধারণ হিসাবরক্ষক কর্মীর উপর নির্ভর করবে।

উদাহরণ :— যদি কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু টাকা পাওয়া যায় তাহলে নগদ খাতায় প্রথমে তারিখের ঘরে নির্দিষ্ট তারিখ, বিশদ বিবরণের (Particulars) ঘরে যার কাছ থেকে পেয়েছি তাঁর নাম, তৃতীয় ঘরে গ্রন্থাগারের রসিদ নম্বর ও চাঁদার Subscription ঘরে টাকার অঙ্ক বসাতে হবে। এই রূপে Donation বা fine ইত্যাদি প্রাপ্তির সময়ে লিখতে হবে। অপরদিকে খরচের ডানদিকে যে দিনে যে খাতে যা যা খরচা হবে নগদ খাতায় সেই তারিখে বিশদ বিবরণ লিখে সেই বিষয়বস্তুর হিসাব খাতের ঘরে টাকার অঙ্ক বসাতে হবে। যেমন —

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে যদি গ্রন্থাগারের নামে কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকে ও ব্যাঙ্কের মাধ্যমে নিয়মিত লেনদেন করা হয় তাহলেও এই খাতার মাধ্যমে ব্যাঙ্কের হিসাব সহজেই রাখা যাবে। তবে লিখন পদ্ধতি উল্টো। জমার দিকে একটা ঘর 'Withdrawal from Bank' ও খরচার দিক অর্থাৎ ডানদিকে 'Deposited in Bank' বা সংক্ষেপে ব্যাঙ্ক নামে পৃথক ঘর ব্যবহার করলেই চলবে।

উভয় দিকের শেষের Column ঘর Daily TOTAL এর ঘর হিসাবে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। তাতে দৈনিক জমা ও খরচের সকল টাকার মোট পরিমাণই TOTAL লিখতে হবে। শুধুমাত্র খরচের দিকে ব্যাঙ্ক জমার প্রারম্ভিক তহবিল Opening balance বাতীত বিভিন্ন বিভাগীয় ঘরের যোগফল TOTAL ঘরের মোট অঙ্কের সঙ্গে মিলে যাবে। নগদ খাতার প্রতি পৃষ্ঠার নীচে প্রতিটি হিসাব খাতের সংশ্লিষ্ট ঘরের TOTAL দিতে হবে, ও বিভিন্ন ঘরের অঙ্ক পরবর্তী পৃষ্ঠার সংশ্লিষ্ট ঘরে Balance টানতে হবে। মাস কাবারে নীচের উক্ত total গুলি থেকে মাসিক জমা খরচের হিসাব পাওয়া যাবে। মাস কাবারে নীচের উক্ত এক মাসের কিছু সম্ভাব্য জমা ও খরচার বিবরণ দেখানো হল :

বিভিন্ন প্রকারের লেনদেন

1. Opening balance : Cash Rs 1,000/- and Bank Rs 5,000/ on 1. 1. 1981.
2. On 5. 1. 83 received Grants from Education Department. Govt of West Bengal Rs. 10,000 and deposited with the Library Bank account on same date.
3. Received membership Subscription of Rs. 500/- on 5. 1. 83 and deposited with Bank on 7. 1. 83.
4. Books purchased from D. M. Library for Rs. 5,000/- and paid by Cheque on 10. 1. 83.
5. Paid to Mondal Book Binders for binding of 50 books by cheque Rs. 500/- on 12. 1. 83.

6. Received membership Subscription by cash on 13. 1. 1983 for Rs. 100 -
on 15. 1. 1983 for Rs. 200/-
on 18. 1. 1983 for Rs. 100 -
on 20. I. 1983 for Rs. 200/-
and deposited with bank on 22. 1. 83 for Rs. 300 - only.

7. Donation received from Sri S. K. Das on 18. 1. 83 for Rs. 500/- against Receipt No 2154 and deposited with bank on 28. 1. 83.

8. On 28. 1. 83 expenses for Conveyance for Rs. 10/-, on 29. 1. 83 General expenses for Rs. 20/-and repair for Rs. 100/- paid in cash.

9. Received Interest from Bank for Rs. 100/- on 30. 1. 83.

10. Salary paid to Staff on 30, 1. 83 by Cheque for Rs. 2. 500/-.

জের টানার পদ্ধতি

ব্যাঙ্কের প্রারম্ভিক তহবিল (Opening balance) বাতীত সকল বিভাগীয় ঘরের টাকার অঙ্কের সমষ্টি মোট হবে (Total Column) লিখতে হবে। ব্যাঙ্ক চেকের মাধ্যমে কাউকে পরিশোধ করলে বামদিকের Withdrwal From Bank এর ঘরে টাকার অঙ্ক লিখে নিয়ে তারপর ডানদিকে সংশ্লিষ্ট খরচের খাতে সেটা লিখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে ব্যাঙ্কের সকল জমা ও খরচা নগদে পরিণত করে নগদ বইতে লিখতে হবে।

বামদিকের জমার মোট টাকার পরিমাণ থেকে ডানদিকে খরচের মোট টাকার অঙ্ক বিয়োগ করলেই জের (balance) অর্থাৎ হাতে নগদ টাকার পরিমাণ জানা যাবে। নগদ প্রারম্ভিক তহবিল খাতের জন্য (Cash Opening balance) কোন আলাদা ঘরের প্রয়োজন নেই। পূর্ববর্তী মাস বা বছরের জমার দিকে Total-এর শুরুতে লিখতে হবে।

এইরূপে প্রতি মাসের হিসাব লিখে পরিশেষে পরের এক পাতায় বা প্রয়োজনে অন্য খাতায় মাসের সংক্ষিপ্তসার (Abstract) করতে হবে।

সংক্ষিপ্তসার (Abstract)

সম্ভবত প্রতিমাসের হিসাব প্রতি পাতায় হয়ে যায়। প্রয়োজনে পরের পাতায় জের টেনে করতে হবে। সংক্ষিপ্তসার abstract এক পাতায় করলে ভাল হয়। সাধারণত একই ভাবে ঘর (Column) করতে হবে। শুধু Particulars, Receipt No ও Voucher No এর ঘর (Column) থাকবে না। তারিখের ঘরে মাস হবে।

বিজ্ঞপ্তি

গ্রন্থাগার পত্রিকা নিয়মিত ডাকযোগে পাঠান সত্ত্বেও সদস্য/গ্রাহকরা প্রায়ই গ্রন্থাগার পত্রিকা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করছেন।

সদস্য / গ্রাহকদের কাছে আমাদের অনুরোধ যে পত্রিকা সঠিক ভাবে না পেলে, নিকটস্থ ডাকঘরে পত্রযোগে অভিযোগ করবেন এবং পত্রের অনুলিপি পরিষদ দপ্তরে পাঠাবেন।

আপনাদের অভিযোগ পত্রগুলি পাবার পরে, আমরা কেন্দ্রীয় ভাবে উদ্ধতন ডাক কর্তৃপক্ষের সাথে এই ব্যাপারে যোগাযোগ করবো।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার সংবাদ

শক্তি মল্লিক পাঠাগার

কলিকাতা-১০

গত ২৭-৮-৮৩ হইতে ৩০-৯-৮৩ পর্যন্ত শক্তি-মল্লিক পাঠাগারের বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রথমদিনে রবীন্দ্র-নজরুল সুকান্ত সন্ধ্যায় অধ্যাপক গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোজ্ঞ ভাষণ, কিশোরদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, নাটক—দ্বিতীয় দিনে আমন্ত্রিত বিভিন্ন সংগঠনের ভাইবোনদের নানাপ্রকার ব্যায়াম, লোকনৃত্য প্রদর্শন—তৃতীয় দিনে পাঠাগার সন্ধ্যায় সর্বাধিক পুস্তক গ্রহীতা এবং সংগঠনের ভাইবোনদের বিভিন্ন বিষয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

গত ২৩শে মে কাশীপুরের শহীদ স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন করা হয়। প্রধান অতিথি শ্রীমনি গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্র কাব্য সাহিত্য ও সংগীতের প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করেন। সভাপতি শ্রীকান্তি সাহা গ্রন্থাগার আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগারিক নিতাই চন্দ্র ঘোষ সংস্কৃতি অপসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বর্তমান রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

॥ ২৪ পরগনা ॥

॥ বনগ্রাম সাধারণ গ্রন্থাগার ও টাউন হল, বনগ্রাম ॥

গত ৩০শে এপ্রিল বাগদহ ব্লকের হেলেঞ্চা কমিউনিস্ট হলে বনগ্রাম দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বনগ্রাম মহকুমা গ্রন্থাগার সেমিনার উদ্‌যাপিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির বনগ্রাম মহকুমা শাখার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি সফল হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক অরুণ রায় 'গ্রামীণ জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন। পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির চব্বিশ পরগণা জেলাশাখার সভাপতি অমিয় ব্যানার্জী ও সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ আলোচনাচক্রে মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ, অধ্যাপক মণি মণ্ডল রতন সাহু, নারায়ণ বিশ্বাস, সুপ্রিয়া চক্রবর্তী, সুদর্শনদাস প্রমুখেরা। অনুষ্ঠানে গণসংগীত পরিবেশন করেন বনগ্রাম সুকান্ত শিল্পী সংস্থা, হেলেঞ্চা ঐকতান গৌরী ও পাল্লাভ্রাতৃ সংঘ।

॥ হাবড়া মিউনিসিপ্যাল টাউন লাইব্রেরী, হিজল পুকুরিয়া ॥

গত ৫-৬-৮৩ তারিখ হাবড়া মিউনিসিপ্যাল টাউন লাইব্রেরীর সাংস্কৃতিক উপসমিতির উদ্যোগে রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে ঐ দিন সকালে ছোটদের মধ্যে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়। সন্ধ্যায় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে রবীন্দ্রসঙ্গীত, আবৃত্তি নজরুলগীতি এবং আলোচনার এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের সদস্য এবং এলাকার বহু বুদ্ধিজীবি ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবনাচিন্তা সম্পর্কে আলোচনা

করেন অধ্যাপক ডঃ গৌরীশঙ্কর দে। নজরুল এবং বিশ্বমানবতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন অধ্যাপক শঙ্কর সোম। উক্ত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হাবড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অধ্যাপক শঙ্কর কণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। সবশেষে সংস্কৃতিক উপ সমিতির আহ্বায়ক অধ্যাপক প্রেমতোষ হালদার আগামী অনুষ্ঠানগুলিতে আরও অধিকসংখ্যক সদস্যের অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

॥ বর্দ্ধমান ॥

॥ পাঁচরা পাঠাগার, পাঁচরা ॥

গত ৯ই মে ও ২৬শে মে, ১৯৮৩ তারিখে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের জন্মদিবস পাঠাগারে পালন করা হয়।

॥ মুর্সিদাবাদ ॥

॥ সোয়াকুন্দী বলওয়ারীবাদ রবীন্দ্র পাঠাগার, বলওয়ারীবাদ ॥

গত ২৫শে বৈশাখ পাঠাগারে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্র কুমার মিশ্র।

॥ মেদিনীপুর ॥

॥ তমলুক জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক ॥

জেলা গ্রন্থাগারে রজত জয়ন্তী সমাপ্তি বর্ষে রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ১লা মে হইতে ১৫ই মে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়।

॥ হাওড়া ॥

॥ বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী ॥

গ্রন্থাগারের সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে বিগত ১লা বৈশাখ' ৯০ সকাল আটটায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নববর্ষ উৎসব পালিত হয়। নববর্ষ উৎসবের এই আনন্দক্ষণে গ্রন্থাগারের শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি রাস্তার নামকরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে সমাগত গ্রন্থাগারের সদস্য, অনুরাগী ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মাকড়দহ রোডের নাম পরিবর্তন করে হাওড়া পৌরসভা 'বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী সরণী' নাম করণের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেই সিদ্ধান্তকে হাওড়া জেলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারায় ঐতিহাসিক পদক্ষেপ আখ্যা দিয়ে হাওড়া পৌরসভার কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এরপর' বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী সরণী' নামের ফলকের আবরণ উন্মোচন করে উদ্বোধক হাওড়া পৌরসভার সভাপতি শ্রীআলোকদূত দাস বলেন যে হাওড়ায় জনশিক্ষা এবংগণসংস্কৃতির প্রসারে শতবর্ষ ব্যাপী নিবেদিত বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরীর প্রগতীশীল কর্মধারার জন্য হাওড়াবাসীর প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হাওড়া পৌরসভা কৃতজ্ঞ এবং গর্বিত, তাই জেলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারায় এই গ্রন্থাগারের অনুপকরণীয় ভূমিকাকে স্মরনীয় করে রাখতে হাওড়া পৌরসভা এই সামান্য উদ্যোগ গ্রহন করেছেন। অনুষ্ঠানের শেষে গ্রন্থাগারে সভাপতি শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগারের পক্ষথেকে হাওড়া পৌরসভা পরিচালকমণ্ডলীকে রাস্তার নাম পরিবর্তনের বিষয়ে অগ্রণীভূমিকা গ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

।। বালিয়া নেতাজী সংঘ লাইব্রেরী ।।

বালিয়া নেতাজী সংঘের লাইব্রেরী বিভাগের কার্য্যকরী সমিতি নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়েছে।

১। শ্রীমতী জয়ন্তী দাশগুপ্ত EOSE সভাপতি
২। শ্রীশচীনন্দন সাহা সম্পাদক
৩। শ্রীবিজন কুমার সরকার সদস্য
৪। ,, স্বদেশ রঞ্জন দাস
৫। ,, অতীন কুমার সাহা
৬। ,, বাবুল কুমার মৈত্র
৭। ,, বিধান চন্দ্র দাস ,,
৮। ,, সুকুমার দাস (পাকারেন্ত সমিতি সদস্য)

গ্রন্থাগারিকের অভাবে একজন সদস্য কম নিয়েই ২ বৎসরের জন্য কমিটি সরকারী অনুমোদন লাভ করে।

২৫ শে বৈশাখ সন্ধ্যালগ্নে বলিয়া নেতাজীসংঘের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২২তম জন্ম-জয়ন্তীর সাড়ম্বর অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। ছেলেমেয়েদের আবৃত্তি, সঙ্গীত, গীটারে সুর ছাড়াও বিশেষ আকর্ষণ ছিল কৃষ্ণা-সাহার নেতৃত্বে শিশু বিভাগের ছোট ছোটমেয়েদের নিয়ে ঘরবায়ু বয় বেগে, গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটি, আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে সংগীতের নৃত্যানুষ্ঠান। গ্রামবাংলায় এ ধরণের নাচগান দুর্লভ। উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীর মুখরিত কলরবে সুপ্রশংসা অর্জন করেছে শিশুবিভাগ। সভার পৌরহিত্য করেন শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ সাহা মহাশয়।

চাকপোতা সংস্কৃতি প্রাম্যান গ্রন্থাগার

চাকপোতার (হাওড়া) 'সংস্কৃতি' গ্রামীণ গ্রন্থাগার গত ৯ই মে সারাদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের ১২২ তম জন্মদিবস পালন করেন। গ্রন্থাগারের প্রশাসক কবি নিমাই মান্না অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

প্রতিবেদক : অসিতাভ দাস

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাগার পত্রিকার ইতিপূর্বে প্রকাশিত বহু সংখ্যা (বেশ কয়েক বছরের) ক্রয়ের জন্য পাওয়া যাবে। যাঁরা এই সংখ্যাগুলো বা এগুলোর মধ্যে যে কোন সংখ্যা কিনতে চান তাঁরা পরিষদ অফিসে লিখুন।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

ENGLISH ABSTRACTS

GRANTHAGAR VOL. 32. No. 11-12, Feb-Mar 1983,
compiled by : GAUTAM GOSWAMI.
Editorial ; Library Science Education and Bengal Library Association
P-287-259.

The role of Bengal Library Association in the field of Library Science Education in the State of West Bengal has been traced. Associatton started the training in certificate course in Lib. Sc. in 1937. It urges upon the association and all concerned academic bodies to give much thought for the improved and qualitative education in Lib. Sc. keeping in view the changed needs of the society as well as the employment opportunities for the trained personnel.

LIBRARY Science and Information Science,
by ANIL CHANDRA PAUL 60-p 64,

Very sedulously the author endeavours to bring out parities and disparities between the facets and fabrics of Library Science and those of Information Science for the benefit of the society.

LIBRARY System in Hungary,
by NANDA DULAL Basak p. 67 69,

A very vivid account of the Library System in Hungary tracing its historical growth and development has been made in this article.

In quest of a truith : a pause for a while in a Rural Library,
by SOMNATH MUKHOPADHYAY p—270-274.

An empirical approach for assessing the pleasures and displeasures of the services of the public Libraries which are coming out in the sponsored system consequent programmes taken up by the left front govt., has been made.

Association News, p. 276-277.
Annual General Meetings of the District Branches
of Bengal Library Association District Conferences
or other programmes in the Districts.

BANKURA

A memorandum conveying some demands, such as salary on the first day of the month, pension, gratuity and other retiring benefits, the status of a sponsored library worker as that of a Local Library Authority, the appointmment of D. L. O. in the district, service

rule, was addressed to the Chief Minister West Bengal and was submitted through the District Magistrate on 23 March 1983.

BURDWAN

At Burdwan University, Library Day was observed in the Dept. of Lib. Sc. on 13 April 1983. A meeting was held on this occassion. Dr. Rama Ranjan Mukhopadhyay, vice Chancellor of Burdwan University presided and Sreemati Chhaya Bera, Minister-in-charge of Libraries, West Bengal, graced the occasion as the chief guest. Dr. Pulin Barua delivered the introductory speech.

A symposium on the topic "West Bengal Public Library Act 1979" was also held. It was chaired by Shri Bijoyanath Mukhopadhyay. Amitava Chatterjee, Amalangshu Sengupta. Satya Narayan Dutta, Mridul Mitra, Ganpati Samanta, Sibananda Paul, Susil Kumar Chattopadhyay. Satyangsu Konar and Tridib Tripathy. participated in the discussion.

HOWRAH :

A deputation consisting of Somnath Mukherjee, Aditya Prasad Kundu and Ashok Das waited upon the District Magistrate on 23 March 1983 and a memorandum consisting of five demands such as salary on the first day of the month, pension. gratuity and other retiring benefits, status of the sponsored library workers as that of LLA, appointment of D. L. O. in the districts, service rule, was submitted.

MIDNAPURE :

Dist. Branch of the Bengal Library Association released two leaflets urging upon the people of all walks of life in the districts to come forward for enrolement as the members of the association as well as for the augmentation of the number of sponsored rural libraries in the district. The leaflet requested to abide by the rules and regulations of the West Bengal Public Library Act as well as to raise funds for donation to the Chief Minister's Drought Relief Fund.

NADIA :

The District Branch of the Bengal Library Association in Nadia met in an annual general meeting held on 6 Feb. 1983 at Krishnanagar Public Library. The District Library conference was also held synchronising the general meeting. The different aspects of the library movement as well as the problem of different libraries were discussed.

The next committee of the District Branch was constituted with the following office bearers and members.

Satyananda Majumdar (President), Satya Chattopadhyay and Keshab Lal Chakraborty (Vice-President), Alok Kumar Dutta (Secretary), Bibhuti Bhusan Biswas (Asstt. Secretary), Anupam Sarkar (Treasurer), Putul Basu, Binoy Chattopadhyay, Suvra Patra, the representatives of Nadia District Library, Tarapada Smriti Pathagar (Members).

Members of the W. B. Public Library Employees Association Nadia District Branch, submitted a memorandum to the District Magistrate. A deputation in this regard was led by Madan Mohan Mallick.

A Book Fair was organised at Krishnanagar Town Hall on 12 March 1983. Srimati Chhaya Bera, Minister-in-Charge of Libraries, Sri Amritendu Mukhopadhyaya Minister-in-Charge of Health, Sri Sadhan Chattopadhyay M.L.A., Sri Parimal Bagchi, Srimati Tapati Dutta, DSEO, witnessed the Fair.

REQUIES CAT IN PACE

Probodh Kumar Mukherjee, Cycle Peon, Majergram Rural Library, breathed his last on 4th March 1983. He was 47.

NEWS AROUND THE LIBRARIES P. 277-280.

News around the following Libraries were covered : Gopalnagar K. M. Club Library, (Calcutta) ● Ballygunj Youngmen's Association, (Calcutta) ● Saktimandir Pathagar, (Calcuttal ● Baruipur Town Library, (24 Parganas) ● Konnagar Public Library & Free Reading Room, (Hooghly) ● Rajpur Sadharan Pathagar, (24 Parganas) ● Jitendralal Subdivisional Library (Birbhum).

JITENDRALAL SUBDIVISIONAL LIBRARY

The Reading room of the Jitendralal Subdivision Library was inaugurated by Smt. Chhaya Bera, Mins-in-charge of Libraries on 29 March, 1983. In her inaugural speech, Smt. Bera brought to surface a very vivid picture of the education policy of the left front government comparing it with that of the central gover ment. The state government's constraints in carrying on its educational programmes as well as those for the developments of libraries due to the prunning of the educational budget at the instance of the central government were highlighted. She also spoke on the most significant role that a library can play for improvement of the society.

———

"গ্রন্থাগার"এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এইজন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকবৃন্দ পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠায় কতটা		সাধারণ সংখ্যা টাকা	বিশেষ সংখ্যা টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা :	৪র্থ মলাট	— ৪০০	— ৬০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা :	২য় ও ৩য় মলাট	৩৫০	৫৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা :	ঐ	— ১৭৫	— ২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা :	সাধারণ	— ৩০০	— ৪০০
অর্ধ পৃষ্ঠা :	ঐ	— ১৫০	— ২৫০
১/৪ পৃষ্ঠা :	ঐ	— ১০০	— ১৫০

পত্রিকার সাইজ ১২ × ১৮ সি. এম.
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৮ সি. এম.
পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে
যোগাযোগ করুন :
সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫১
কলিকাতা ৭ ০০১৪
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৪৪-৮৪৬৬

চেক বা ড্রাফট "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" এই নামে হবে।

পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—১·০০

Library Service in India To-day মূল্য—৩.০০

মাকিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫·০০
আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত

বাংলা বইয়ের তালিকা।
বাণী বসু (সম্পাঃ—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী।

মূল্য—৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২।

মূল্য—৫·০০ [বাঁধানো ১০·০০]

খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

৫৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত।

প্রস্তাবসমূহ — মূল্য—১৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি, ১৩৪, সি. আই. টি স্কীম ৫১
কলিকাতা-৭০০০১৪

Annual subscription Rs 24·00
Single Issue Rs 2·00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE NO WP/CC.CL—2
Postal Regd. No WB/CC— 146
Regd No RN/2074/67

Volume 33 : No.—1

April-May—1983

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to

The General Secretary.
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700 073

All correspondence for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8500

If undelivered please return to
Bengal Library Association
P. 134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014.

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Rabindra Nath Dey at the Sunday Press
14 B, Fakir Lane, Calcutta-700012 Phone:—26-0910

Editor : Sudhendubhusan Bandyopadhyay

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ২ সম্পাদক সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বৈশাখ, ১৩৯০

। সূচী ।

সম্পাদকীয় ৫৬

পল্লীর পরিচয়ের সমাজতত্ত্ব ৫৯
সুধীর চৌধুরী

পাঠাভ্যাসঃ প্রয়োগ ও পদ্ধতি ৬৮
বর্ণজিৎ কুমার মিত্র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৭৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি, ১৫৪, সি আই টি. স্কীম ৫১

কলিকাতা-৭০০০১৪

কলেজ গ্রন্থাগারিক, উপ ও সহ গ্রন্থাগারিক ও সমস্ত শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীদের প্রতি

জরুরী আবেদন

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সহ অন্যান্য সংগঠনগুলির দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে কর্মরত কলেজ গ্রন্থাগারিক, উপ ও সহ-গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সংশোধিত হয় এবং রাজ্য সরকার সমস্ত গ্রন্থাগারিক, উপ ও সহ গ্রন্থাগারিকদের ইউ, জি, সি বেতনক্রম (৫৫০-৯০০) প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে কাজ অগ্রসর হয়েছে এবং বেশ কিছু গ্রন্থাগারিকদের বেতন ফিক্সেশনও হয়েছে।

কিন্তু সম্প্রতি নৈহাটি কলেজের কিছু অনিয়মিত কর্মচারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতের এক অন্তবর্তীকালীন আদেশের ফলে এই সম্পর্কিত সরকারী আদেশনামার (৮১৯ নং) প্রয়োগ স্থগিত রাখা হয়েছে এবং আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্য সরকার ঐ আদেশনামার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গ্রন্থাগারিক, উপ ও সহ গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে সংশোধিত বেতনক্রম প্রয়োগ বন্ধ রেখেছেন বহু গ্রন্থাগারিক পরিষদকে এ সম্পর্কে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ করেছেন।

বিগত ৪ঠা সেপ্টেম্বর পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের এক কনভেনশনে স্থির হয় যে গ্রন্থাগারিকদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে এগিয়ে যেতে হবে। বর্তমান অচলাবস্থা অবসানের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। প্রাথমিকভাবে ইনজাংশন প্রত্যাহার করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ৮১৯ নং আদেশনামার বৈধতা বহাল রাখার জন্য স্থায়ী মামলা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এজন্য পরিষদ পশ্চিমবাংলার সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীদের 'কলেজ গ্রন্থাগার সংগ্রাম তহবিলে' মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছে। ইতিমধ্যে মামলা শুরু করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীদের মধ্যে অনেকেই অর্থপ্রদান করেছেন এবং বাকিরাও এই মামলার জন্য ১০০ টাকা করে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে। যদি একবারে অর্থপ্রদানের অসুবিধা হয় তবে ২। ৩ কিস্তিতে এই অর্থ দেওয়া যাবে।

চেক বা ড্রাফট পাঠালে 'Bengal Library Asscciation' এর নামে পাঠাতে হবে। অর্থ পাঠানোর সময় ব্যক্তির নাম, কলেজের নাম, জেলা এবং বিশেষভাবে 'কলেজ গ্রন্থাগার সংগ্রাম তহবিল' কথাটি উল্লেখ করতে হবে।

অভিনন্দন সহ—

পিনাকী মুখার্জী
আহ্বায়ক
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় উপসমিতি
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

রামকৃষ্ণ সাহা
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন

পি ১৩৪ সি. আই. টি স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের) ৪৮-তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ৩০ শে অক্টোবর, ১৯৮৩ (রবিবার) বিকাল ৩টায় মৌলালাই রাজা যুবকেন্দ্রে (১৪২/৪ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪) অনুষ্ঠিত হবে। ঐ সভায় নিম্নোক্ত বিষয় সমূহের উপর আলোচনা হবে। গত ১৯৮২-৮৩ সালের বার্ষিক বিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব সদস্যদের বিবেচনার জন্য এই সঙ্গে পাঠানো হল।

আলোচ্য বিষয় :

১। গত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য্য বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।

২। ১৯৮২-৮৩ সালের বার্ষিক কার্য বিবরণ অনুমোদন।

৩। ১৯৮২-৮৩ সালের পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।

৪। ১৩৮০ বঙ্গাব্দে "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য "তিনকড়ি দত্ত" স্মারক পদক দান,

৫। সদস্যগণ কর্তৃক নিয়মানুগভাবে উপস্থাপিত প্রস্তাব সমূহ বিবেচনা।

৬। বিবিধ (সভাপতির অনুমতিক্রমে)

পরিষদ ভবন
১৬ই আগষ্ট ১৯৮২

রামকৃষ্ণ সাহা
সাধারণ কর্মসচিব

১। যদি কোন সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করতে চান তাহলে ঐ প্রস্তাব লিখিত আকারে সাধারণ কর্ম-সচিবের নিকট আগামী ১৬ শে অক্টোবর, '৮৩ সন্ধ্যা ৮টায় মধ্যে জমা দিতে হবে।

২। সদস্যরা বার্ষিক বিবরণী সঙ্গে আনবেন।

গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ২ | সম্পাদক—সুরেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯০

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের অবদান

ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার চর্চা শুরু হয়েছিল ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক "এশিয়েটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল" স্থাপনের মধ্য দিয়ে। এই সময়ে একদিকে যেমন দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে দেশবাসীর মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আগ্রহ দেখা দেয় তেমনি সোসাইটির একদল দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত ও গবেষকের উদ্যোগে সোসাইটির গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা ও মুখপত্রের মধ্য দিয়ে এদেশে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার চর্চা শুরু হল। পরবর্তীকালে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়ন, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, যন্ত্রবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, আবহবিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পঠন-পাঠন ও গবেষণা শুরু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান গবেষণার উন্নয়নকল্পে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে এদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত অনেক সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে নানাধরণ সমীক্ষা দপ্তর ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ভূতত্ত্ব সমীক্ষা, প্রাণিতত্ত্ব সমীক্ষা, উদ্ভিদতত্ত্ব সমীক্ষা, পুরাতত্ত্ব সমীক্ষা, নৃতত্ত্ব সমীক্ষা প্রভৃতি সমীক্ষা দপ্তর; বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজ শহরে আবহ মানমন্দির স্থাপন, এছাড়া বোম্বাই-এর হফকিনস্ ইন্সটিটিউট্ (১৮৯৯), কলেরা রিসার্চ ম্যালেরিয়া গবেষণা কেন্দ্র (১৯০৬), স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন (১৯২১), অল ইণ্ডিয়া ইন্সটিটিউট্ অব পাবলিক হেলথ্ (১৯৩৪), ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান ভেটেরিনারী রিসার্চ ইন্সটিটিউট্ প্রভৃতি নানাধরণের বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা একে একে স্থাপিত হয়।

তবে স্বাধীনতালাভের পূর্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা তথা সর্বপ্রকার বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেই আমাদের দেশে ছিল সীমাবদ্ধ এবং প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সমগ্র পশ্চিমী দুনিয়ায় বর্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে ভারত নিঃসন্দেহে তা থেকে অনেক পিছনে পড়ে ছিল। অবশ্য ১৯৪২ সালে ভারত সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (CSIR) নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর এই সংস্থার অধীনে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত অনেকগুলি জাতীয় গবেষণা পরীক্ষাগার ও সংস্থা স্থাপিত হয়। যে এশিয়েটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চার সূচনা হয়েছিল আগামী ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে সেই

লোমাইটির দু'শ বছর পূর্ণ হবে। দু'শ বছর নিতান্ত কম সময় নয়। কিন্তু তৎকালীন ইংরেজ সরকারের অনুসৃত নীতির ফলেই আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধারত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চায় ব্যাপক উদ্যোগ দেখা যায়নি। এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হয় স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার মধ্য দিয়ে।

অনুরূপভাবেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক জ্ঞান আহরণ ও তথ্য বিতরণ ব্যবস্থা দীর্ঘকাল অবহেলিত হয়েছে। এর ফলে পশ্চিমী দুনিয়ার উন্নত দেশগুলিতে যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপুল অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে আমাদের দেশ সে তুলনায় অনেকখানিই পিছিয়ে আছে। যদিও প্রয়োজনের তাগিদে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা সংক্রান্ত সংস্থাগুলির মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল কিন্তু সেগুলির মধ্যে বেশির ভাগেরই সংগ্রহ গড়ে উঠেছিল শম্বুকগতিতে। তবে ভারত সরকার কর্তৃক স্থাপিত পূর্বোল্লেখিত বিভিন্ন সমীক্ষা দপ্তর ও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর্তৃক স্থাপিত অনেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা সংস্থার উদ্যোগে গবেষণা কার্যের প্রয়োজনে ধীরে ধীরে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এই ধরণের গ্রন্থাগার খুব ব্যাপকভাবে স্থাপিত হয়নি বা পূর্বে স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলির তেমন উন্নতিবিধান করা হয়নি। বলা বাহুল্য, এই সকল গ্রন্থাগারের বেশির ভাগের গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার সংগ্রহ অপর্যাপ্ত ছিল না। অপর্যাপ্ত মূল্য বরাদ্দের জন্য একদিকে যেমন এগুলির সংগ্রহ খুবই অসম্পূর্ণ ছিল তেমনি কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত ও আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দৃষ্টি কোণ থেকেই এদের পরিচালনা ব্যবস্থা ও সেবার কলা-কৌশলের নিতান্ত বৈজ্ঞানিক ধারা পরিলক্ষিত হত। তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ বা তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ছিলনা বললেই চলে। [ক্রমশ :]

প্রকাশিত হলো ঃ

বাংলা ভাষায় প্রথম

রেফারেন্স সার্ভিসের বই

দীপক কুমার রায়

ও

ভবানী কুমার ঘোষ

লিখিত

রেফারেন্স সার্ভিস প্রসঙ্গস

তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক

মূল্য: সুলভ সংস্করণ – ১৮ টাকা

শোভন „ —২২ টাকা

প্রকাশক :

ওটেনবার্গস

২, মনোহর মিত্র রো (হাওয়া খাঁ লেন)

কলিকাতা ৭০০০০৯

পদবি পরিচয়ের সমাজতত্ত্ব

সুধীর রায়চৌধুরী

আপনি কেন পদবি ব্যবহার করেন? আপনার 'বর্ণ' পরিচয়ের জন্য? কিন্তু সব পদবিতে কি বর্ণ বোঝা যায়? যেমন ধরুন রায়চৌধুরী, মল্লিক। কেউ কেউ বলবেন পারিবারিক ধারা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য। কিন্তু বহু বিখ্যাত পরিবার আছেন যাদের ক্ষেত্রে এরকম ধারাবাহিকতা নেই। যেমন ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। 'বিদ্যাসাগর'কে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বললে কজন চট ক'রে বুঝতে পারবেন? বলাবাহুল্য 'বিদ্যাসাগর' বর্ণজ্ঞাপক নয়। কুশারী থেকে বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারপর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে ঠাকুর হবার ইতিহাস আমরা জানি আর তা থেকে অনুমান করতে পারি যে পদবি-পরিবর্তনই বিরল ঘটনা নয়। নবাবি আমলে বৃত্তি অনুসারে (যেমন কানুনগো, মহলানবিশ সেহানবিশ, শিকদার) অনেকে পদবি বদল করেছেন, যার সঙ্গে, অন্তত বর্ণের কোনো যোগ নেই। বৃত্তি অনুযায়ী বর্ণ বিভাগ শুধু হিন্দু রূপ নয়, মুসলমান আমলেও ছিলো। আধুনিক ভারতে পারসি সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই ধারার প্রচলন আছে, যেমন এঞ্জিনিয়ার, কনট্রাক্টর। তফাৎ হ'লো হিন্দু ধর্মের অনুশাসনে (শ্রীরুক্ষ মুখে যা-ই বলুন না কেন) জন্মগত বর্ণ অপরিবর্তনীয়, অন্য ক্ষেত্রে নয়। আমরা পুরাণ-কাহিনীতে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ হবার একাধিক দৃষ্টান্ত পেয়েছি। কিন্তু সেই সঙ্গে বর্ণ, একলব্যর কাহিনী থেকে বুঝতে পারি যে শূদ্রের বেলায় উচ্চ বর্ণে আরোহণের অনেক বাধা ছিলো। বস্তুত এই কারণে মহারাষ্ট্রের 'দলিত সাহিত্য আন্দোলন'র প্রবক্তরা প্রাচীন পুরাণকে উচ্চ বর্ণের সাহিত্য ব'লে বর্জনের পক্ষপাতী।

তাহ'লে পদবির সঙ্গে বর্ণের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ? পদবি ব্যবহারের রীতিই বা কতটা প্রাচীন? এই নিয়ে সম্প্রতি কেউ কেউ গবেষণা ক'রে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই প্রথা বেশি পুরনো নয়। তাছাড়া বহু পদবি বৌদ্ধ নামের অপভ্রংশ। প্রথমত পদাবলি বা কবিতার ভনিতার ভিত্তিতে এরকমের সিদ্ধান্তে আসা অসমীচীন। তাছাড়া লিপিলিপিতে 'দেববর্মণঃ' বা 'দেবশর্মণঃ' এরকম ক্ষোদিত দেখা যায়। মঙ্গলকাব্যের কবিরাও পদবি ব্যবহার করেছেন।

এসব প্রশ্ন বিশেষ ক'রে মনে এলো শ্রীখগেন্দ্রনাথ ভৌমিকের 'পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস' প'ড়ে। প্রায় একশো পাতা জুড়ে তিনি বাঙালি হিন্দু পদবির যে দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন, তা কি মাত্র দেড়শো-দুশো বছরের পুরনো? সেটা কি সম্ভব? অবশ্য আমাদের আপাতত আলোচ্য পদবির ইতিহাস নয়, এর সমাজতত্ত্ব। আমরা সবাই শ্রীখগেন্দ্রনাথ ভৌমিকের কাছে কৃতজ্ঞ হাতের কাছে প্রভূত উপকরণ এনে দেবার জন্য। কিন্তু যে কারণে তিনি এ-সম্পর্কে গবেষণা করতে উৎসাহী হন, সেটি তাৎপর্যপূর্ণ। লেখকের ভাষাতেই বলি:

> এক সময় তফসিলী সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে গঠিত একটি সংস্থা 'কর্মকার' পদবীধারী জনৈক ব্যক্তিকে তফসিলী সম্প্রদায়ের উপযোগিত পরিচয়পত্র দিতে অস্বীকার করেন। সংস্থার বক্তব্য, কর্মকার তফসিলভুক্ত সম্প্রদায় নয় এবং কর্মকার তফসিলভুক্ত কোন সম্প্রদায়ের পদবীও নয়। কিন্তু পরে সেই ব্যক্তি প্রমাণ করেন তার সম্প্রদায় তফসিলভুক্ত। এবং 'কর্মকার' তার গৃহীত পদবী। দ্বিতীয় ঘটনা এক ব্যক্তির 'মুখার্জী' পদবী। এই মুখার্জী পদবীধারী ব্যক্তি তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত নয় কিন্তু এই 'মুখার্জী' পদবীধারী ব্যক্তি তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত এই প্রমাণের ভিত্তিতে তফসিলী সম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা বৈধভাবেই লাভ করেন।
>
> [গ্রন্থকারের নিবেদন]

উপরের উদ্ধৃতিতে 'গৃহীত পদবি' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আইনের সাহায্যে আদালতের হলফনামায়

(affidavid) কেউ যদি 'বর্ণ' বহাল করেন, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ কি তা মেনে নেবে? আসলে এ বিষয়ে আমাদের অধিকাংশেরই (বিশেষত উচ্চবর্ণ সম্প্রদায়ের) মনোভাবে বেশ বৈপরীত্য আছে। সংস্কৃত 'সংস্কার' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটির মানে হ'লো স্থিতি-স্থাপকতা; আরেকটি হ'লো পরিমার্জনা সংশোধন। বর্ণের ব্যাপারে আমরা দু-অর্থেই সংস্কারধর্মী অর্থাৎ একদিকে আমরা রক্ষণশীল, অন্যদিকে এটাও বুঝি যে বর্ণজ্ঞাপক পদবি দেশ ও সমাজের সংহতিবিরোধী।

এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আমাদের আইনগুলিতেও প্রতিফলিত। সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অনুন্নত বর্ণ, উপজাতি ও সম্প্রদায়ের লোককে তফশিলিভুক্ত করেছেন। এর আশুতম উদ্দেশ্য উচ্চ বর্ণের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা দূর করা। কিন্তু সামাজিক জীবনে তফশিলি জাতি সমান লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত। শুধু তালিকাভুক্ত ক'রে তাদের নতুনভাবে একঘরে করা হচ্ছে। তাদের মনে নিরাপত্তা আনতে হ'লে শিক্ষার সুযোগ এবং দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে হবে। হিন্দুসমাজের বহু শতকের ভিৎ না ভাঙলে তা সম্ভব নয়।

অনেকে মনে করেন পদবি তুলে দিলেই বর্ণাশ্রম প্রথা উঠে যাবে। শ্রীযজ্ঞেশ্বরনাথ ভৌমিকও উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলেছেন যে, 'আর, মানুষের পদবীহীন নাম পরিচয় হবে শ্রেণীহীন সমাজ জাতিবর্ণহীন গঠনের পথে একটি সার্থক পদক্ষেপ (পৃ ২৩)। তাই কি? তাঁরা নিজেরাই তো বলছেন যে রামায়ণমহাভারতের যুগে পদবি ব্যবহারের প্রচলন ছিলো না। কিন্তু তাই ব'লে কি সে সময়ে বর্ণাশ্রম প্রথা ছিলো না? আর হিন্দু সমাজকে ফিরে বলাও একধরণের ভাবের ঘরে চুরি। রামায়ণ মহাভারতে কজন শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়েছেন? বরং উলটোটাই দেখি। রামচন্দ্র কেন শম্বুকের শিরশ্ছেদ করেছিলেন? এই প্রসঙ্গে নারদ কী বলেছিলেন? আসলে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক না হ'লে সুবিচার করা মুশকিল। দ্বিতীয়ত, আগেই বলা হয়েছে যে সব পদবি বর্ণজ্ঞাপক নয়। যজ্ঞেশ্বরবাবু পরিষ্কারই কিন্তু একটু যেন আবেগপ্রবণ। তাই তিনি লেখেন :

> "সেন রাজাদের সময়ে বৌদ্ধধর্মে যখন ভাঁটার টান এবং হিন্দু ধর্মে এসেছে জোয়ারের স্রোত তখন থেকে বৌদ্ধরা দলে দলে হিন্দু সমাজে ফিরে আসতে লাগল। যারা প্রথমেই এল তাদের সমাদরেই গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু যারা এল না অথবা দুই-এক পুরুষ পরে কিংবা বেশি বিলম্বে হিন্দু সমাজে প্রত্যাবর্তন করল তাদের পর্যায়ক্রমে বিচার করে অনাচরণীয়, ম্লেচ্ছ, পতিত, অস্পৃশ্য ইত্যাদি শ্রেণীর লোক বলে গণ্য করা হল।" পৃ-৭

'প্রথমেই' মানে কোন্ সময়ে? দ্বিতীয়ত কোন্ ঐতিহাসিক ভিত্তিতে লেখক মনে করেন যে 'তাদের সমাদরেই' গ্রহণ করা হয়েছিল?

আসলে বর্ণীয় সংস্কার আমাদের মধ্যে কতটা বদ্ধমূল, তা যজ্ঞেশ্বরবাবুর লেখা থেকেই দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। তিনি বহু ক্ষেত্রে বর্ণীয় সম্প্রদায় এবং জাতিকে এক ক'রে ফেলেছেন। এ ভুল শরৎচন্দ্র প্রমুখ অনেক বড়ো বড়ো লেখক করেছেন। যেমন 'বাঙালি' বললে লেখক বহু ক্ষেত্রে বুঝিয়েছেন শুধু বাঙালি হিন্দুকে, মুসলমান বা খ্রীস্টানরা আলাদা জাতি। যেমন 'অবাঙালী হিন্দুর ন্যায় মুসলমানদের বাঙালী ধরণে অনিরুদ্ধ, অভিজিত, নবাসাচী প্রভৃতি নামকরণ চালু হলেও…(পৃ ১২) অথবা বাঙালী পদবীধারীর সহিত খ্রীস্টান পদবীধারিণীর বিবাহজাত পুত্রের, শোর প্যাট্রারিক সিংহ, ও কন্যার, স্যারণ প্যাট্রারিসিয়া সিংহ নামকরণে পিতার কৌলিক, পদবীর সঙ্গে (sic) মাতার কৌলিক পদবীও যুক্ত হওয়ায় নাজির দেখা যায় (পৃ ১৩)।

যাই হোক, আমাদের মূল বক্তব্যে ফিরে আসা যাক। শুধু হলফনামার জোরে পদবি বর্জন করলেই বর্ণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে না। তার জন্য পুরো হিন্দু সমাজকে ঢেলে সাজাতে হবে। গান্ধীজী অনুন্নত সম্প্রদায়কে 'হরিজন' আখ্যা দিয়েও আমাদের মনোভাব বিশেষ কিছু বদলাতে পারেননি। তেমনি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু 'পণ্ডিত' পদবি ত্যাগ ক'রে ব্রাহ্মণদের মধ্যে কতটা অভিজাত সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের প্রথম পর্বে

ইংরেজশাসনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি মনে করতেন বৃটিশদের কৃপায় বর্ণাশ্রম প্রথাও ভাঙতে চলেছে। দেশীয় আদালতে যে সাহেবদের বিচার হ'তে পারতো না তা-ও তিনি বর্ণাশ্রম দিয়ে সমর্থন করেছেন :

> "ইংরেজের রাজ্যে যেমন ইংরেজ দেশী লোক কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ ব্রাহ্মণ শূদ্র কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারিত না। বাবু দ্বারকানাথ মিত্র প্রধানতম বিচারাসনে বসিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের মুখজ্বল করিয়াছেন—"রাজরাজ্যে" তিনি কোথা থাকিবেন? ('বঙ্কিম রচনাবলী' সাহিত্য সংসদ সংস্করণ ২য় খণ্ড পৃ ১৪৪)"

বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য দ্বারকানাথ মিত্রের মতো শূদ্ররা বিচারপতি হবার সুযোগ পেয়েছেন বৃটিশ আমলে, ব্রাহ্মণদলে সেটা অচিন্তনীয় ছিলো। কিন্তু সে বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেননি, তা হ'লো দ্বারকানাথ হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন বর্ণের ভিত্তিতে নয়, উচ্চশিক্ষার জোরে। সেই সুযোগ হরিজনদের থাকলে তাদের মধ্য থেকেও দু-চারজন দ্বারকানাথ মিত্র বেরোতে পারে। আসল কথা হ'লো পদবি নয়, বর্ণপ্রথা তুলে দিতে পারলে হিন্দুধর্মের মুক্তি। বলা বাহুল্য সেটা আইনের জোরে সম্ভব নয়।

কিন্তু কবে সেই অভিপ্রেত পরিবর্তন আসবে জানি না। তবে সবাইকে সচেতন করার আগে বর্ণপ্রথার বিচিত্র ও জটিল কাঠামো বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। এবং সে-ব্যাপারে শ্রীখগেন্দ্রনাথ ভৌমিকের বইটি অপরিহার্য। বর্ণ-জাতি গোষ্ঠিকে তিনি মোট পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। ক-বিভাগের তালিকায় আছে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রসর, অনগ্রসর, তফসিলী ও আদিবাসী জাতি সমূহের তালিকা। খ-বিভাগে পাই সংগৃহীত পদবি/উপাধি/খেতাব। গ-বিভাগে দেখি সংকলনে উল্লিখিত জাতিগুলির মধ্যে ব্যবহৃত পদবিসমূহ। ঘ-বিভাগে একই জাতির মধ্যে একাধিক পদবি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত সংকলিত হয়েছে। আর ঙ-বিভাগে পদবি-উপাধি-খেতাবের উৎস সন্ধানের চেষ্টা লক্ষ করি।

এই বইটি পড়লে বোঝা যায় আমরা নিজেদের বিষয়ে কত কম জানি। এগুলিতে সংকলিত প্রত্যেকটি পদবির সঙ্গে পরিচিত বাঙালি কজন আছেন? এর ভিত্তিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা করা যায়। উনিশ এবং বিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে কয়টি পদবির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয়?

পরবর্তী সংস্করণের কথা ভেবে পরিশেষে লেখককে কয়েকটি কথা নিবেদন করি। পদবি উপাধি খেতাব ইত্যাদির স্পষ্ট সংজ্ঞার্থ দিলে ভালো হয়। যেমন বি.এল.সি (খ-বিভাগ পৃ ১৬), দেশিকোত্তম (খ-বিভাগ পৃ ১৭), এগুলি ভিন্নশ্রেণির পদবির মধ্যে পড়ে না। দ্বিতীয়ত 'সেনসেন' চললেও চলতে পারে, কিন্তু 'হুসায়ী ভাইসন'কে বাঙালী হিন্দুর পদবি হিসেবে মেনে নেওয়া মুশকিল। তৃতীয়ত, পদশ্রী, পদবিভূষণ, ভারতরত্ন প্রভৃতি কোনোটিই পদবি, উপাধি বা খেতাব রূপে ব্যবহার করা হয় না। বৃটিশ যুগের রায় বাহাদুর, রায় সাহেব, নবাব বাহাদুর, খান বাহাদুরের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে।

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হ'লো 'গ'বিভাগে যেখানে তিনি 'নবশূদ্রের, তালিকায় বসুমজুমদার, বাড়ুজ্যে, বানার্জী, মুখার্জী ইত্যাদি পদবির উল্লেখ করেছেন। হলফনামায় পদবি বদলানো যায়, কিন্তু বর্ণ একই থাকে। সুতরাং এজাতীয় পদবির একটি স্বতন্ত্র তালিকা হ'লে ভালো হয়।

এই বাহা। পাঠক হিসেবে আমি পুরস্কৃত। আমি এ-ও জানি ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিকেরা বইটি অভিধানের মতো ব্যবহার করবেন। পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস, শ্রীখগেন্দ্রনাথ ভৌমিক মিত্র লেখা কলকাতা ১৩৮৯ দাম ২০/৩০ টাকা।

পাঠাভ্যাস : প্রয়োগ ও পদ্ধতি

রণজিৎ কুমার মিত্র
শিলিগুড়ি কলেজ অব কমার্স

প্রবন্ধ পরিকল্পনা

● পরিপ্রেক্ষিত

১ পাঠাভ্যাসের সংজ্ঞা
১.২ পাঠাভ্যাসের স্বরূপ
১.৩ পাঠাভ্যাসের উদ্দেশ্য
১.৩.১ পাঠাভ্যাসের উদ্দেশ্যের শ্রেণীবিভাগ
১.৩.১ ক অনুরাগমূলক পাঠ
১.৩.১ খ কৃতিত্বসূচক পাঠ
১.৩.১ গ সাংস্কৃতিক পাঠ
১.৩.১ ঘ ক্ষতি পূরণমূলক পাঠ
২ পাঠাভ্যাসে সঙ্কট
৩ পাঠাভ্যাস সৃষ্টি
৩.১ পাঠাভ্যাস সৃষ্টির পদ্ধতি
৩.১.১ অনুকরণমূলক পদ্ধতি
৩.১.২ রীতিসিদ্ধ পদ্ধতি
৩.১.৩ প্রয়োগিক পদ্ধতি
৩.১.৩ ক শিশু শিক্ষাসম্বন্ধী উৎপাদক
৩.১.৩ খ গ্রন্থাগ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধীয় উৎপাদক
৩.১.৩ গ গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় উৎপাদক
৪ পাঠাভ্যাস সৃষ্টিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকার প্রকল্প।
উপসংহার

● পরিপ্রেক্ষিত : [গ্রন্থাগার পাঠাভ্যাস সৃষ্টি করে। পাঠাভ্যাস সমাজবদ্ধ মানুষের একটি মানসিক প্রক্রিয়া, এর গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। পাঠক ও পাঠ্যবস্তুর ব্যবধান দূর করে গ্রন্থাগারের জন্য সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করতে হবে যাতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুফল সর্বস্তরের মানুষ পেতে পারেন। পাঠাভ্যাস সৃষ্টি গ্রন্থাগারের, গ্রন্থাগার উন্নয়নের মৌল উপাদান। এই লক্ষ্যেই বর্তমান প্রবন্ধটি লিখিত]

১- পাঠাভ্যাসের সংজ্ঞা

পাঠাভ্যাস কি? পাঠের অভ্যাসই পাঠাভ্যাস, এই ভাবে দুটি পদকে সমাসবদ্ধ করলেই কি উত্তর সম্পূর্ণ হবে? আমরা যারা গ্রন্থাগারে পাঠক নিয়ে কারবার করি তাদের কাছে, পাঠাভ্যাস কি? এ উত্তরটা একটু স্বতন্ত্র ধরণের হবে আশা করি। এ সম্পর্কে বর্তমান নিবন্ধকারের অভিমত, কোন ব্যক্তির গ্রন্থাগার থেকে নিয়মিত পুস্তক সংগ্রহ করে, নির্দিষ্ট সময় নিয়ে, নিয়মিত পঠন-পাঠনের অভ্যাসই পাঠাভ্যাস। এক্ষেত্রে যারা পড়তে পারেন, তারা সবাই পাঠক নন, তাহলে স্বাক্ষর ব্যক্তি মাত্রেই পাঠক হতেন। গ্রন্থাগার মুখো হননা এমন শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যাও কম নয়। অপর দিকে নিরক্ষর ব্যক্তির ও পাঠাভ্যাস থাকতে পারে, তারাও পাঠক হতে পারেন। শ্রবনবীক্ষন, দর্শন বীক্ষনের মাধ্যমে তাদের পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে। অই পাঠক দুধরনের (Reading Public) পড়ুয়া পাঠক,

(listening public) শ্রোতা। এরা পাঠক। পাঠাভ্যাস অচল—অনড় কোন ধারনা নয়, সমাজের অন্যান্য প্রক্রিয়ার মত গতিশীল। এই প্রক্রিয়াও রাষ্ট্র সমাজ অর্থনৈতিক সূত্রে আবদ্ধ পাঠাভ্যাস, সামাজিক পরিবেশ দ্বারা চালিত, সমাজবদ্ধ মানুষের একটি মানসিক প্রক্রিয়া। মনোবিজ্ঞানীরা যেমন মানসিক প্রক্রিয়ার অনুপুঙ্খ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষন করেন, তেমনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের ও কর্তব্য পাঠাভ্যাসের যথার্থ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা। পাঠাভ্যাস থেকেই গ্রন্থাগারের বীজ অঙ্কুরিত, এতো বহু উচ্চারিত সত্য, আবার অপরদিকে গ্রন্থাগারের জন্যই পাঠাভ্যাস সৃজন প্রকল্পের প্রয়োজন। পাঠাভ্যাস ও গ্রন্থাগার একে অপরের পরিপূরক। পাঠাভ্যাসের সংজ্ঞা এই বাস্তাবয়নের মধ্যেই আন্দোলিত ক্রমবিকাশ মান হয়ে বিভিন্ন রূপ পাচ্ছে।

১.২ পাঠাভ্যাসের স্বরূপ

যে কোন ব্যক্তির সামাজিক প্রতিবেশ এবং বিশেষ কতকগুলি প্রবনতা তার পাঠাভ্যাস কে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। এই প্রবনতা তার ব্যক্তিত্ব থেকেই উৎসারিত। অনেক বিছুর উপাদানে একজন পাঠকের ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। এই ব্যক্তিত্ব ব্যবচ্ছেদ করলে প্রধানতঃ যে উপাদানগুলো পাওয়া যাবে, তাহল—তিনি স্ত্রী না পুরুষ। বয়স শিক্ষা পেশা অর্থনৈতিক ক্ষমতা ইত্যাদি। এছাড়াও নিজস্ব আবেগ অনুভূতি। এই সমস্ত উপাদান থেকে সৃষ্ট প্রবনতা পাঠককে তার পাঠ্যবস্তু নির্বাচনে প্রভাবিত করে একটি নির্দিষ্ট পাঠাভ্যাসের দিকে বাধিত করে। ব্যক্তি বিশেষের এই পাঠাভ্যাস সম্পর্কে গ্রন্থাগার তথা গ্রন্থাগারিকের অবহিত থাকা দরকার। পাঠাভ্যাসের গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি তো তারই হাতে, তিনিই পরবরাহ করছেন তার পাঠপিপাসার পূর্ণ বারি। সুস্থ পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে একজন গ্রন্থাগারিক ব্রতী সমাজ সেবীর মতই সহায়তা করবেন। পাঠাভ্যাসের স্বরূপ সন্ধানে তিনি হবেন পাঠকের মনোচিকিৎসক।

১.৩ পাঠাভ্যাসের উদ্দেশ্য

পাঠক কতগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পড়ে। এই উদ্দেশ্যগুলি ব্যক্ত ও হতে পারে আবার অব্যক্ত ও হতে পারে। অনেকে পড়েন তাঁদের শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিসীমাকে বৃদ্ধি করবার জন্য। কেউ কেউ তাদের পেশা বা বৃত্তিতে অধিকতর কুশলী হবার জন্য ও প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার বাস্তব প্রয়োজনের জন্য পড়েন। আবার অনেকে তাঁদের বুদ্ধিদীপ্ত অন্বেষা ও কৌতূহলকে চরিতার্থ করবার জন্য নিয়মিত পাঠের তাগিদ অনুভব করেন। এসব ছাড়াও চিত্ত বিনোদন—অবসর যাপনের জন্য অনেকে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলেন। এই যে বিভিন্ন ধরণের পাঠাভ্যাসের উদ্দেশ্য, তা চরিত্র অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা করা যেতে পারে।

১.৩.১ পাঠাভ্যাসের উদ্দেশ্যের শ্রেণীবিভাগ

১.৩.১ ক অনুরাগমূলক পাঠ (Devotional Reading) : ধর্মীয় পুস্তক পঠন-পাঠনের জনপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত। প্রতিটি জাতির, ইতিহাস, সংস্কৃতি-সাহিত্য প্রথমতঃ ধর্মকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল। ধর্মীয় পুস্তকের আবেদন এক বৃহৎ পাঠক সমাজের মধ্যে অব্যাহত। রামায়ন-মহাভারত গীতা কোরান বাইবেলের বিক্রী আজ ও প্রকাশকদের ভাষায় বেস্ট সেল পর্য্যায়ের। ধর্মীয় গুরুর জীবনী, কোন লেখকের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় অনুরাগমূলক পাঠে অর্ন্তভুক্ত।

১.৩.১. খ কৃতিত্বমূলক পাঠ (Achivement Reading) এই ধরণের পাঠ ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই স্থির হয়। সামাজিক—অর্থনৈতিক কৃতিত্বের প্রয়োজনের জন্য বিশেষ পাঠ্যসূচী নির্বাচিত করে, তা পঠন-পাঠনের মাধ্যমে সাফল্য অর্জনই, কৃতিত্বসূচক পাঠের লক্ষ্যমাত্রা।

১.৩.১ গ সাংস্কৃতিক পাঠ (Cultural reading) এই পাঠ জ্ঞানের কোন বিশেষ শাখায় সীমাবদ্ধ নয়। সাহিত্য-সংস্কৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পঠন-পাঠন করে

পাঠক তার সাংস্কৃতিক জীবনের সীমারেখা বৃদ্ধি করতে চান। কৃতিত্বসূচক পাঠে, তাৎক্ষনিক, ব্যক্তিগত, ব্যবহারিক সাফল্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই পাঠক অগ্রসর হয়, কিন্তু সাংস্কৃতিক পাঠে যারা অনুরাগী তারা আরো বৃহত্তর কল্যাণ, সমাজ-জাতির অগ্রগতিতে নিজেদের যুক্ত করবার জন্য; বিভিন্ন বিষয়ে তাদের পাঠাভ্যাসকে প্রসারিত করে সাফল্য অর্জনে প্রয়াসী হন।

১·৩১· ঘ **ক্ষতিপূরণ মূলক পাঠ :** (Compensatory reading) আধুনিক মানুষের জীবন নানা কারণে উদ্বেগপূর্ণ। জীবন যন্ত্রণায় জর্জর মানুষ, মনের প্রশান্তি আনবেন; উদ্বেগের অপসারণ, অবসর যাপনে বইকে আশ্রয় করে, যে অনুপ্রেরণা—উৎসাহ পান, মানসিক অবসাদ দূর করেন, তাই ক্ষতি পূরণ মূলক পাঠের নিহিত তত্ত্ব।

২· পাঠাভ্যাসে সঙ্কট

১৯৬৪ সনে ভারতীয় যোজনা পর্ষদ কৃত A survey of public library services in India'তে শ্রী ডি আর কালিয়ার পরিগৃহীত ও বিশ্লেষিত তথ্যানুযায়ী পাঠাভ্যাসের যে চিত্র পাওয়া গিয়েছিল তা অত্যন্ত সংকট জনক, ভারতবর্ষে একহাজার জন ব্যক্তির মধ্যে ·১ জন ব্যক্তি জন গ্রন্থাগারের রেজেষ্ট্রীকৃত সভ্য। এর পরেরো বছর উত্তীর্ণ হবার পর অধুনা এই পরিসংখ্যান কি দাঁড়িয়েছে তা বর্তমান লেখকের জানা নেই, তবে সঙ্কট যে মোচন হয়নি এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। ১৯৭২ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হবার পর জন গ্রন্থাগারের সংখ্যা যে হারে বর্দ্ধিত হয়েছে, পাঠকের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে সে হারে বাড়েনি। শুধু কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের জেলা শহর বা মহকুমা শহরের গ্রন্থাগারগুলি নয়, এক্ষেত্রে গ্রামীন গ্রন্থাগারের পাঠকদের ভূমিকা অত্যন্ত জরুরী, কারণ আমাদের রাজ্যে এ ধরণের পাঠকের জন্য আমাদের আশা আকাঙ্খা বেশী হলেও, পাঠাভ্যাসের ক্ষেত্রে গ্রামীণগ্রন্থাগারের পাঠকরাই বেশী অনগ্রসর।

১৯৮১র জনগণনার রিপোর্টে যা জানা যায় তা হল, পশ্চিমবঙ্গে মোট জনসংখ্যা: ৪৪,৪৮৫,৫৬০। এদের মধ্যে শহরে থাকেন ১৪,৭৩৩,৪৮৬ জন। গ্রামে থাকেন ৩০, ০৫২,০৭৪ জন। শহরে শিক্ষিতের হার ৬২,৮১% । গ্রামে ৩২,৯৭% জন। জনসংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে গ্রামীন গ্রন্থাগারের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা দরকার, কিন্তু পাঠকের হার বৃদ্ধি জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অনুযায়ী হবে, গ্রন্থাগারের সংখ্যাবৃদ্ধির চাহিদাশক্তি যাতে হতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে কর্মসূচী না হলে গ্রন্থাগারগুলিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে পারেনা। পঞ্চতন্ত্রের অন্যতম সূত্র; 'গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিষ্ঠান' এই সূত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি পাঠকের তথা পাঠাভ্যাসের ক্রমবর্দ্ধনশীলতা সুতরাং গ্রন্থাগার সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও ব্যাপক অংশগ্রহণ না হলে এই সঙ্কট আরো ঘনীভূত হবে।

শহরের শিক্ষিতের হারের তুলনায় গ্রামে শিক্ষিতের হার প্রায় অর্ধেক পাঠাভ্যাস সঙ্কটের এটিও অন্যতম কারণ। এই সঙ্কটের কারনটা কিন্তু বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করা দরকার নইলে সঙ্কটমোচনের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ফলে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারের সাথে সাথে ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গে পাবলিক লাইব্রেরীর গোড়াপত্তন। নবজাগরণে আলোক প্রাপ্ত, ইংরাজীতে শিক্ষিত গ্রন্থাগার প্রেমীযুবকেরাই সেই সময় এ ব্যাপারে সব থেকে বেশী উৎসাহী ছিলেন। সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতিক প্রসার, সমাজ কল্যাণ এবং কারো কারো উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ইংরেজ শাসকদের দ্বারা নিষিদ্ধ দেশী-বিদেশী রাজনৈতিক পুস্তকপাঠের সুযোগসৃষ্টি করে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলা। কিন্তু জনগ্রন্থাগারের এই আন্দোলন সেই সময় সীমাবদ্ধ ছিল খৃষ্টিয়ান বাবুসমাজ, চিরস্থায়ীবন্দোবস্তের সম্ভোগী জমিদার সম্প্রদায়, ইংরেজ শাসনে তৈরী অধ্যাপক, শিক্ষক, ব্যবহারজীবি, করণিক অর্থাৎ সেই সরকার নকশাঠিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর জনগ্রন্থাগার গড়ে উঠবার যে ইতিহাস, তাতে দেশের জনসাধারণের

সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র স্বল্পশিক্ষিত, নিরক্ষর গ্রাম ও শহরবাসীর কোন ভূমিকা ছিল না। জনগ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম পর্বে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল অনুপস্থিত।

একদল স্বার্থান্বেষী মানুষের নিজেদের স্বার্থে অপর আর একদলকে বঞ্চিত করার অপপ্রয়াস আজো থেমে যায়নি। ১৯২০ সালে Primary education Bill আলোচনা করবার সময় এদেশের একদল জমিদার বলেছিলেন—"It is not necessary to accentuate the intelligence of the rural People" অর্থাৎ গ্রামের মানুষকে বুদ্ধিদীপ্ত করবার প্রয়োজন নেই, এর ষাট বছর পরেও কিন্তু আজো গ্রামের জোতদার-মহাজন-বিত্তশালীদের মনোভাব ঐ একই আছে। দরিদ্র গ্রামবাসীরা লেখাপড়া শিখলে, তাদের বিষয়ে না, এই তথ্য জানতে পেলে তাদের আরো প্রবঞ্চিত করা যাবে নানা তত্ত্বে তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

কিন্তু এসবের জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলন থেমে যায়নি। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াইয়ের ফলে পুরানো ছবির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। শিক্ষার দাবী আজ সার্বজনীন, গ্রন্থাগার সম্পর্কেও মানুষের চেতনা বাড়ছে। তবে গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠকদের জন্য যে সংকট তা বর্তমান সামাজিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণগুলো ও গভীর ভাবে অনুসন্ধান করা দরকার। ভোটদানের ক্ষমতা স্বীকৃত হলেই যেমন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়না। তেমনি শুধু গ্রন্থাগার সৃষ্টি হলেই পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়না, উপযুক্ত পরিবেষণ এবং তা গ্রহণ করবার সুযোগ সঠিক ভাবে সৃষ্টি করার পরিকল্পনা সমভাবে গৃহীত হতে হবে। পাঠাভ্যাসে যে সংকট, গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠকের স্বল্পতার জন্য শুধু গ্রন্থাগারের সংকট নয় শিক্ষা-সংস্কৃতি-প্রগতির ক্ষেত্রেও সংকট।

৩. পাঠাভ্যাস সৃষ্টি

'গ্রন্থাগার পাঠাভ্যাস সৃষ্টি করে'—এ সম্পর্কে নতুন করে বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। পাঠাভ্যাস সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান শর্ত হল উপযুক্ত গ্রন্থাগার। যেমন গ্রামীন গ্রন্থাগার গুলিকে প্রথাসুগ গ্রন্থাগারে পরিণত না করে, স্থানীয় মানুষজনের চাহিদা, শিক্ষা-সংস্কৃতির মান, জীবিকা ইত্যাদি সমীক্ষা করেই, গ্রন্থসম্ভারের পুস্তক নির্বাচন, ও অন্যান্য পরিচালন ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া উচিত। মানুষের ক্ষুধা-অভাব নিবারণের জন্য, গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা হলে তবে প্রকৃত অর্থেই ক্ষুধা মানুষের হাতিয়ারে পরিণত হতে পারবে। একথা শুধু গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে নয় শহরের সব গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কেও সমান সত্য।

বিনাচাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও অন্যান্য প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার সাথে গ্রন্থাগারকে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট করে, এই ধরনের পাঠবস্তু সরবরাহ করে নতুন মাত্রা সংযোজন করা যেতে পারে। প্রচলিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কাগজে কলমে স্বীকৃত হলেও প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে আছে। এই ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। গ্রন্থাগার জাল (library net work) দিয়ে সমগ্র দেশকে পরিব্যাপ্ত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যাতে গ্রাম ও শহরের সকলেই গ্রন্থ ব্যবহারের সুযোগ পান।

ভারত সমেত দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলিতে ঔপনিবেশিক সরকারগুলি যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে কিছু শিক্ষিত বিদগ্ধ শ্রেণী সৃষ্টি করে এবং ব্যাপক লোক শিক্ষাকে উপেক্ষা করে ঔপনিবেশিক সরকারগুলি কায়েমী স্বার্থভোগী উচ্চশ্রেণী ও জনগণের অধিকার বিভেদের প্রাচীর শুধু বজায় রাখেনি, তাকে আরো দৃঢ়তিক্ষ্ম করে তুলেছিল। এই বিভেদের প্রাচীর অপসারণে গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে লোকশিক্ষাকে পুনর্জীবিত করা একান্ত কর্তব্য।

পাঠাভ্যাস সৃষ্টির জন্য আরো বেশী পাঠক পাবার জন্য

নিরন্তর গবেষণার অপেক্ষা রাখে। বর্তমান নিবন্ধের পরিসরে যতটুকু আলোচনা হল, তার কখনোই সম্পূর্ণ নয়।

ডঃ রঙ্গনাথন গ্রন্থাগারের পাঠকবৃদ্ধিকরণ সম্পর্কে বলেছিলেন—"the growth in the number of readers shows how popular is the library and how well it is serving its clientele. Growth in membership does not depend merely on the number of books available in the library but chiefly on the services offered by the library. The membership can continue to grow rapidly even if the growth in size of the library has become slow, provided the services offered by the library are to liking of the readers. The librarian should therefore make every effort to make the library services easily available to the readers and to publicise the activiries of the library to attract more readers."—এর চেয়ে অধিকতর সত্য আর কিছু হতে পারে না, তাই গ্রন্থাগারটি কেমন হলে ভালো হয় তার জন্য শুধুমাত্র ভবন না আউড়ে যে গ্রন্থাগারে যতটুকু আছে তা যথার্থ ভাবে কাজে লাগিয়ে সংখ্যা পরিষ্ঠের পাঠাভ্যাস গড়াই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সত্য।

৩.১ পাঠাভ্যাস গঠনের পদ্ধতি

ডঃ রঙ্গনাথন Modern Librarian নামক পত্রিকায় 'How to create reading habit' শীর্ষক প্রবন্ধে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার তিনটি পদ্ধতির কথা বলেছিলেন।

অনুকরণমূলক পদ্ধতি (Imitative method)
রীতিসিদ্ধ পদ্ধতি (Formal method)
প্রয়োগিক পদ্ধতি (Pragmatic method)

৩.১.১ **অনুকরণমূলক পদ্ধতি** (imitative method) : শিশুরা তাদের প্রকৃতি অনুসারে স্বভাবতই অনুকরণ প্রিয়। তারা তাদের পারিবারিক, সামাজিক পরিবেশ থেকেই বিভিন্নভাবে অনুকরণ করতে শেখে। শিশুদের এই অনুকরণ প্রিয়তাকে পাঠাভ্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহ, পুস্তকপ্রিয়তা, অভিভাবকদের পাঠাভ্যাস তাদের শিশুকেও প্রভাবিত করে। অভিভাবকেরা যদি এই বিষয়ে যত্নবান হন তবে আগামী দিনের পাঠকদের সুন্দর-সুস্থ-সুপরিকল্পিত পাঠাভ্যাস গড়ে উঠবে।

৩.১.২ **রীতিসিদ্ধ পদ্ধতি** (Formal method) : পাঠাভ্যাস সৃষ্টির জন্য প্রচলিত রীতিসিদ্ধ পদ্ধতির উপস্থাপনা শিশুদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই শুষ্ক ও কঠিন হয়ে ওঠে। তাই শিশুদের বই পড়ার ক্ষেত্রে রীতিসিদ্ধ পদ্ধতির প্রয়োগ এমনভাবে করতে হবে, যা তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

৩.১.৩ **প্রয়োগিক পদ্ধতি** (Pragmatic method) : দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে পুস্তক পাঠের আগ্রহকে সংযুক্ত করবার পদ্ধতিই প্রায়োগিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি মূলতঃ তিনটি উৎপাদক মাধ্যমে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

৩.১.৩ ক শিশু শিক্ষা সম্বন্ধীয় উৎপাদক (Pedagegical factor)

৩.১.৩ খ গ্রন্থাগ্রপঞ্জী সম্বন্ধীয় উৎপাদক (Bibliographical factor)

৩.১.৩ গ গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় উৎপাদক (Bibliothecal factor)

৩.১.৩ ক শিশু শিক্ষা সম্বন্ধীয় উৎপাদকের সাফল্য নির্ভর করছে, শিশু শিক্ষায় যাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন সেই সব শিক্ষক সম্প্রদায়ের উপর। শিশুরা যাতে বই ভালোবাসে, বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাদের যাতে সুস্থ পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে তার

জন্য এদের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমাদের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে ভবিষ্যতের সাফল্য অপেক্ষা তাৎক্ষনিক সাফল্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু শিক্ষার লক্ষ্য আত্মোপলব্ধি—আত্মোন্নতি, যা একটি শিশুকে ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত মনস্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক করে তোলে. শিক্ষার এই চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বই ই পারে সহায়তা করতে। শৈশব থেকেই যদি সুস্থ পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা যায় তবেই এই উপলব্ধির জগতে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

৩.১৩ খ শিশুশিক্ষা সম্বন্ধীয় উৎপাদকের সফলতার জন্য, গ্রন্থ/গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধীয় উৎপাদকের সহায়তা দরকার। এর সহায়তাতেই পাঠাভ্যাস সৃষ্টির জন্য পাঠকদের রুচি ও প্রয়োজন মত যথেষ্ট পুস্তক সরবরাহ হতে পারে। ভারতবর্ষে শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক উভয়েরই পাঠাবস্তুর ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভাব ভারতবর্ষের জন গ্রন্থাগারে ১০০ পাঠকের জন্য একটি বই, ইংলণ্ডে ১০০ পাঠকের জন্য ১৫০টি বই, আমেরিকাতে ১০০ জন পাঠকের জন্য ১০০টি বই। এই তুলনামূলক চিত্রে পাঠাভ্যাসের ক্ষেত্রে পাঠ বস্তুর স্বল্পতা, আমাদের জন গ্রন্থাগারে কি পরিমাণে তা স্পষ্ট হয়।

৩.১৩ গ গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় উৎপাদক বলতে বোঝায়, পাঠাভ্যাস সৃষ্টিতে গ্রন্থাগারের যে ভূমিকা বা কর্ম প্রকল্প। এই কর্ম প্রকল্পের ভূমিকাই বর্তমান দিনে সবচেয়ে জরুরী। কারণ শিশু শিক্ষাসম্বন্ধীয় ও গ্রন্থ/গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধীয় উৎপাদক পাঠাভ্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। এ ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগনের মনোযোগ হীনতা, শিশু গ্রন্থাগারের অতি স্বল্পতা। প্রাথমিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়নি। আবশ্যিক শর্ত পূরণ করতে না পারার জন্য প্রতিটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে এখনো গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত ও সুসংগঠিত হতে পারেনি। তাই শিশু শিক্ষা সম্বন্ধীয় উৎপাদক ও গ্রন্থ/গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধীয় যথেষ্ট সাড়া জাগাতে পারেনি এ ছাড়া মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্যা তা হলো ছাত্র সংখ্যার তুলনায় গ্রন্থাগার পরি সেবার স্বল্পতা। অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্যনীয় ছাত্র সমাজের এক ব্যাপক অংশ প্রতি বছর পাঠক হিসাবে অস্তিত্ব হারাচ্ছে। শহরের তুলনায় গ্রামে শুধু নিম্ন শ্রেণীতে যত ছাত্র ভর্তি হয়, উপরের দিকে প্রতি ধাপে তার সংখ্যা কমতে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষায় জন যেখানে শতকরা প্রায় ৭৯ জন এবং উচ্চ ওউচ্চতর বিদ্যালয়ে শতকরা ১৮ জনে। সুতরাং জন গ্রন্থাগারের মাধ্যমে যদি এই ব্যাপক অংশকে শিক্ষিত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ না করা যায় তবে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের ব্যবধানের প্রাচীর আরো দুরতিক্রম্য হয়ে উঠবে।

পাঠাভ্যাস সৃষ্টিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকার তাৎপর্যকে প্রতিদিনের প্রয়োজনের পটভূমিকায় প্রয়োগ করে লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করাই প্রায়োগিক পদ্ধতির নিহিত তত্ত্ব। গ্রন্থাগারগুলির সক্রিয়তা এ বিষয়ে সার্বজনীন আবেদন তৈরী করতে পারলে পাঠাভ্যাসের ক্ষেত্রে দুরাম্বয় আসবে।

৪. পাঠাভ্যাস সৃষ্টিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকার প্রকল্প (Hypotheses)

১৯৭৯ সনে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হবার পর যে নতুন গ্রন্থাগারগুলি সৃষ্টি হয়েছে, পাঠাভ্যাস সৃষ্টিতে সেই গ্রন্থাগার গুলির ভূমিকার পরিমাপ, ভবিষ্যতের কর্মসূচীর জন্য নির্দ্ধারিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। নিম্নলিখিত ছকে এলাকা ভিত্তিক, শ্রেণী বয়স শিক্ষা আয় অনুযায়ী বিভিন্ন জনগণের মধ্যে এই সমীক্ষা চালানো যেতে পারে।

৪.১ গ্রন্থাগারে যারা আসেন, কি কি উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন

১.১ সংবাদ পত্র অথবা পত্র পত্রিকা পড়তে

১.২ পুস্তক সংগ্রহ করতে

১.৩ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে

১.৪ অবসর কাটাতে বা বিশ্রাম নিতে

১.৫ বন্ধুকে সাহচর্য দিতে

১.৬ অন্য উদ্দেশ্যে

৪.২ তার এলাকায় যে নতুন গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে, তিনি কি তার সভ্য হয়েছেন? যদি হয়ে থাকেন বা তা হয়ে থাকেন তার কারণ?

৪.৩ গ্রন্থাগারের সভ্য হবার পর তার পড়বার সময় কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে

৩.১ পূর্বের তুলনায় বেশী

৩.২ পূর্বে যেমন ছিল তেমন

৩.২ পূর্বের তুলনায় কম

৪.৪ গ্রন্থাগারের বর্তমান পরিসেবায় তিনি কি তৃপ্ত? যদি না হয়ে থাকেন তার কারণ ও এ সম্পর্কে তার কি কোন প্রস্তাব আছে?

৫ **উপসংহার :** পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হবার পর গ্রন্থাগারের উন্নয়ণের জন্য যে বিভিন্ন কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে তাতে গ্রন্থাগারের আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনার জোয়ার বইছে। এই সন্ধি ক্ষণে তাই। পাঠক ও তাদের পাঠাভ্যাস আমাদের কাছে এক জরুরী প্রশ্ন। গ্রন্থাগারের জন্য সংখ্যা গরিষ্ঠ পাঠকমন, তাদের পাঠাভ্যাসের গতি প্রকৃতি। তাদের প্রয়োজনের নিরিখেই চালিত হবে ঐ মহারথের জয়যাত্রা, কালের যাত্রায় তার রথের রশি ধরা থাকবে পাঠকের হাতেই উচ্চারিত হবে 'বর্ধিষ্ণু এষোচিস্মুক্তি (Libraryes a growing organism)

বিজ্ঞপ্তি

মুদ্রণ ব্যয়, কাগজের দাম ইত্যাদি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য, গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রকাশনার ব্যয় অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহনের জন্য, সমস্ত সদস্যদের কাছে আমাদের অনুরোধ, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে পাঠাবার ব্যবস্থা করে পত্রিকাকে চালু রাখতে সাহায্য করুন।

পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার পত্রিকার শেষ কভারে ছাপা আছে।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

বিজ্ঞপ্তি

গ্রন্থাগার পত্রিকা নিয়মিত ডাকযোগে পাঠান সত্ত্বেও সদস্য/গ্রাহকরা প্রায়ই গ্রন্থাগার পত্রিকা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করছেন।

সদস্য/গ্রাহকদের কাছে আমাদের অনুরোধ যে পত্রিকা সঠিক ভাবে না পেলে, নিকটস্থ ডাকঘরে পত্রযোগে অভিযোগ করবেন এবং পত্রের অনুলিপি পরিষদ দপ্তরে পাঠাবেন।

আপনাদের অভিযোগ পত্রগুলি পাবার পরে আমরা কেন্দ্রীয় ভাবে উর্দ্ধতন ডাক কর্তৃপক্ষের সাথে এই ব্যাপারে যোগাযোগ করবো।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

৺শচী দেবী স্মারক বক্তৃতা

গত ৮ই জুন ১৯৮১ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে সভায় ৺শচীদেবী স্মারক বক্তৃতা দেন ডঃ বিনয় ঘোষগুপ্ত, বিষয়ঃ গ্রামোন্নয়ন গ্রন্থাগারের ভূমিকা। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী ফণিভূষন রায়। সভায় শুরুতে পরিষদের সম্পাদক মাননীয় ও সাহিত্য ৺শচীদেবী স্মারক বক্তৃতার ইতিহাস ব্যক্ত করেন। ৺শচীদেবী পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি ৺সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মাতাঠাকুরাণী।

ডঃ ঘোষগুপ্ত তাঁর বক্তব্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। (ক) পরিবর্তন পরিস্থিতি (খ) শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রামের অবস্থা কি? (গ) গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

পূর্বে চাষীরা বাজার থেকে বীজ ক্রয় করতো না, সারের ব্যবহার প্রায় ছিল না, প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা। এবং উৎপাদন ব্যবস্থা বাজার ভিত্তিক ছিল না। এখনকার চাষব্যবস্থা বিজ্ঞানভিত্তিক। এখন চাষীরা বাজার থেকে বীজ কিনছে; সারের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেচের জল চাষের কাজের ব্যবহার হচ্ছে অর্থাৎ প্রকৃতির উপর আর নির্ভর করতে হয় না। পোকার উপদ্রব দূর করতে ওষুধের ব্যবহার হচ্ছে। এখনও বহু চাষীরা সুবিধা পাচ্ছে বেশী। এখনও অনেকচাষী মহাজনের উপর নির্ভরশীল। এখন চাষী বুঝতে শিখেছে যে মহাজনের উপর নির্ভরশীল হলে চলবে না। এই বোঝার জন্যই চাই শিক্ষা। এতদিন পর্যন্ত চাষীরা তাদের অধিকার সম্বন্ধে অবহিত ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েত, বর্গাদার অপারেশন প্রভৃতির দ্বারা চাষীরা নিজের অধিকার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছে। এখনও গ্রামের ৭০ ভাগ লোক গরীব এবং তাদের মধ্যে অনেকেরই শিক্ষা নাই। এরকম পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিরাট।

গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থার ছক শহরের মতো নয়। গ্রামের অবস্থার কথা চিন্তা করে শিক্ষাব্যবস্থার ছক তৈয়ারী করতে হবে। গ্রামের মানুষেরা অধিকাংশই স্কুলে কেন যায় না-এর কারণ খোঁজ করলে দেখা যাবে যে এরজন্য সামাজিক অবস্থাই দায়ী। Non formal Education, Adult Education এর কথা চিন্তা করতে হবে। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও চিন্তা করতে হবে; সেটি হলো নতুন ধরনের বই লিখতে হবে। এবং ছাত্র—শিক্ষকের মধ্যেকার ব্যবধান কমাতে হবে।

গ্রন্থাগার কি? এই সম্বন্ধে বলতে গেলে তিনটি দিকে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা বলতে হবে। (১) শিক্ষার দিক (২) খবরের দিক (Information) (৩) বিনোদনের দিক,

গ্রামে আনন্দের সুযোগ কম। সেইজন্য জীবনযাত্রার মনোরঞ্জনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা আছে। সুতরাং পুস্তক নির্বাচনের দিকটাও দেখা উচিৎ। যাতে জিনিস পড়ানো যেতে পারে, তাতে পড়ার অভ্যাস বাড়ে। পাঠের অভ্যাস শহরে ও গ্রামে উভয় জায়গায় খুবই কম। গ্রামোন্নয়নের জন্য, স্বল্প শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বই লিখতে হবে। যদিও এই ব্যাপারে state Resource Centre, Bengal social service League, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি এবং কিছু সংখ্যক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় কিছু কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। এখনও এমন বই বার হচ্ছে না যা গ্রামের সমস্যা নিয়ে লেখা হয়। নানা ধরনের পাঠকের জন্য নানাস্তরের লেখা বার করতে হবে। যদিও এখন সংবাদপত্রে কৃষি সংক্রান্ত তথ্য থাকছে। কোথায় গ্রন্থাগার হবে? একটি গ্রন্থাগার থেকে অন্য গ্রামে বই যাবে কি ভাবে? গ্রন্থ পৌঁছানোর জন্যে সাইকেলের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামের সম্পদ, গ্রামের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে গ্রন্থাগার তৈরী করতে হবে। সংবাদপত্র, রেডিও, মৌখিক প্রচারে,

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তথ্য প্রচার করতে হবে। গ্রন্থাগারের একক ভূমিকা নয়। গ্রন্থাগারিককে গ্রামের মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, গ্রামের অবস্থা বুঝতে হবে। ডঃ দাশগুপ্তের বক্তব্য শেষ হবার পর উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে তাঁকে প্রশ্ন করেন। ডঃ দাশগুপ্ত তার উত্তর দেন।

অমল পাল : চাষী ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায় সম্পর্কে কি ব্যবস্থা হতে পারে?

ডঃ দাশগুপ্ত : মানুষের দৈনন্দিনী সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা বাড়ছে। যত দিন যাচ্ছে জমি দিয়ে মানুষের প্রয়োজন মিটছে না। সেখানে অকৃষিগত কাজের ভূমিকা আছে। গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা—গ্রামের মানুষকে জানিয়ে দেওয়া যাবার সম্পর্কিত তথ্য।

ডঃ সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় : সরকারী যে সব ব্যবস্থাপনা হয়েছে তার সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক স্থাপন করা যায় কিনা? Oral service—grass roof-Level এ কিভাবে নেওয়া যায়? Tape Recorder, side এর ব্যবস্থা করা যায় কিনা?

ডঃ দাশগুপ্ত : তথ্য সব সময় সব বিভাগ জানে না। সময়ের সমস্যা। গ্রন্থাগার বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে পাঠাতে পারেন। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে রেডিওর ব্যবস্থা আছে। এই পর্যায়ে Tape Recorder এর ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। কারণ গ্রামের সমস্যা আছে এবং ব্যক্তিগত যন্ত্র হওয়ার প্রবণতা আছে। Oral service পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নেওয়া যেতে পারে।

সভান্তে শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী ডঃ দাশগুপ্তকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন—বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গ্রামের/সমাজের পুর্ণগঠনের কাজে লাগছে কিনা? অর্থনৈতিক পুর্ণগঠনে গ্রন্থাগারের কি ভূমিকা হতে পারে? গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে Audiovisual service, oral service নেওয়া যেতে পারে কিনা? পঞ্চায়েতকে গ্রন্থাগারের কাজে লাগানো যেতে পারে কিনা? এই সব আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে।

প্রতিবেদক
সৌম্য গোস্বামী

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাগার পত্রিকার ইতিপূর্বে প্রকাশিত কয় সংখ্যা (বেশ কয়েক বছরের) ক্রয়ের জন্য পাওয়া যাবে। যাঁরা এই সংখ্যাগুলো বা এগুলোর মধ্যে যে কোন সংখ্যা কিনতে চান তাঁর পরিষদ অফিসে লিখুন।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

"গ্রন্থাগার"এ বিজ্ঞাপন

দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন কেননা যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বহু গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারব্যবসায়ীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠায় কতটা	সাধারণ সংখ্যা টাকা	বিশেষ সংখ্যা টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট	— ৪০০	— ৫০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	৩৫০	৪৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১৭৫	— ৩০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	— ৩০০	— ৪০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১৫০	— ২৫০
১/৪ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১০০	— ১৫০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৮ সি. এম.
পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে
যোগাযোগ করুন :
সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২
কলিকাতা ৭০০০১৪
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

চেক বা ড্রাফট 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' এই নামে হবে।

: পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই :

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day মূল্য—৩·০০

মার্কিন সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫·০০
আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত

বাংলা বইয়ের তালিকা।
বাণী বসু (সহ: —বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী।

মূল্য—৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২।

মূল্য – ৫·০০ (বাঁধানো ১০·০০)

খ্যাতিমান বুদ্ধিকুশলী এবং বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

৫৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত।

প্রস্তাবসমূহ — মূল্য—১৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি. ১৩৪, সি. আই. টি স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

Annual subscription Rs. 24·00
Single Issue Rs. 2·00

Licenced to post without pre-payment
LICENCE NO. WP/CC.CL—2
Postal Regd. No WB/CC—146
Regd No-RN/2674 57

Volume 33 : No.2

May-June —1983

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to

The General Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence for publication should be addressed to :

The Editor Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

10 OCT 1983

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Sunday Press 14,B,Fakir De Lane, Calcutta-700012 Phone:—26-0910

Editor : Sudhendubhusan Bandyopadhyay

If undelivered please return to
Bengal Library Association
P. 134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ৩ | সম্পাদক : সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | আষাঢ়, ১৩৯০

। সূচী ।

সম্পাদকীয় । ২৭

গ্রন্থাগার : সংরক্ষণ ও [illegible]
[illegible]

সমস্ত কলেজ গ্রন্থাগারিক ও সহকারী
গ্রন্থাগারিকদের UGC বেতন সম্পর্কে
মহামান্য আদালতের INJUNCTION
প্রার্থিত কথার আবেদনের প্রতিলিপি

পরিষদ কথা ৩৪

গ্রন্থাগার সংবাদ ৩৬

ENGLISH ABSTRACT ৪২

"গ্রন্থাগার"এ বিজ্ঞাপন

দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এইজন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠার কতটা	সাধারণ সংখ্যা টাকা	বিশেষ সংখ্যা টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট	— ৮০০	৫০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	৫৫০	৬৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১৭৫	২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	— ৩০০	— ৪০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১৫০	— ২৫০
১/৪ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১০০	১৫০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৮ সি. এম.

পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে যোগাযোগ করুন :

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২

কলিকাতা ৭০০০১৪

পশ্চিমবঙ্গ

ফোন : ৪৪-৮৪৬৬

চেক বা ড্রাফট "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" এই নামে হবে।

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day মূল্য—৩.০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫ ০০

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

বাণী বসু (সম্পাঃ) বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী।

মূল্য—৭ ০০

১৮১৮ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২।

মূল্য—৫ ০০ [বাঁধানো ১০·০০]

খ্যাতিমান বৃত্তিকুশলী এবং বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

৫৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ · মূল্য—১৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি, ১৩৪, সি আই· টি স্কীম ৩২

কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ৩ | সম্পাদক: সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | আষাঢ়, ১৩৯০

সম্পাদকীয়

(২য়াঠ সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শেষাংশ)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের অবদান

বর্তমানে উন্নত দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে নব নব দিগন্ত উন্মোচনের ফলে যে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তার সঙ্গে তাল রেখে সর্বাধুনিক তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার বহুল প্রয়োগের ফলে ঐসব দেশে শিল্প বাণিজ্যের দ্রুত এবং বিপুল প্রসারের ফলে জনসাধারণের জীবনমানের মানেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সফল রূপ লাভ করেছে। এই বিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্যে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন দেশের জ্ঞান, সংস্কৃতি, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের অবদান যে অপরিসীম একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

স্বাধীনতালাভের পর ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার একদিকে যেমন অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে তেমনি তার সঙ্গে তাল রাখতে উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন ও প্রবলভাবে অনুভূত হয়েছে। গ্রন্থাগার পরিচালনার কলাকৌশলের নানা পরিবর্তন করতে হয়েছে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই। তাই পঞ্চাশের দশক থেকেই ভারতে উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবী প্রবল হয়ে ওঠে। এরপর গত কয়েক দশক ধরে আমাদের দেশেও একদিকে যখন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত উন্নত ধরণের কলাকৌশল নিয়ে চিন্তা ভাবনা হয়েছে তেমনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক কলাকৌশলে শিক্ষিত একদল কর্মীরও সৃষ্টি হয়েছে—তাঁরা কোথাও গ্রন্থাগারিক, কোথাও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী বা তথ্য বিজ্ঞানী। তথ্য বিজ্ঞান যদিও আজ বিজ্ঞানের একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে তবু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে অতীতের গ্রন্থাগার বিদ্যাই আজ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান তথা তথ্যবিজ্ঞানে পরিণতি লাভ করেছে। গ্রন্থাগারে তথ্য বিশ্লেষণের সমস্যাকে কেন্দ্র করেই মূলতঃ তথ্যবিজ্ঞানের জন্ম; তার কাজ তথ্য সংগ্রহ, সমগ্র প্রয়োজনীয় তথ্যের সংগঠন এবং নির্বাচিত তথ্য পরিবেশন। এ সমস্তই গড়ে উঠেছে তথ্য ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনকে ঘিরেই। যদিও পুরানো গ্রন্থাগারবিদ্যা, অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান এবং সর্বাধুনিক তথ্যবিজ্ঞান এই সমস্ত বিদ্যার লক্ষ্য একই; গ্রন্থাগার বা তথ্য কেন্দ্রের তথ্যাদি ব্যবহারকারীর প্রয়োজন মত সরবরাহ করা। গ্রন্থাগার বিদ্যার মধ্যে অনেকে হয়তো

অনেকখানি লাইব্রেরীয়ানরা দেখতে পান গ্রন্থাগার বর্গীকরণ, সূচীকরণ, বই লেনদেন ইত্যাদির মধ্যে ; গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী হয়তো সেখানে আমদানী করেন নতুনতর কলাকৌশল, ডকুমেন্টেশন, এক্সপার্ট সিস্টেম, ইণ্ডেক্সিং ও অ্যাবস্ট্রাক্টিং, আর তথ্য বিজ্ঞানী আরও নতুনতর কিছু যোগ করেছেন এই তালিকায়—যেমন তথ্য সংগ্রহ বিষয় বিশ্লেষণ, বিষয়ের সাম্প্রতিক তথ্য নির্দেশক তালিকা, বিষয়ের সাম্প্রতিক তথ্য পরিবেশন দ্বারা সেবা নির্ধারিত তথ্যের পরিবেশন ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে গ্রন্থাগার বিদ্যা যেখানে যাত্রা শুরু করেছিল সেখান থেকে অনেক পথ অতিক্রম করে আজ তার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রা যেমন জটিল হয়েছে—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যখন এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য নতুন নতুন শাখার উদ্ভব হয়েছে তেমনি স্বাভাবিক কারণেই বিষয়ের জটিলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগে তথ্য বিজ্ঞানও সমৃদ্ধ হয়েছে। পশ্চিমী দুনিয়ার তথ্য বিজ্ঞান এখন রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা এখন বর্তমান যুগকে তথ্যের যুগ বলে অভিহিত করছেন। তথ্য বিজ্ঞানীরা এখন আসছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নানা শাখা থেকেও, গ্রন্থাগারবিদ্যার বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত লোকেরাই যে শুধু তথ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পাচ্ছেন তা নয় বরং ঘটছে ঠিক উল্টোটাই! লাইব্রেরী গ্রন্থাগারিকরা আজকের তথ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে ক্রমাগতঃ প্রতিযোগিতায় হটে যাচ্ছেন। একদল ম্যানেজার এখন তথ্যবিজ্ঞানীর ভূমিকা নিচ্ছেন। এঁরা জানেন তথ্য তাঁদের কাছে মূলধন, তথ্য বিক্রয়যোগ্য পণ্য ; তাঁরাই ঠিক করেন কি ধরণের তথ্য তাঁদের প্রয়োজন হবে এবং সে তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে। এঁরা নানা উপায়ে এমন কি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শিল্প-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা সরকারী প্রতিষ্ঠানকে বিক্রির তথ্য যা তাঁদের সংস্থার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান সম্পদ এবং অপরিহার্য সে সম্পর্কে সচেতন করেন। এজন্য প্রতিযোগিতার আর অন্ত নেই। আমেরিকায় ইনফরমেশন টেকনোলজী চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে। রক্ষণশীল বৃটেন অবশ্য অনেক কাল মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকলেও অবশেষে সম্প্রতি সে-ও "ইনফরমেশন টেকনোলজির" অনেক কিছু গ্রহণ করেছে পুরানো গ্রন্থাগার বিদ্যার মধ্যেই। এটা তাঁরা পুরানো গ্রন্থাগার বিদ্যার স্বাভাবিক বিবর্তন হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। ব্রিটেনে শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ কর্মীর সাহায্যে এবং গ্রন্থাগার বিষয়ক সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে গ্রন্থাগার সেবা ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সংক্রান্ত তথ্যাগার স্থাপনের মাধ্যমে গবেষণার উন্নয়ন, গ্রন্থাগারের বর্তমান কর্মধারার উন্নয়নকল্পে সরকারী ও বেসরকারী তথ্য আদান-প্রদানের মধ্যে সহযোগ সাধন এবং সম্মিলিত ভাবে অন্যান্য দেশের সঙ্গে কাজ করার ব্যবস্থাও হয়েছে। শুধু ব্রিটেন কেন, ফ্রান্স, উত্তর আমেরিকা, জার্মানী কানাডা, রাশিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ উন্নত দেশ গুলিতো বটেই ছোটখাট দেশগুলিতেও তথ্য ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণের জন্য গড়ে উঠেছে সে সব দেশের জাতীয় তথ্য কেন্দ্র—যেমন ইনসডক, প্যানসডক, ইরোসডক ইত্যাদি। এসব দেশে জাতীয় তথ্য পরিকল্পনাও রচিত হয়েছে। ভারতেও কয়েক বছর আগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে এই রকম একটি জাতীয় তথ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যার নাম নিশাত (NISSAT)। অবশ্য নিশাত কতটা সক্রিয় হয়েছে তা জোর করে বলা যায় না। তথ্য ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে এখন ব্যাপকভাবে যন্ত্র গণকের ব্যবহার শুরু হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নানা বিষয়ে সাহিত্য বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে। তথ্যের উৎসও এখন শুধুমাত্র বই এবং পত্রপত্রিকাতেই সীমাবদ্ধ নেই তার সঙ্গে আছে 'রিপোর্ট, থিসিস, কনফারেন্সের বিবরণী, সংবাদ পাসফ্রেট ইত্যাদি অসংখ্য বস্তু। তথ্য পরিবেশনের জন্য নানারকম আয়োজন করতে হয়েছে এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য ছোটো ব্যাস স্থাপিত হয়েছে।

এই এলাহী ব্যাপার দেখে পুরানো দিনের গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক হয়তো ভাবছেন শুধু গ্রন্থাগার বিদ্যা কেন গ্রন্থাগারেরই বোধ হয় আর প্রয়োজন হবে না। গবেষণা বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের এই বিপুল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কি কোনদিন সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজকর্মের কোন সমন্বয় করা যাবে? এটা সম্ভব হতে পারে যদি জাতীয় গ্রন্থাগার সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং আঞ্চলিক ওয়ার্ক সমূহের সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

গ্রন্থাগার ঃ সংরক্ষণ ঃ অর্থমনস্কতা

কল্যাণ কুমার মুখোপাধ্যায়
রাজা কেষ্টর গ্রন্থাগার।

কিছুকাল হ'ল পশ্চিমবঙ্গে লাইব্রেরী বিল (১৯৭৯) পাশ হওয়ার ফলে এ রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা একটা বিশেষ স্তরে উন্নীত হয়েছে: উন্নত হয়েছে গ্রন্থাগার ভিত্তিক পঠনপাঠনের। জেলায় জেলায় গ্রাম গ্রামান্তরে বহু গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠবে আরও অনেক বেশী গ্রন্থাগার গ্রামে গঞ্জে, মহল্লায়, পাড়ায় পাড়ায়। খুব আনন্দের কথা। গ্রন্থাগার প্রেমীদের দীর্ঘদিনের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই ফলশ্রুতিতে গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগারপ্রেমীরা স্বভাবতই উৎসাহিত। আজকের দিনে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়ছে এবং বাড়বে। বর্তমান যুগে সমাজজীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা ব্যাপক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে তিনটি দিক থেকে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিশেষ জরুরি:—১। গ্রন্থ সংগ্রহ, ২। আপামর জনসাধারণকে প্রয়োজনমত সঠিক গ্রন্থের যোগান দেওয়া এবং ৩। গ্রন্থের যথোচিত রক্ষণাবেক্ষণ বা সংরক্ষণ, গ্রন্থাগারের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়। জনসাধারণের অর্থে ক্রীত গ্রন্থাদি যথোচিত সংরক্ষণও একটি মৌল কর্তব্য।

গ্রন্থ দেশ ও জাতির অমূল্য সম্পদ-এরূপ গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেরই মনে রাখা দরকার, লক্ষ্য রাখা দরকার সম্পদ যাতে সযত্নে রক্ষিত হয়। দেশের জলবায়ু, নানা ধরনের পোকামাকড় এবং কীট পতঙ্গের উপদ্রব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কিছু দায়িত্ব জ্ঞানহীন পাঠক, গ্রন্থাগার কর্মী ও কর্তৃপক্ষের অবহেলা এবং আন্তরিকতার অভাবে বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বা দেশ ও জাতির অমূল্য সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে, নষ্ট হচ্ছে এবং হবে। "যে জাতির সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার নাই, সে জাতি অন্ধ"।—এই উক্তি যদি সত্য হয় তবে এটাও ধ্রুব সত্য—যারা গ্রন্থের প্রতি যত্নবান নন, গ্রন্থরাজি নষ্ট হতে দেখেও বেদনা বোধ করেন না, সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের দিকে নজর দেবার প্রয়োজন বোধ করেন না এবং গ্রন্থরাজির উপর যাদের মমত্ব নেই গ্রন্থাদির প্রতি ভক্তি নেই তাঁদের গ্রন্থাগারের কর্মী হবার এবং গ্রন্থাগারের কর্তা হবার অধিকারও নেই। আমাদের দেশের অনেক গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহ (বিশেষ করে প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির) অনাদৃত এবং অবহেলিত হয়ে পড়ে গেছে, যাচ্ছে এবং যাবে। এসমস্ত বংশপ্রায় জ্ঞান ভাণ্ডারের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার এবং গুরুত্বের কথা অনেকেই বলেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোন উদ্যোগই নেওয়া হয় না।

গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হবার পর নতুন গ্রন্থাগার স্থাপন, স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলিকে অনুদান দেবার সময়ে সংরক্ষণের প্রশ্নটিকেও গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন নিশ্চই আছে এবং তা যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা সেবিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে না।

গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্ভার অধিক ব্যবহারের ফলে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, অন্যদিকে যে সমস্ত বইপত্র অল্প ব্যবহৃত হয় সেগুলিও বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ও ছত্রাকের আক্রমণের ফলে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এই উভয় প্রকার পুস্তকই যথোচিত সংরক্ষণের দাবি রাখে। প্রয়োজন গ্রন্থাগারের সমস্ত গ্রন্থরাজির উপযোগী সংরক্ষণ।

গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংরক্ষণের আসল বীজমন্ত্র-উপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা সব সময়েই প্রয়োজন।

ক) সংরক্ষণের বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অর্থের সংস্থান,
খ) পরিদর্শন, পরীক্ষানিরিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা'
গ) সংশ্লিষ্ট সকলের গ্রন্থপ্রীতি ও দায়বোধ প্রয়াস।

গ্রন্থ সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রন্থাগার গ্রন্থপঞ্জি বিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সুতরাং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঠনপাঠনের এই শাখার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া কর্তব্য। কারণ ভিন্ন জলবায়ু, বিভিন্ন ঋতু, পোকামাকড়, কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে কিভাবে গ্রন্থরাজি বাঁচানো যায় তার জন্য চাই সজাগ প্রচেষ্টা। ২০ হাজার বা তদূর্ধ্ব পুস্তক সম্বলিত গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ বিভাগ অবশ্যই থাকা উচিৎ। সেই বিভাগে একজন সংরক্ষণ কার্যে অভিজ্ঞ কর্মী নিয়োগ একান্ত আবশ্যক। সাধারণতঃ প্রতি ১০ হাজার পুস্তকের জন্য একজন ঝাড় পোঁছ করার কর্মী, একজন ছুতার (বাঁধাই কাজ জানা), মর্মের সংস্থান এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

প্রতিকূল আবহাওয়া এবং পোকামাকড় কীটপতঙ্গের উপদ্রব থেকে পুস্তক সংরক্ষণের জন্য গ্রন্থাগার আলো-হাওয়া মুক্ত খোলামেলা রাখা উচিৎ। সূর্যের আলো (রশ্মি নয়) এবং হাওয়া চলাচল করলে পুস্তক সম্ভার অনেক ভালো অবস্থায় থাকে। গ্রন্থাগারের সমস্ত ঘর, আসবাব পত্র নিয়মিত ঝাড়পোঁছ করা বিশেষ প্রয়োজন। ঘরের মেঝে ফিনাইল জলে মোছ দুবার পাট দিয়ে মোছা ভাল। পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে পোকা মাকড়ের উপদ্রব কমবে, বইপত্র সুরক্ষিত থাকবে এবং গ্রন্থাগারের সম্পদ দীর্ঘমেয়াদী হবে। সুপরিচ্ছন্ন, রুচিসম্পন্ন গ্রন্থাগার পাঠকদেরও আকৃষ্ট করে। আকৃষ্ট করে মন ভরিয়ে দেয় সকলের।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা অত্যন্ত অবহেলিত। বহু গ্রন্থাগারে দেখা যায় সেলফে ধুলো বালি ও মাকড়সার জালে বইপত্র আচ্ছাদিত। বইপত্র থাকে এলোমেলোভাবে সাজানো। প্রায় গ্রন্থাগারেই পরিচ্ছন্নতার অভাব। তবে হ্যাঁ, সম্ভ্রান্ত কারো আসার সম্ভাবনা ঘটলে তাড়াহুড়ো করে ঝাড়পোঁছ করা হয়। নিয়মিত ঝাড়পোঁছ করলে গ্রন্থের আয়ু বাড়ে,-সেদিকে লক্ষ্য রেখে কর্মী নিয়োগ করা হয় না। প্রত্যেক মোটর গাড়ী পরিষ্কার রাখার জন্য ক্লীনার থাকে, অথচ গ্রন্থাগারের পুস্তকরাজির সংরক্ষণের জন্য কোন নির্দিষ্ট কর্মী নিয়োগ হয় না। এমন কি কোন কোন গ্রন্থাগারে উপযুক্ত সংখ্যক ঝাড়ুদারও নেই। অবশ্য কর্মী নিয়োগ করলেই হবে না। সেই কর্মী যাতে সঠিকভাবে কাজ করেন সেদিকেও নজর দিতে হবে। আইনের শাসন থাকা চাই সকলের ওপরে সমানভাবে। এবং সেই সঙ্গে কর্মীদের কাজ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, সেই দায়িত্ব গ্রন্থাগার পরিচালকদের। প্রতিকূল পরিবেশে কর্মীদের কাজের উদ্যম ও মেজাজ মন থেকে মুছে যায় এরকম নজির হামেশাই চোখে পড়ে। যে কোন কাজের জন্য আন্তরিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে, গ্রন্থপ্রেমী এবং গ্রন্থাগারপ্রেমী হতে হবে, অন্যথায় হুকুম জারি করে দায়িত্ব হতে সহজ মুক্তি পাওয়া যাবে, কিন্তু গ্রন্থাগারের সম্পদ রক্ষা করা যাবে না, মর্যাদা রক্ষা করা অসম্ভব। আসলে গ্রন্থাগারে এখন এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে গ্রন্থাগারের সঙ্গে কর্মীদের একাত্মবোধ সঞ্চারিত হয়—গ্রন্থাগারের সম্পদকে, এর প্রতিটি কাজকে কর্মীরা নিজেদের বলে অনুভব করতে পারে-এরকম একটা মানসিকতা গড়ে তোলা আজ বিশেষ জরুরী। এ বিষয়ে গ্রন্থাগারিক, কর্তৃপক্ষ তথা পরিচালকদের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে এবং এই কাজ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে কর্মীদের উৎসাহ অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করা দূরের কথা বর্তমানে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে যার ফলে খুব উৎসাহী, নিষ্ঠাবান কর্মীরা হতোদ্যম হয়ে যাচ্ছেন, হারিয়ে ফেলছেন গ্রন্থাগারের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা।

সুপ্রাচীন এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারের সংরক্ষণ বিভাগে কর্মসূত্রে ন্যাশনাল আরকাইভস্ এর শ্রী শ্যাম সুন্দর আঢ্য মহাশয়ের গ্রন্থ সংরক্ষণ বিদ্যায় নৈপুণ্য ও নিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করি। তিনি হাতে কলমে প্রাচীন পুঁথিপত্র সংরক্ষণের এবং বাঁধাইয়ের বিভিন্ন কলাকৌশল কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে শেখাতেন, নিজে হাতে করে দেখাতেন সমস্ত রকম পত্রপত্রিকা ও পুস্তকের সংরক্ষণের উন্নত পদ্ধতি। কাজের মধ্যে দিয়ে কর্মীদের মনে সঞ্চারের চেষ্টা করতেন গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা, মমত্ববোধ এবং সর্বোপরি আন্তরিকতা। তাঁর কাছে শিক্ষা প্রাপ্ত কর্মীদের মধ্যে ন্যাশনাল আরকাইভস্ এর শ্রী ওয়াই. পি. কাঠপালিয়া এবং শ্রী আর. কিশোর, প্রমুখের কর্মকুশলতা আজ সুবিদিত।

জাতীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক শ্রী বি. ব্যানার্জী চৌধুরী ও ছিলেন তাঁর একজন চাত্র। জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রী বি. এস. কেশবন গ্রন্থাগারের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সদাই সজাগ থাকতেন, নিজের হাতে কাগজের টুকরো কুড়িয়ে তাঁকে পকেটে পুরতে দেখা যেত। পেশকের বাঁধা বই নিজ হাতে সোজা করতে দেখেছি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রী বীরেন চন্দ্র সরকারকে, বহুদিন তিনি নিজের রুমাল দিয়ে বইয়ের ধুলো মুছতেন।

গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির উল্লিখিত পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও গ্রন্থাগারের প্রতি দরদ অনুকরণীয়। তাঁদের দৃষ্টান্তে আজকের কর্মীরা উদ্যমী ও যত্নবান হলে পরিণামে গ্রন্থাগারের সম্পদ দীর্ঘকাল ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন মেটাবে এবং সেইসঙ্গে গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তার পথ প্রশস্ত করে তুলবে।

বিজ্ঞপ্তি

মুদ্রণ ব্যয়, কাগজের দাম ইত্যাদি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য, গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রকাশনার ব্যয় অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহনের জন্য, সমস্ত সদস্যদের কাছে আমাদের অনুরোধ, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে পাঠাবার ব্যবস্থা করে পত্রিকাকে চালু রাখতে সাহায্য করুন.

পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার পত্রিকার ২য় কভারে ছাপা আছে।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

বিজ্ঞপ্তি

গ্রন্থাগার পত্রিকা নিয়মিত ডাকযোগে পাঠান সত্ত্বেও সদস্য/গ্রাহকরা প্রায়ই গ্রন্থাগার পত্রিকা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করছেন।

সদস্য/গ্রাহকদের কাছে আমাদের অনুরোধ যে পত্রিকা সঠিক ভাবে না পেলে, নিকটস্থ ডাকঘরে পত্রযোগে অভিযোগ করবেন এবং পত্রের অনুলিপি পরিষদ দপ্তরে পাঠাবেন।

আপনাদের অভিযোগ পত্রগুলি পাবার পরে আমরা কেন্দ্রীয় ভাবে উর্দ্ধতন ডাক কর্তৃপক্ষের সাথে এই ব্যাপারে যোগাযোগ করবো।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সমস্ত কলেজ গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের প্রতি

ইতিপূর্বে পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাদের জানানো হয়েছিল যে রাজ্য সরকার, মহামান্য হাইকোর্টের এক অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের ফলে, শিক্ষা বিভাগের ৮১৯ নং আদেশনামার আওতাভুক্ত সমস্ত কলেজ গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের বর্ধিত ৩৩০ (৫৫০-৯০০) বেতনক্রম প্রদান স্থগিত রেখেছেন। এ বিষয়ে পরিষদ কর্তৃক আহূত ৪ঠা সেপ্টেম্বরের সভায় স্থির হয় যে পরিষদকে এ সম্পর্কে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করতে হবে। সেই সঙ্গে মামলার বাদ বাবদ পরিষদ, "কলেজ গ্রন্থাগার সংগ্রাম তহবিল" গঠন করেছে এবং উক্ত তহবিলে মাথাপিছু ১০০ টাকা দান করার অনুরোধ জানান হয়েছে।

আজ আনন্দের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি যে মহামান্য আদালত পরিষদের আবেদন ক্রমে পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তীকালীন আদেশনামা সংশোধন করে আদেশ দেন যে, **"পূর্বে ৮-৪-৮২ তারিখে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা শুধুমাত্র মৈত্রাণী ঋষি বঙ্কিম কলেজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এটা কোন ক্রমেই পঃ বঙ্গের অন্যান্য কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।** এর ফলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কলেজ গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের বেতন (৫০০-৯০০) দেওয়ার কোন বাধা রইলো না।

এখন মূল মামলা, যাতে ৮১৯ নং আদেশ নামার বিরোধীতা করা হয়েছে তা চলবে। আমাদের অবশ্যই কলেজ গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্বোতোভাবে চেষ্টা চালাতে হবে। কারণ এর ওপর নির্ভর করছে কলেজ গ্রন্থাগারিক, সহগ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা যা পরিষদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে অর্জিত হয়েছে। আমরা আশা করি অর্জিত অধিকার রক্ষার সংগ্রামে আমাদের জিতবেই হবে। এজন্য অর্থেরও প্রয়োজন। তাই আপনাদের কাছে সহযোগিতা ও আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। এই সঙ্গে মহামান্য হাইকোর্টের আদেশের প্রতিলিপি আপনাদের অবগতির জন্য পাঠানো হল।

রাধাকৃষ্ণ সাহা
কার্যসচিব

COPY OF THE JUDJEMENT dated 26.9.1983

On vacation of the interim order of the Hon'ble High court regarding the College Librariant, Assistant Libraians

September	C. R. 3901-03 (W) of 1982	
26	Mr. Saktinath Mukherjee	
1983	Mr. Pradipto Roy	—for Resptds Nos. 8 & 9
		(petitioners for variation of order)
	Mr. Abhijit Kr. Banerjee	—for petioners-respdts.
		(in all three Rules)

After hearing Mr. Mukherjee, learned Advocate on behalf of the respondents Nos 8 and 9 in support of his submission for variation of the interim order also Mr. Banerjee, learned Advocate appearing on behalf of the petitioners opposing such prayer of Mr. Mukherjee, I deem it just and proper to clarify the interim order as well as to vary the interim order to the extent indicated herein below :

The interim order of maintaining status quo as made on 8th April, 1982 at the instance of the petitioners who are the employees of Rishi Bankim Chandra College at Naihati is only confined to the Libraians, Assistant Librarians and other employees of the college. Under no circumstances the order should be interpreted as applicable to all the Librarians and Assistant Librarians of other colleges inWest Bengal.

Secondly, the interim order of maintaining status quo will not affect the payment of any increased pay if that had been fixed and paid by the authorities concerned prior to the issunace of the interim order dated 8th. April, 1982, but no payment was made on the basis of such pay fixation, of Librarians, Assistant Librarians, and other employees of Rishi Bankim Chand a College at Naithati, the interim order is modified to the extent that the authorities concerned may make payments of the increased pay, as fixed strictly on ad-hoc basis subject to the condition that if ultimately this petition suceeds and if the court directs, the authorities concerned shall deduct the increased pay that will be paid to the employees, that is, the respondents Nos 8 and 9. The interim order made on 8th. April, 1982 and subsequently Confirmed on 25th. May, 1982 is modified to the extent indicated above.

The above modification is made, however, without prejudice to the rights and contents of any of the parties in the pending rule.

Let affidavit-in-opposition be filed within three weeks after the re-opening of the Court after Long Vacation and reply thereto, if any, within two weeks thereafter.

Liberty is given to the parties to mention the Rule for early hearing thereof after the affidavits are filed.

Sd/— 27. 9. 83.

Assistant Register (Court)

Appellate Side, High Court,

Calcutta

Sd —B. C. Roy.

পরিষদ কথা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : মেদিনীপুর জেলা

গত ২৭ / ৪ / ৮৩ তারিখে স্থানীয় বিদ্যাসাগর হলে বেলা ২-৩০ ঘটিকায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মেদিনীপুর জেলা শাখার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন তথা চন্দ্রকোণা রাষ্ট্রনায়ী অধ্যাপক প্রভাস ঘাটিকর। সম্মেলন উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতি ছায়া বেরা। সভার শুরুতে উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মেদিনীপুর জেলা শাখা।

শ্রীমতি ছায়া বেরা তাঁর ভাষণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। এই উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে ইহার জন্ম ও অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এবং পরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই আলোচনা প্রসঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন সম্পর্কে বলেন এবং প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইনের কথা বলেন। বর্তমানে সমাজ ব্যবস্থা বদলে গ্রন্থাগারে ভূমিকা, সাধারণ গ্রন্থাগারের সার্বজনীন রূপ সম্পর্কে আলোচনা করেন। শোষণ ব্যবস্থা বদলে সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেন। তিনি সমস্ত গ্রন্থাগারিকদের নতুন পাঠক তৈরীর কাজে অগ্রণী হতে বলেন এবং বিভিন্ন আলোচনা ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত সর্বস্তরের জনসাধারণকে করতে বলেন।

পরিশেষে তিনি তাঁর ভাষণে সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা, গ্রন্থাগার আন্দোলন সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেন।

প্রথমে যে সকল গ্রন্থাগারিকরা মর্যাদা পেয়েছেন। গ্রন্থাগার জগতে পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার আইনের প্রচেষ্টা এবং তার ফলশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন কিরকম হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কেও বক্তব্য রাখেন।

পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রামকৃষ্ণ সাহা তাঁর ভাষণে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতি এই প্রসঙ্গে স্কুল, কলেজ ও সাধারণ গ্রন্থাগারের কথা উল্লেখ করেন। ইহা ছাড়াও নিরক্ষর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগারের সমস্যা, পুস্তক নির্বাচন, গ্রন্থাগারের মান, রাজ্য সরকারের সীমিত ক্ষমতা এবং সর্বশেষে হসপিটাল ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিরোধ নিষ্পত্তি বিল সম্পর্কেও বলেন।

অধ্যাপক প্রভাস ঘাটিকর তাঁর ভাষণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি চিন্তা ও চেতনার বিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা কালজয়ী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তথা সরবরাহ, নিরক্ষরতা দূরীকরণে এবং সমাজকল্যাণে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা বলেন। বামফ্রন্ট সরকার গ্রন্থাগারের উপর গুরুত্ব আরোপ, সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে এবং প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেও শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কেও বক্তব্য রাখেন।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি কর্তৃক আহূত আলোচনা চক্র

গত ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল ১৯৮৩ তারিখে সেবনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে পশ্চিম বঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। অধিবেশন শুরু হয় বৈকাল ৫ টায়।

শ্রীমতি অসীমা মণ্ডল উদ্বোধন সংগীত পরিবেশ করেন। সভা উদ্বোধন করেন সত্যব্রত সেন। সভার সভাপতিত্ব করেন পরমেশ্বর মণ্ডল এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ সাহা।

সত্যব্রত সেন তাঁর ভাষণে গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগারের ভূমিকা, গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি ম্যানেজিং কমিটির সাথে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা, DACSE, SLC ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। জনসাধারণের মধ্যে থেকে গ্রন্থাগারের কার্যক্রম সম্পর্কে সুপারিশ করতে বলেন।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল স্মৃতি পাঠাগারের প্রশাসক তাঁর ভাষণে দেবনগর গ্রামে কতসংখ্যক ক্ষেতমজুর (৩৫ %), ছোটচাষী (৬০ %), মধ্যবিত্ত (৫ %) আছে এবং শিক্ষার হার (৪০ %) কি রকম সে সম্পর্কে বলেন। দেবনগর পাঠাগার শুরু হয় ১৯৪৯ সালে। তিনি জনসাধারণকে গ্রন্থাগার সম্পর্কে বোঝানোর কথা বলেন।

রামকৃষ্ণ সাহা বলেন, মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটাতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। পূর্বে এবং বর্তমানে গ্রন্থাগারের অবস্থা সম্পর্কে বলেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকার কথা বলেন। সর্বশেষে তিনি জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সমাক ধারণা সৃষ্টির জন্য গ্রন্থাগারিককে তৎপর হতে বলেন। ভবতোষ ঘড়ুই, সুদর্শন দাস, নিত্যানন্দ দাস, শচীন্দ্র মান্না, শ্রীমতি বকুল নায়ক, ডাঃ ইয়ার নবী গায়েন, অরবিন্দ ঘোষ, প্রবীর দে এবং সর্বশেষে সভাপতি পরমেশ্বর মণ্ডল বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগারের ভূমিকা প্রভৃতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় ২০শে এপ্রিল ১৯৮৩ তারিখে। সভাপতিত্ব করেন অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় অধিবেশনটিকে মোট দুই ভাগে ভাগ করা হয়: প্রথম ভাগে লাইব্রেরী সমস্যা, এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে সমাধানের সূত্র নিয়ে আলোচনা হয়।

জেবালিস মাইতি, এ সেনগুপ্ত, গৌরহরি দাস, সূর্যকান্ত গিরি, হরিমোহন মান্না, বিমল কুমার দাস, গঙ্গাধর হালদার, অরবিন্দ ঘোষ, প্রবীর দে, নবীন রায়, অনন্ত কুমার দাস, তরুণ ভৌমিক প্রমুখ ব্যক্তিরা গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। পরিশেষে সভাপতি অনিল ব্যানার্জী গ্রন্থাগারকে জনমুখী করার জন্য গ্রন্থাগারিকদের সচেষ্ট হতে বলেন এবং নতুন পাঠক তৈরীর কাজে হাত দিতে বলেন।

প্রতিবেদক
গৌতম গোস্বামী

প্রকাশিত হলো ঃ

বাংলা ভাষায় প্রথম

রেলওয়ের লাইব্রেরীর বই

দীপক কুমার রায়

ও

ভবানী কুমার ঘোষ

লিখিত

রেফারেন্স সার্ভিস প্রসঙ্গ

তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক

মূল্য ঃ সুলভ সংস্করণ—১৮ টাকা

শোভন ,,—২২ টাকা

প্রকাশক :

বুকটেনবার্গস

২০, ফনীন্দ্র মিত্র রো (ধারাৎ খাঁ লেন)

কলিকাতা ৭০০০০৯

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

সুবান্ত পাঠাগার

১, পঞ্চপুকুর রোডের

খিদিরপুর, কলিকাতা-৭০০ ০২৩

গত ২২শে জুন '৮৩ তারিখে বৈকাল ৫ ঘটিকায় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে 'সুবান্ত পাঠাগার' কক্ষে বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্পাদকীয় রিপোর্টের উপর বিভিন্ন সদস্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন গৌরেন মুখার্জী। পাঠাগারের সাংবিধানিক নীতি অনুসারে আগামী ৩ বৎসরের জন্য (১৯-৩-৮৬) নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি শক্তিশালী কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

১। গৌরেন মুখার্জী, সভাপতি। ২। ডাঃ অর্দ্ধেন্দু শেখর পাল, সহ-সভাপতি। ৩। দিলীপ কুমার বোস, সম্পাদক। ৪। পার্থসারথী বসু, সহ সম্পাদক। ৫। শ্রীমতী অতসী ঘোষ, গ্রন্থাগারিক। ৬। সমীর কুমার পোড়েল, হিসাব রক্ষক। ৭। সমরেশ দাস ৮। হরাদেরুক ঘোষ ৯। গণেশ চন্দ্র ১০। নির্মল সাহা ১১। শ্রীমতী বিউটি চক্রবর্তী, কার্যকারী সমিতি বৃন্দ

২৪ পরগনা

সুকান্ত গ্রন্থাগার

এম-২, সল্টা মিলানগর সরকারী আবাসন

বড় বজ বোড, পো: সরকারপুল, ২৪ পরগণা।

"সল্টা মিলানগর আবাসনে গত ৩০শে জানুয়ারী ৮৩ এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় গ: ই.৫ ৮৩ হইতে এই গ্রন্থাগারকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামীণ গ্রন্থাগার হিসাবে স্বীকৃতি দেন, এই গ্রন্থাগারে প্রতি মাসে একটি করে আলোচনা সভার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে, গত ২৪। ৭। ৮৩ তারিখে বিকাল ৫-০০ মিঃ এ গ্রন্থাগার কক্ষে প্রথম আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী সুশীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। স্থানীয় 'পদধ্বনি সাংস্কৃতিক সংগঠন" কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীতের মাধ্যমে আলোচনা সভা শুরু হয়। সভায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রী বাদল মাইতি, দীপক রায় এবং শ্রীমতি উমা মজুমদার গ্রন্থাগারের বিশেষ পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতিগুলির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীমনোজ ভট্টাচার্য্য এবং সম্পাদক শ্রী বিনোদ দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশেষ বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে

গ্রন্থাগারিক শ্রীচৌধুরী বহু সদস্যের আরোও বেশী সংখ্যায় গ্রন্থাগারের বৈদ্যুতিন বাজে অংশ গ্রহণ এবং গ্রন্থাগারের পাঠ কক্ষ ব্যবহার করার জন্য আবেদন জানান।

মুর্শিদাবাদ

বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরী, গোরাবাজার, বহরমপুর

উক্ত বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৩। ৮। ৮৩ তারিখে পাঠাগার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিগত বৎসরের কার্য্য বিবরণী পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক গৌতম বিকাশ চক্রবর্তী এবং বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন শ্রীরমেশ চন্দ্র সাহা, কোষাধ্যক্ষ।

গত ২৬। ৬। ৮৩ তারিখে (দুই বৎসরের) জন্য কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

সভাপতি— শ্রী সাবিত্রী প্রসাদ গুপ্ত
সম্পাদক— . গৌতম বিকাশ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক—. স্বপন কুমার দেবনাথ
সদস্যগণ . অমিতাভ রায়
. রমেশ চন্দ্র সাহা
. পার্থ সারথি চক্রবর্তী
. অনীশ কুমার দত্তগুপ্ত।

সরকারী প্রতিনিধি—. গৌরাঙ্গ বিহারী রায়, শিক্ষা সম্প্রসারণ অধিকারিক।

মেদিনীপুর

রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার. মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুত ভৈরব দত্ত পাণ্ডে তিনদিন ব্যাপী মেদিনীপুর সফরের প্রথম দিন ১৭ই জুলাই '৮৩ ভারতের প্রাচীনতম সাধারণ গ্রন্থাগার মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার পরিদর্শন করেন। পাঠাগারের পক্ষ থেকে এদিন একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে মাননীয় রাজ্যপালকে সম্বর্ধনা জানান হয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মাননীয় রাজ্যপাল ও তাঁর পত্নী শ্রীমতি বিমলা পাণ্ডেকে শঙ্খ ধ্বনি, বেদ মন্ত্র, মালা ও চন্দন সহযোগে বরণ করা হয়। মাননীয় রাজ্যপাল গ্রন্থাগারের সম্মুখে অবস্থিত কবি রাজনারায়ণ বসুর প্রতিমূর্তিতে মালা দান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। গ্রন্থাগারের সম্পাদক প্রত্যাশা কুমার বসু অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। অবিলম্বে ভারতের প্রাচীনতম এই সাধারণ গ্রন্থাগারটি যাতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জাতীয় গ্রন্থাগারের মর্যাদায় উন্নীত হয় এরূপ একটি প্রস্তাব সম্বলিত স্মারক পত্র মাননীয় ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর জন্য মাননীয় রাজ্যপালের হাতে অর্পণ করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক সুধাংশু শেখর দাস। মাননীয় রাজ্যপাল গ্রন্থাগারটিকে এশিয়ার প্রাচীনতম সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে চিহ্নিত করেন ও উপরোক্ত প্রস্তাবটি সুপারিশ সহ ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবার আশ্বাস দেন। তিনি গ্রন্থাগারের পুরানো হস্তলিখিত পুঁথিগুলি দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন ও গ্রন্থাগারের সংগ্রহের ভূয়সী প্রশংসা করেন। গ্রন্থাগারটির আর্থিক অনটন লক্ষ্য করে গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে তিনি ২,৫০০.০০ টাকা মঞ্জুর করেন।

হাওড়া

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, হাওড়া জেলা শাখা

গত ৬ই জুলাই ১৯৮৩ আমতা পাবলিক লাইব্রেরীতে জেলার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১০০জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রী আদিত্য প্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রী নির্মল চন্দ্র চৌধুরী। উদ্বোধক ছিলেন কবি নিমাই মাল্লা, সম্পাদক শ্রীঅশোক কুমার দাস বার্ষিক প্রতিবেদন সহ পরীক্ষিত আয়-ব্যয় পেশ করেন। উহা সংশোধনসহ আলোচনান্তে গৃহীত হয়। ১৫ জন সদস্যকে নিয়ে এক বলিষ্ঠ জেলা কমিটি গঠিত হয় আগামী দু'বছরের জন্য। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি নির্বাচিত হন শ্রীঅনিল কুমার দেবাদী।

২০শে জুলাই ৮৩ জেলা কমিটির সভায় নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রীআদিত্য প্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী, সহ সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রীঅসিত কুমার রায়নাজী, শ্রীঅসিত ঘোষ গুজাইত, শ্রীমতী নীলিমা ঘোষ। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রীঅশোক কুমার দাস। সহঃ সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রীকাঞ্চ প্রামাণিক, শ্রীতপন কুমার সেন। কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন শ্রীশুভেন্দু মাল্লা।

হুগলি

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ, চুঁচুড়া

আজ সন্ধ্যায় কামারপাড়া রোডে নিজস্ব সঙ্ঘভবনে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার অধিকার-পরিচালিত এই হুগলী-চুঁচুড়ার একমাত্র সহর গ্রন্থাগারটির উদ্বোধন করলেন বিভাগীয় মাননীয়া প্রতিমন্ত্রি শ্রীমতী ছায়া বেরা। তিনি বলেন, শুধু বেসরকারী বা সরকারী উদ্যোগে কোন প্রতিষ্ঠান পরিপূর্ণ সার্থকতা অর্জন করতে পারে না। সরকারী ব্যবস্থা যদি জনগণের সমর্থন না পায়, কিংবা জনসাধারণ ও সরকারের প্রচেষ্টার মধ্যে যদি দু-পক্ষের সহযোগিতা না থাকে তবে সেই উদ্যোগে— তা সে বেসরকারী হোক আর সরকারীই হোক—সফল হয়ে উঠতে পারে না। বই নির্বাচনে সরকার পক্ষ মাত্র তিরিশ শতাংশে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন; সুতরাং বাকি সত্তর শতাংশে গ্রন্থাগারের সভ্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত বলিষ্ঠ সংখ্যক কমিটি সদস্যদের কর্তৃত্ব অটুট থাকছে। তাই জোর করে বিশেষ কোন মতবাদ-পুষ্ট বই চালু করার চেষ্টা সরকার করছেন না। তিনি আশা করেন এই গ্রন্থাগারটি স্থানীয় চাহিদা পূরণ ক'রে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এবং প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার সম্ভ্রদায় ঘটবে।

এই সভায় কার্ল মার্কসের মৃত্যুশতবর্ষ স্মরণে আকর্ষণীয় ভাষণ দেন বিশিষ্ট বক্তা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডাঃ মুরারী মোহন মুখোপাধ্যায়। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন এই সহর গ্রন্থাগারের প্রশাসক শ্রীঅমিয় নন্দী।

মাননীয় মন্ত্রীকে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুগলী-জেলা কমিটির সম্পাদক গণেশ নন্দী এই সহরে মাননীয় মন্ত্রীর প্রথম আগমন উপলক্ষে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল।

প্রতিবেদক

অসিতাভ দাশ

কুশমণ্ডিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শাখা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সমিতির ৬ষ্ঠ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন আগামী ২৫শে নভেম্বর '৮৩ কুশমণ্ডি হাইস্কুল প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে। এই গ্রন্থাগার সম্মেলনে জেলার সরকারের গ্রন্থাগার কর্মীদের অংশ গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দগন এই সম্মেলনে যোগ দেবেন। এ ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয় আলোচনা চক্রে বক্তব্য রাখবেন। এই অনুষ্ঠানের প্রকাশ্য অধিবেশনে মাননীয় সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরাকে উপস্থিত থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী
সম্পাদক
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শাখা

গ্রন্থাগার, বৈশাখ, ১৩৯০ (বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ১) সংখ্যায় প্রকাশিত জগমোহন ঘাসের লেখা "গ্রন্থাগারে হিসাব নিকাশ : একটি সরল পদ্ধতি" প্রবন্ধে অনবধানতা বশতঃ গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ধরণের লেনদেনের উদাহরণ স্বরূপ একটি table ছাপা হয়নি। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। এই সংখ্যায় এই tableটি প্রকাশ করা হোল।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

RECEIPTS

Date	PARTICULARS	Receipt No.	Govt. Grant a/c	Member ship Subscription a/c.	Donation	Bank Inst. a/c.	Withdrawal from Bank	DAILY TOTAL
1983 January								
1	Opening balance B/f-							1,000
5	Recd. from Govt W.B. during 1982-83		1,000					1,000
	Recd. from			500				500
10	Cash withdrawan from Bank for purchase of Books						5000	5,000
12	,, for Book Binding						500	600
13	Ms. Received as per			100				100
15	Ms. Received as per			200				200
18	Ms. Received as per			100	500			600
20	Ms. Received as per			200				200
	Donation recd. from S. K. Das.	2154			500			500
30	Inst. recd. from Bank					100		100
	Withdrawn from Bank						2500	2,500
			1,000	1,100	1,000	100	8,000	12,200
	Bank Balance c/d.						8,900	
							16,900	

PAYMENTS

Date	PARTICULARS	V. No	Books Purchase a/c	Book Binding a/c	Conveyance a/c (Bus Fare)	General Charges a/c	Repair a/c	Salary	Deposit with Bank	DAILY TOTAL
1983 January										
1	Opening Balance B/F								5,000	
5	Recd. from Govt. of W. B deposit with Bank								10,000	10,000
7	Cash deposit in Bank								500	500
10	Books purchase DM Library as per cm		5000							5,000
12	Binding exp to Mondal Book Binding			500						
22	Cash deposit with Bank								300	300
28	do								1000	1000
	Paid to... ... ... from ... to				10					10
29	Paid for Tea					20				20
	Paid to ... for						100			100
30	Deposit with Bank								100	100
	Staff Salary for January 1983							2,500		2,500
			5,000	500	10	20	100	2,500	16,900	20,030
	Cash in hand c/d									1,170
										21,200

ENGLISH ABSTRACT

Granthagar, Vol. 33, No 1 ; April-May, 1983

Compiled by : Goutam Goswami.

Editorial : **Librarianship, a profession, tends to a change.** P. 1-2.

In the context of rapid increase of information gene ating processes coupled with the vast and fast increase of the growth of documents on various disciplines, the scope of conventional librarianship has been fast fading away. In the changed context libraian ship has to slant to information work. The massive increase of public libraries in recent days will be able to serve the people fruitfully if the changed concept of librarianship is strictly kept in view.

Maintenance of the library accounts : an easy method, by Jagomohan Das, P. 3-6.

The article describes the method by which a librarian can easily maintain the accounts of a library.

News around the librarles P. 7-9

1. Saktimandir Pathagar, Calcutta (2) Banagram Sadharan Pathagar & Town Hall (3) Habra Municipal Town Library, Hizal Pukuria (4) Panchra Pathagar (5) Sana Rundi Banowaribad Rabindra Pathagar, Murshidabad (6) Tamluk District Library (7) Bantra Public Library. Howrah (8) Balia Netaji Sangha Library (9) Chakpota Sanskriti Gramin Granthagar.

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাগার পত্রিকার ইতিপূর্বে প্রকাশিত বহু সংখ্যা (বেশ কয়েক বছরের) অল্পের জন্য পাওয়া যাবে। যাঁরা এই সংখ্যাগুলো বা এগুলোর মধ্যে যে কোন সংখ্যা কিনতে চান তাঁরা পরিষদ অফিসে লিখুন।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

Annual subscription Rs. 24·00
Single Issue Rs. 2·00

Licensed to post without per-payment.
LICENCE NO. WB/CC.CL—2
Postal Regd. No WB/CC—146
Regd. No·RN/2674/57

Volume 33 : No.3 June-July—1983

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to

The General Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gongopadhyay at the Sunday Press 14/B, Fakir De Lane, Calcutta-700012 Phone:—26-0910

Editor : Sudhendubhusan Bandyopadhyay

If undelivered please return to
Bengal Library Association
P. 134, C. I. T. Scheme No: 52
Calcutta-700 014.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ৪ সম্পাদক—সুরেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রহায়ণ ১৩৯০

সূচী

সম্পাদকীয়	৬৭
অনুন্নয় সেবা—উপযোগিতা ও ব্যবস্থাপনা শ্রীশুকুমার ভট্টাচার্য	৭১
Government Circulars	৭৮
পরিষদ কথা	৮০
গ্রন্থাগার সংবাদ	৮২

"গ্রন্থাগার"-এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এইজন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার নামাঙ্কে গ্রন্থাগারিকগণ পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠায় কতটা		সাধারণ সংখ্যা টাকা		বিশেষ সংখ্যা টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা :	শেষ মলাট	— ৪০০	—	৫০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা :	২য় ও ৩য় মলাট	৩৫০	—	৪০০
অর্ধ পৃষ্ঠা :	ঐ	— ১৭৫	—	৩০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা :	সাধারণ	— ৩০০	—	৪০০
অর্ধ পৃষ্ঠা :	ঐ	— ১৫০	—	২৫০
১/৪ পৃষ্ঠা :	ঐ	— ১০০		১৫০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৮ সি. এম.
পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে
যোগাযোগ করুন :
সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি, ১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২
কলিকাতা ৭০০০১৪
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

চেক বা ড্রাফট "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" এই নামে হবে।

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal মূল্য—২·০০
Library Service in India To-day মূল্য—৩·০০

মাদ্রিদ সংঘের প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫·০০
আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

বাণী বসু। শঙ্খ—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী।
মূল্য—৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,০০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২।
মূল্য—৫·০০ [বাঁধানো ১০·০০]

খ্যাতিমান গ্রন্থাগারিকগণ এবং বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক শিল্পীর চমৎকার সমৃদ্ধ।

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত।

প্রস্তাবসমূহ — মূল্য—১৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি, ১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ৬ সম্পাদক—সুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বিন ১৩৯৩

সম্পাদকীয়

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ বৎসর অর্থাৎ ১৯৮৩-তে পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করায় এই পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করা হচ্ছে।

১৯৩৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আই এল এ অর্থাৎ ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম। ঐ সালের ১২ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে এক সর্ব-ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর তদানীন্তন গ্রন্থাগারিক খান বাহাদুর খলিফা মহম্মদ আসাদুল্লাহ, বরোদার গ্রন্থাগার সমূহের ডিরেক্টর নিউটন মোহন দত্ত, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক লালা লাজপত রায় প্রভৃতি তখনকার দিনের কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মাদ্রাজ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, পাঞ্জাব লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, বরোদা লাইব্রেরীজ অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি কয়েকটি প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিষদ। ঐ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ এস, ও টমাস এবং ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনার মিঃ জে এস হাইলসপ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। এই সম্মেলনে উপস্থিত এবং অংশগ্রহণকারী তৎকালীন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, শিক্ষাবিদ ও অভ্যাগতের মধ্যে ছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিঃ এইচ. স্টার্ক, ডঃ র‍্যান র‍্যানেন, মিঃ এম এম আবদুল আজি, লর্ড সিনহা শ্রীযুক্তা সরলাদেবী চৌধুরাণী, কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, ডঃ এইচ. এল. হোরা, ডঃ বেণীপ্রসাদ, শ্রীযুক্তা এন. সি. মেহতা, রাজা কিতিন্দ্র দেব রায় মহাশয়, মিঃ এইচ আর উইলবিহারী, শ্রীযুক্তা রাজকুমারী দাস প্রভৃতি।

এই সম্মেলনেই এক প্রস্তাবে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত হয় এবং সম্মেলন থেকেই নিম্নলিখিত ভাবে একটি অস্থায়ী কমিটিও গঠিত হয়। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এ. সি. উলনার সভাপতি, সহঃ সভাপতিদ্বয়: ডঃ এস. ও. টমাস ও কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়; কোষাধ্যক্ষ, মিঃ এ. এম খিজ্র আবদুলগণি; কর্মসচিব খান বাহাদুর আসাদুল্লাহ এবং সহকারী: এল আর রঙ্গনাথন, এ. এম. আর মজুমদার, ডি টি রাও, লালা লাজপত রায় এবং তিনকড়ি দত্ত। খান বাহাদুর আসাদুল্লাহ পরিষদের জন্মকাল থেকে একাদিক্রমে চোদ্দ বছর এর কর্মসচিব ছিলেন। পরিষদের প্রধান কার্যালয়ও ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কলকাতা শহরেই ছিল। অতঃপর নাগপুরে অষ্টম সর্ব-ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পর পরিষদের কার্যালয় দিল্লীতে চলে যায়। ১৯৫৩ সালে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত দশম সর্ব-ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পর পরিষদের কার্যালয় কলকাতায় স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯৬৪ সালে খাটনায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশনের পর পুনরায় দিল্লীতে চলে যায় এবং তখন থেকে এ পর্যন্ত সেখানেই আছে। পরিষদের বর্তমান সভাপতি দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পি বি মজুমদার এবং কর্মসচিব ও পি মিশ্র।

বিভিন্ন সময়ে এই পরিষদের সভাপতি পদে বৃত হয়েছিলেন ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথন, শ্রী বি. এস. কেশবন, ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, শ্রীপ্রভু নারায়ণ গৌড়, এস. বসিরুদ্দিন, শ্রীশৈলেশ কালিয়া, ডঃ সি পি শুক্লা প্রভৃতি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক। পরিষদের কর্মস্থল কলকাতায় থাকাকালে তো বটেই, পরবর্তী কালেও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং বাঙ্গলার অনেক বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক এই পরিষদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বর্তমানেও কেউ কেউ আছেন।

পরিষদের কর্মস্থল কলকাতায় থাকা কালে এর কর্মসচিব ছিলেন গোবিন্দ ভূষণ ঘোষ, প্রমীলচন্দ্র বসু ও বিমলেন্দু মজুমদার। ১৯৫৫ সালে কলকাতায় বিশেষ গ্রন্থাগারিকদের একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান 'ইয়াসলিক'—এর জন্ম হয়। বি. এল. এ, আই. এস. এ এবং ইয়াসলিক এই তিনটি প্রতিষ্ঠানেরই পরিচালনার সঙ্গে এক সময়ে বঙ্গ দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক যুক্ত ছিলেন। এমন কি, একই ব্যক্তি তিনটি পরিষদেরই গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়েছিলেন এমন উদাহরণও বিরল নয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছে ১৯৭৫ সালে; আর ইয়াসলিক—এর রজত জয়ন্তী উৎসব পালিত হবে ১৯৮০ সালে। এটা বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ঘোষিত আদর্শ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল :

ক গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার,

খ গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণের উন্নতিবিধান,

গ গ্রন্থাগারিকদের পদ মর্যাদার উন্নতিবিধান ইত্যাদি।

আই. এল. এ-র সর্বশেষ রিপোর্টে দেখা যায় বর্তমানে এই ভোট পদস্থ সংখ্যা ১,৭৮৮; এর ভেতর ২৬৭ জন স্থায়ীজীবন সদস্য, ১০৬৪ জন সাধারণ সদস্য, ৪৩৭টি প্রতিষ্ঠানিক সদস্য এবং ১৭টি গ্রন্থাগার পরিষদ।

বিগত পঞ্চাশ বছরে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্তত পঁচিশটি সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এইসব সম্মেলনে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার বিদ্যাশিক্ষণ ও গ্রন্থাগারিকদের অবস্থা সম্পর্কে গৃহীত বিবিধ প্রস্তাব ও সুপারিশ অতীতে সরকারী মহল এবং দেশের শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা দেখি ভারত সরকারকে 'লাইব্রেরী অ্যাডভাইসরী কমিটি' এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ সম্পর্কে 'রিভিয়্যু কমিটি' গঠন করতে। প্ল্যানিং কমিশনের ওয়ার্কিংগ্রুপ এবং শিক্ষা কমিশন ও দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। প্রকৃতপক্ষে দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারে, গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ ও গ্রন্থাগারিকদের অবস্থার উন্নতি বিধানের যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে এই পরিষদের যাত্রারম্ভ হয়েছিল বিগত পঞ্চাশ বছরে তার কর্মধারায় তার সেই উদ্দেশ্য পূরণের প্রচেষ্টার স্বাক্ষর এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই। এইসব সাফল্যের মূল ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অবদান কম নয়। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যেমন রাজ্যস্তরে এতকাল আন্দোলন করে এসেছেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, তেমনি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আন্দোলনের দায়িত্ব হল ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের। সে দায়িত্ব পালনে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কতখানি সফল হয়েছেন সুবর্ণ জয়ন্তী বৎসরে তার হিসেব-নিকেশ নিশ্চয়ই আমরা করব। কিন্তু একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে এই পরিষদের ভূমিকা অতীতে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে।

এখন প্রশ্ন হল, আই. এল. এ কি এখনো তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন? বিগত পঞ্চাশ বছরে দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যতটা উন্নয়ন হওয়া উচিত ছিল তা কি হয়েছে? এতগুলি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়—বরাদ্দ কি সন্তোষজনক গুরুত্ব পেয়েছে? গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটির সুপারিশগুলি কি সব সঠিকভাবে কার্যকরী করা হয়েছে? কোন কমিশনে গ্রন্থাগারিকদের যথাযোগ্য মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে? কলেজ

ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ইউ. জি. সির সুপারিশগুলি কি কার্যকরী হয়েছে? সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের মাত্র পাঁচটি রাজ্যে এ পর্যন্ত গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। এরূপ মন্থরগতিতে দেশে গ্রন্থাগারের উন্নয়ন হতে থাকলে আগামী পঞ্চাশ বছরে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব কিনা সন্দেহ! তারপর যে সব রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে সে সব স্থানেও সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছাবার মত নিঃশুল্ক আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দেশের সরকারও যে গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও সর্বসাধারণ তথা সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দুই পরিকল্পনা এবং তার সঠিক রূপায়ণের প্রয়াসী হবেন তা দেখে শুনে মনে হয় না। দেখা যাচ্ছে সরকার রামমোহন রায় ফাউণ্ডেশন নামক অপব্যবস্থা সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে চালাতে চাইছেন। সাম্প্রতিক কালের এই হতাশাজনক পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য যতখানি তৎপরতা প্রয়োজন ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্তমান নেতৃত্বের তা আছে বলে মনে হয় না। আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, গত দুই দশক ধরে আই. এল. এ তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করছে না এবং ক্রমশঃ এই প্রতিষ্ঠান চরম নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। কিন্তু আই. এল. এর বর্তমান অবস্থার জন্য আমরা অর্থাৎ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তথা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারিকরাও কি দায়ী নই? বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের কাছ থেকে আই. এল. এ কি যথেষ্ট সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছে? যথেষ্ট সহযোগিতা কি করেছেন অন্যান্য রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ এবং অন্যান্য রাজ্যের গ্রন্থাগারিকরা? বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির যখন এমন অবস্থা হয়ে চলেছে তখন শুধু দূর থেকে চরম ঔদাসীন্য ভরে আমরা যদি তা দেখে যাই তবে আমাদের খুব একটা দায়িত্ববোধ আছে বলে মনে হবে কি? একটি সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রয়াত এস. পি. চক্রবর্তী ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন যে বাংলা দেশ ও বাঙালী গ্রন্থাগারিকরা এক সময়ে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনে 'আই এল এ'কে গৌরবজনক ভূমিকায় নিয়ে আসতে সর্বাধিক সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা আজ 'আই এল-এ' সম্পর্কে এত উদাসীন কেন? অনুরূপ অনুযোগ করেছিলেন প্রয়াত নলকিশোর গোয়েলও। কারণ যাইহোক্, এই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানটি এখন কার্যত তার সর্বভারতীয় চরিত্র হারিয়ে আঞ্চলিক এবং একটি বিশেষ গোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অথচ জন্মকাল থেকে অনেক দিন পর্যন্ত আই এল এর এই সর্বভারতীয় চরিত্র যে সম্পূর্ণ বজায় ছিল তার প্রমাণ রয়েছে।

সম্প্রতি কালে ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়েছে এবং বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য রূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদ নিজ নিজ রাজ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন আলাদা আলাদা দ্বীপের মত। একের সঙ্গে অপরের যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ। সাম্প্রতিক কালে দাবাদেশের গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে এই সংযোগহীনতা ও সংহতির অভাব বেশ ভালভাবে অনুভূত হয়েছে এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্মেলনে এ বিষয়ে কিছু আলোচনাও হয়েছে। এ জন্য বিভিন্ন সর্বভারতীয় এবং রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদগুলিকে নিয়ে একটি ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবও হয়েছে। ১৯৮০ সালে নাগপুরে ইয়াসলিকের অধিবেশনে এই উদ্দেশ্যে আনা প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৮২ সালের ১৯ শে এপ্রিল দিল্লীতে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদর দপ্তরে এই উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদগুলির প্রতিনিধিদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ইয়াসলিক, ইনডাগ, অ্যাসোসিয়েশন অব এগ্রিকালচারাল লাইব্রেরীজ অব ইনডিয়া, অ্যাসোসিয়েশন অব মেডিক্যাল লাইব্রেরীজ অব ইনডিয়া, দিল্লী, ইয়াটলিস এবং আই এল এ-র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের মনে হয়, গ্রন্থাগার আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে 'আই এল এ'-কে শক্তিশালী করে তোলা প্রয়োজন। এটি যাতে প্রকৃতই ভারতের আপদ্রুত হিমাচল বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের একটি সক্রিয় জাতীয় সংস্থারূপে অতীত দিনের মত এর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করতে পারে তা প্রতিটি বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক এবং সমস্ত রাজ্য

গ্রন্থাগার পরিষদগুলির দেখা উচিত। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে হতাশাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজন বেগবান আন্দোলন সৃষ্টির, যার নেতৃত্ব দেবে আই এল এর মত জাতীয় সংস্থা। গ্রন্থাগার বৃত্তির জাতীয় সংস্থা যদি কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা সমূহকে দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল দাবীগুলি গ্রহণ করার মত অবস্থা সৃষ্টি করতে চান তবে দেশের শিক্ষিত সমাজকে সচেতন করতে হবে, সমাজ জীবনে সাড়া জাগাতে হবে এবং সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। বৃহত্তর এবং ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারলেই এটা সম্ভব হবে, নচেৎ নয়। গ্রন্থাগার বৃত্তির সর্বভারতীয় জাতীয় সংস্থাই যদি দুর্বল হয়ে পড়ে তবে সে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে কে? আই এল এর দুর্বল জয়ন্তী বৎসরে তাই আমরা আশা করব, ভারতীয় গ্রন্থাগারিকরা এগিয়ে এসে একে প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক এই শক্তিশালী জাতীয় সংস্থারূপে গড়ে তুলবেন।

বিজ্ঞপ্তি

মুদ্রণ ব্যয়, কাগজের দাম ইত্যাদি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য, গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রকাশনার ব্যয় অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহনের জন্য, সমস্ত সদস্যদের কাছে আমাদের অনুরোধ, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে পাঠাবার ব্যবস্থা করে পত্রিকাকে চালু রাখতে সাহায্য করুন।

পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার পত্রিকার ২য় কভারে ছাপা আছে।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

বিজ্ঞপ্তি

গ্রন্থাগার পত্রিকা নিয়মিত ডাকযোগে পাঠান সত্ত্বেও সদস্য/গ্রাহকরা প্রায়ই গ্রন্থাগার পত্রিকা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করছেন।

সদস্য/গ্রাহকদের কাছে আমাদের অনুরোধ যে পত্রিকা সঠিক ভাবে না পেলে, নিকটস্থ ডাকঘরে পত্রযোগে অভিযোগ করবেন এবং পত্রের অনুলিপি পরিষদ দপ্তরে পাঠাবেন।

আপনাদের অভিযোগ পত্রগুলি পাবার পরে আমরা কেন্দ্রীয় ভাবে উর্দ্ধতন ডাক কর্তৃপক্ষের সাথে এই ব্যাপারে যোগাযোগ করবো।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

অনুলয় সেবা—উপযোগিতা ও ব্যবস্থাপনা

শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য

যা জ্ঞানদায়িনী, তা কি প্রাণদায়িনী হয়? মনীষী তো এ-কথা বলেছেন, জ্ঞানই শক্তি—Knowledg is power। কিন্তু সে-শক্তি যে সঞ্জীবনী মহাশক্তিও হয়ে উঠতে পারে, তা প্রমাণ করলো সাম্প্রতিক ঐ দুটি ঘটনা। জ্ঞানদায়িনী একটি পুস্তক ও একটি পুস্তিকা প্রাণদায়িনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ।

প্রথম ঘটনার সাক্ষী আমি নিজে। আমাদের গ্রামের প্রান্তে রায়দীঘি নামে একটি জলাশয় আছে। জল, গভীরতা আর মাছ—এ তিনের অপরিমেয় অস্তিত্বে তার খুবই নাম ডাক। অঘোষিত চতুর্থ অস্তিত্বটিই আমাকে ব্যাকুল করে; সেটি হলো তার মরণ-ফাঁদ—প্রতি বছর গড়ে তিন-চারটি শিশুর প্রাণ হরণ করে এই এই দীঘিকা। সেদিন হঠাৎ চীৎকার—গেল-গেল, হায়-হায় রব—গোকুল মাইতির পাঁচ বছরের ছেলে দীঘির জলে ডুবে গিয়েছিল, তা প্রায় বেশ কয়েক মিনিট হবে; তারপর তাকে জল থেকে তোলা হয়েছে। ছুটে গেলাম আমরা। আর্টিফিসিয়াল রেসপিরেশন, কৃত্রিম শ্বসনের দরকার; অবিলম্বে ঐ কৃত্রিম শ্বসনের ব্যবস্থা হলে ছেলেটা বাঁচতে পারে। ডাক্তারের কাছে লোক ছুটেছে পাশের গ্রামে খবর পৌঁছতে ও ডাক্তার আসতে—সে তো প্রায় আধঘণ্টা লাগবে। আর্টিফিসিয়াল রেসপিরেশন কথাটা দু'চারজন জানে—কিন্তু তার সঠিক পদ্ধতিটা? জল্পনা-কল্পনাই চলছে; কৃত্রিম শ্বসনের বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাটা আর হচ্ছে না।

এমন সময় ছুটে এলেন বিভূদা। আমাকে বললেন, যা যা বলি, তুই তাই তাই কর্। আমি গোকুলের ছেলের কাছে এগিয়ে গেলাম। বিভূদা যেভাবে আর্টিফিসিয়াল রেসপিরেশনের নির্দেশ দিতে লাগলেন, সেই ভাবেই আমি তা চালিয়ে গেলাম। আমি আমার কাজে গভীর মনোনিবেশ করলাম। মিনিট তিনেক পরে দেখি, বিভূদা নিরুদ্দেশ। কয়েক সেকেণ্ড পরেই বিভূদা ফিরে এলেন হাতে একটা মোটা বই। ইংরেজিতে লেখা ঐ বইটি বিভূদা বিড়বিড় করে পড়তে লাগলেন আর তারপরে বাংলায় আমাকে নির্দেশ দিতে লাগলেন। বিভূদা চলে যাবার আগে যে-সব নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার থেকে এ নির্দেশে পার্থক্য তেমন ছিল না। আমি তো আমার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম। কৃত্রিম শ্বসনে শক্তিই কাজ হলো, পরে ডাক্তারবাবু এসে পড়লেন। গোকুলের ছেলেটি বেঁচে গেল।

বিভূদার পেশা হলো গ্রন্থাগারিকের; বাড়িতে বইয়ের মেলা। ঐ সঞ্জীবনী বইটির নাম এন্সাইক্লোপিডিয়া—কোষগ্রন্থ।

দ্বিতীয়টি ঘটনা নয়, দুর্ঘটনা। একটি মেলা শহরের রেল ষ্টেশন থেকে এক কিলোমিটার দূরে হয়েছিল ট্রেন দুর্ঘটনা। ট্রেন বে-লাইন। তিন চারটি বগি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত। দুর্ঘটনা হলে যা যা হয়, পরে যা হয়েছিল—কেরিনে; ষ্টেশনে খবর পৌঁছানো তারে ও বেতারে সে-খবরের দূর-দূরান্তরে গমন ঊর্ধ্বতনকারী রেলের আগমন, উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের ঘটনাস্থল পরিদর্শন, নিহতদের প্রতি সমবেদনা, এই সব। কিন্তু একটা ব্যাপার সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল। স্থানীয় ডাক্তারেরা আর ওষুধ সহ ওষুধের দোকানের মালিকেরা দুর্ঘটনা ঘটার আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং অনেক প্রাণ এই কারণে বেঁচে গিয়েছিল। দেখা কাহিনী এই রকম এক ট্রেনযাই দ্রুত গতিতে ষ্টেশনে ছোটে গিয়েছিলেন, স্থানীয় চিকিৎসক, শল্য চিকিৎসক আর ঔষধ ব্যবসায়ীদের নির্দেশিকাটি কর্তব্যরত অধিকারিকের কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। পাশের এক রেল কোয়ার্টার থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে ঐ সব ডাক্তার ও ওষুধের দোকানের

মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর অনুমতি জানান—এখনই ঘটনাস্থলে ছুটে যান, অনেক প্রাণ বাঁচবে।

সঞ্জীবনী ঐ তালিকা-পুস্তিকাটিকে ধন্যবাদ। পুস্তক-পুস্তিকা জ্ঞানদায়িনী হয়, মনোহারিনী আনন্দদায়িনী হয়, জানি; কিন্তু সে যে সঞ্জীবনী হয়, প্রাণদায়িনী হয়—তা কে জানতো?

* * *

কোষগ্রন্থ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া, নির্দেশিকা বা ডাইরেক্টরি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে রেফারেন্স মেটিরিয়াল নামে পরিচিত। রেফারেন্স মেটিরিয়ালের বাংলা কী হবে? অনুসন্ধান পাঠসামগ্রী? তাহলে রেফারেন্স সার্ভিস অনুসন্ধান সেবা এবং রেফারেন্স কোশ্চেন অনুসন্ধান প্রশ্ন। তার চেয়ে, রেফারেন্স মেটিরিয়াল, রেফারেন্স সার্ভিস আর রেফারেন্স কোশ্চেনকে এই নিবন্ধে যথাক্রমে রেমে, রেসা আর রেকো বলে অভিহিত করি; কাগজ ও মুদ্রণের খরচ বাঁচবে।

রেমে

রেমে গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদ। অমূল্য অর্থাৎ মহা-মূল্যবান বলেই তাকে গ্রন্থাগারের চৌহদ্দির বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। রেমে আদ্যোপান্ত পড়তে হয় না; 'বেদব্যাস' পড়তে হলে পাঠশালা-ঘরের এক কোণে ছেঁড়া মাদুরের ওপর শ্লেট হাতে বসে থাকা শিশু বেদব্যাস থেকে শুরু করতে হয়; তারপর বেদব্যাসের করুণ ঘটনাবহুল পদ্য টেনে পড়ে যেতে হয়; পড়া শেষ হয় লেখকের ঐ বহুপঠিত প্রত্যাশা-পাণ্ডুলিপিতে: মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটি স্নেহকরস্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে—যেন একটিও করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারও এক ফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পারে। রেমে-র ক্ষেত্রে বিশেষ তথ্য সংগ্রহের জন্য পুস্তকের বা পাঠসামগ্রীর অংশ বিশেষ পড়তে হয়। অন্যান্য বইয়ের যে-ধরনের বিন্যাস অধ্যায়-পরিচ্ছেদ-অনুচ্ছেদে বা অন্য আঙ্গিকে—রেমে-র বিন্যাস সে ধরনের নয়; তথ্য পরিবেশনার সুবিধাজনক সজ্জা ও বিন্যাস সেখানে থাকে। প্রসঙ্গে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত এক ছাত্রীকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শ্রেণীর আর এক ছাত্রী প্রশ্ন করেছিল: বল্ দেখি কোন্ বই খুব দামী বলে গ্রন্থাগারের বাইরে তাকে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না, যাঁটা অন্য সব বইয়ের মতো করে দেখা নয়, আর কবিতা-নাটক-উপন্যাসের মতো ও বইয়ের সবটা পড়ার দরকার হয় না? অনুপস্থিত ছাত্রীটি প্রশ্নটিকে হয়তো বা ধাঁধা ভেবেছিল; জবাব দিয়েছিল, জানি জানি ব্যাঙ্কের চেক বই—যে-ব্যাঙ্কে লাইব্রেরির এ্যাকাউন্ট আছে, সেই ব্যাঙ্ক থেকে দেওয়া চেক-বই। চেক বই অবশ্যই মূল্যবান বই। কিন্তু 'মূল্যবান' শব্দটি ব্যবহার করে রেমে-র স্বরূপ ব্যক্ত করা যাবে না। রেমে কেবল তথ্যপিপাসু অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছেই নয়, জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলনে সকলের জন্যই অমূল্য সম্পদ। রেমের শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যায়, অন্ততঃ পনের ধরণের পুস্তক বা পাঠসামগ্রী আছে। যথা:

১। Dictionaries (অভিধান)
২। Encyclopedias (কোষগ্রন্থ)
৩। Geographical references
৪। Year Books & Almanacs
(বর্ষপঞ্জী ও পঞ্জিকা)
৫। Biographical Dictionaries
(জীবনীমূলক অভিধান)
৬। Educational references,
৭। Directories (নির্দেশিকা)
৮। Handbooks & Manuals
৯। Bibliographies (গ্রন্থপঞ্জী)
১০। Serials (সাময়িক পত্র)
১১। Patent Literature and standard specifications
১২। Documents
১৩। Pamphlets & other ephemera
১৪। Micro documents
১৫। Audio visual sources
(শ্রব্য দৃশ্য উৎস)

ছেলা

অনুলয় সেবা বহুতী এক সেবা। যান্ত্রিক দায়িত্ব পালন থেকে সেবা পৃথক। গ্রন্থাগারে ক্যাটালগ, শেলফ্ লিষ্ট, মাইক্রো ফিল্ম, মাইক্রো কার্ডের মতো যান্ত্রিক সহায় আছে। এগুলির প্রস্তুতিতে বা ব্যবহারে যান্ত্রিক দায়িত্ব পালন বা যান্ত্রিক সেবার নজির দেখা যেতে পারে। যন্ত্রিককে সহায় রাখলে প্রায় যান্ত্রিক পদ্ধতিতেই গ্রন্থসূচী বা ক্যাটালগ তৈরি করা যায়—হৃদয়ের ভূমিকা ওখানে কম। কিন্তু তথ্য সন্ধানী পাঠক-পাঠিকা তথ্য-প্রত্যাশী প্রশ্ন নিবেদন করে জিজ্ঞাসু নয়নে উত্তরের বা উত্তরের দিশার প্রতীক্ষা করছেন—এখানে অনুলয় সেবককে প্রশ্নকর্তার অন্তরে অন্তর মেশাতে হবে; "অন্তর মিশাল তবে তার অন্তরের পরিচয়"।

যন্ত্রিক আর হৃদয়ের ক্রিয়া ভিন্ন। ভিন্ন পথে তাদের পথ পরিক্রমা। এক আত্মীয়কে হাসপাতালে স্বচক্ষে মরতে দেখে এলাম। মর্গ থেকে এবার মৃতদেহ নেবার পালা। কোনও অজ্ঞাত কারণে মৃতদেহটি খিখণ্ডিত। যন্ত্রিক বলবে, মৃতদেহে কী লাভ, সেটি খিখণ্ডিত হলেই বা কী ক্ষতি? কিন্তু হৃদয় কি সে-কথা বলবে? নাকি, ঐ হাসপাতাল চত্বরে এই 'ইস্যু' টিকে কেন্দ্র করে একটি হৈ-চৈ, সোরগোল, বিক্ষোভের সৃষ্টি হবে?

ধরা যাক্ দাসপ্রথা অবলুপ্তির আন্দোলনের সঙ্গে যাঁর নাম বিশেষভাবে যুক্ত, তাঁর নামটি জানতে চান এক প্রৌঢ় পাঠক। এখনি তিনি তা জানতে চান। উত্তরটি হলো উইলিয়ম উইলবারফোর্স (১৭৫৯-১৮৩৩)। কিম্বা এক কিশোর পাঠক বিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চাঁদনালা খনিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটির তারিখ জানতে আগ্রহী। রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান প্রশ্নকর্তার মানসপটে এই প্রশ্ন দুটির পটভূমি জানেন না। কিন্তু কতো ব্যাকুলতা নিয়ে উত্তরের আশায় এই প্রশ্নকর্তারা ছুটে এসেছেন! প্রথমোক্ত প্রশ্নকর্তাকে স্থানীয় বিদ্যালয়ে একটি স্মারক বক্তৃতা দিতে হবে, মূল মঞ্চে উইলবারফোর্সের নাম উল্লেখ অপরিহার্য। ঐ দ্বিতীয়জন প্রার্থনা করে, যদি বিশেষ বিষয়টির ওপর বক্তৃতায় তাঁর নামটি অন্তর্লিখিত থাকে। ওঁর কর্মধারা ঐ প্রশ্নকর্তার স্মৃতিতে ভাস্বর; কেবল নামটিই হৈয়াৎ ভুলে গেছেন। মাতৃপিতৃহীন কিশোরটির ছেলেবেলা কেটেছে ভয়লা খনি অঞ্চলে। এখন সে অপরাধে শিকার হয়েছে—তার মায়ের দুঃস্থাবী অবস্থায় তিনি গর্ভবতী হন এবং কয়মাস পরে ঐ কিশোরের জন্ম হয়। এই অপবাদের যথাযোগ্য প্রতিবাদ সে করতে পারবে যদি চাঁদনালা খনিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার সঠিক তারিখটি জানতে পেরে সে ঘটনার পারম্পর্য বিশ্লেষণ করতে পারে।

তুল তথ্য সরবরাহের ফল কতো পীড়াদায়ক, কতো মর্মান্তিক হতে পারে, তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে রতন। রতন আমার শ্যালক। ভালো নাম অরুণ রতন। আমার শাশুড়ির দুরারোগ্য ব্যাধি। তাঁকে বোম্বাই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সুচিকিৎসার জন্য, তারা এলাহাবাদ বোম্বাই মেল্ এ। রতন থাকে দিলদার নগরে। মোগল-সরাই ষ্টেশনে ও যেন মায়ের সঙ্গে দেখা করে, এই ছিল টেলিগ্রামের নির্দেশ। ট্রেনটি তিন ঘন্টা লেট করে চলছিল। এই ছিল মোগলসরাই ষ্টেশনে লেট রানিং এ্যাডভাইস। রতন ষ্টেশনের এনকোয়ারিতে খবর জেনে নিল। আমার শাশুড়ির পূজা-অর্চনায় খুব বেশি নিষ্ঠা। আমরা যতোই মনে করি না কেন, গঙ্গানদীর জলকেই গঙ্গাজল বলে এবং কাশীর গঙ্গা, হরিদ্বারের গঙ্গা, কলকাতার গঙ্গা—সব গঙ্গার জলই এক, উনি কিন্তু তা মনে করতেন না। কিছুদিন আগে ব্যাকুলতার সঙ্গে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন রতন যেন বারাণসীধামের গঙ্গাজল নিয়ে আসে। রতন মৃত্যুপথের যাত্রী মায়ের এই অনুরোধটির কথা ভুলতে পারলো না। কোনরূপ গিয়ে ফিরে আসতে তো দেড়ঘন্টা লাগবে। সুতরাং একটি থ্রি হুইলার অটো-চালকের সে কোনরূপ হওনা হয়ে গেল। সর্বশেষ খবর হলো, ট্রেনটি "লেট" মেক-আপ করেছে। থ্রি, আপ বোম্বাই মেল তিন ঘন্টার পরিবর্তে এক ঘন্টা "লেট" করে আসছে। এই খবরটি কিন্তু অনেকক্ষণ আগেই মোগলসরাই ষ্টেশনে পৌঁছেছে। খবরটি ঐ তথ্য-কেন্দ্রেও পৌঁছেছে। কিন্তু তথ্য সরবরাহকারীর তথ্য-

যোগের অভাবই এই বিভ্রাট। ট্রেন নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টা পরেই মোগলসরাই পৌঁছালো। তখন মোগল সরাই ফিরে আসার আগেই ঐ ট্রেন এলাহাবাদের দিকে রওনা হয়ে গেল। ঘটনাটি বেদনাবহ হতো না যদি-না এক সপ্তাহের মধ্যে রতনের মায়ের মৃত্যু হতো বোম্বাই শহরের ঐ সেরা হাসপাতালে।

এই সব কারণেই বোধ হয় রেফারেন্স সার্ভিসকে পার্সোনাল সার্ভিস বলা হয়। এ এক ধরণের সেবা, মরমী কর্তব্যবোধ। ধৈর্য, ধৈর্য, পরিশ্রম, প্রয়াস, বুদ্ধি, মেধা, ধরন, সহমর্মিতার এক চালেঞ্জ। বর্গীকরণ, গ্রন্থসূচী, গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন, পুস্তক ঋণ বিভাগ থেকে পুস্তকের আদান প্রদান, শিশুবিভাগ পরিচালনা, কিম্বা রাবাদান গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এই সব গুণ গুলির প্রয়োজন হয় না, একথা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়। কিন্তু অনুসন্ধান সেবা এই সব গুণের উৎকর্ষের এক পরীক্ষাক্ষেত্র।

রেফারেন্স কোশ্চেন বা অনুসন্ধান প্রশ্ন বিভিন্ন ধরণের। এই বিভিন্নতা অনুযায়ী সেবাও বহুরূপী। কখনও প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় ধরণের (Fact finding type), কখনও তথ্য কেন্দ্র ধরণের (Information Bureau type), কখনও তথ্য নিরূপণ ধরণের (Material finding type), আবার কখনও কখনও পাঠক উপদেষ্টার ভূমিকায় (Readers' Advisor type), বা গবেষণা ধরণের (Research type) সেবায় অনুসন্ধান গ্রন্থাগার কর্মীকে আত্মনিয়োগ করতে হয়।

রেফো

রেফো নানা ধরণের। ভাষা জিজ্ঞাসা Language Question), প্রবণতা জিজ্ঞাসা (Trend Question), পটভূমি প্রশ্ন (Back ground Question), প্রকৃত অবস্থা বিষয়ক প্রশ্ন (Fact Question), ব্যক্তি স্থান ও সংস্থা গত প্রশ্ন (Questions about Persons, Places and agencies), মুদ্রিত পাঠসামগ্রী বিষয়ক প্রশ্ন (Questions relating to location of Printed materials), আরও কতো কী।

এবার বোধ হয় বেশ, রেফো আর রেফো-কে সম্বলিত করে অনুসন্ধান পরিমণ্ডলটিকে বিশদভাবে অনুধাবন করার অবকাশ এসেছে। প্রথমে রেফারেন্স কোশ্চেনের উল্লেখ করছি। এই কোশ্চেন কোন্ শ্রেণীর, তার উল্লেখ করছি। তারপর রেফারেন্স সার্ভিস কোন্ ধরণের রেফারেন্স মেটেরিয়াল বা রেফারেন্স টুল্‌কে উৎস হিসাবে দেখতে নির্দেশ করে, সে-কথা লিখছি। শেষে ঐ শ্রেণীর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থের নাম দিচ্ছি। এইভাবে বক্তব্যটিকে উপস্থাপিত করতে চলেছি। [সাধারণ পাঠক পাঠিকাই আমার ভরসা ; গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীর কাছে এ এক অতি মামুলি উপস্থাপনা]

১। রেফো :—Conjunctivitis শব্দটির অর্থ কী ?
রেফোর শ্রেণী :—ভাষা জিজ্ঞাসা (Lauguage Question)
রেফোর সাধারণ নাম :—অভিধান (Dictionary)
(এ ক্ষেত্রে) রেফোর বিশেষ নাম :—(Oxford English Dictionary)

২। রেফো :—তিমি (whale) সাধারণত : কতো লম্বা হয় ও কতো বছর বাঁচে ? !
রেফোর শ্রেণী :—পটভূমি জিজ্ঞাসা (background) Question—'all about')
রেফোর সাধারণ নাম :—কোষগ্রন্থ (Encyclopedia)
(এক্ষেত্রে) রেফোর বিশেষ নাম :—Encyclopedia Britannica

৩। রেফো :—১৯৬৩ সালের ১২ জুন মিউ দিল্লীতে ঠিক কখন সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত হয়েছিল ?
রেফোর শ্রেণী :—ঘটনাপ্রবাহ সংক্রান্ত প্রশ্ন (Trend Question)
রেফোর সাধারণ নাম :—বর্ষপঞ্জী, পঞ্জিকা (Yearbook, Almanac)
(এক্ষেত্রে) রেফোর বিশেষ নাম :—Whitaker Almanac কিম্বা, India Ephemeries and Natutical Almanac

৪। রেফো :- সম্বরেশ বসুর কতোগুলি ক্রয়লভ্য উপন্যাস আছে ?

রেফোর শ্রেণী :—মুদ্রিত পাঠসামগ্রী বিষয়ক প্রশ্ন

রেফোর সাধারণ নাম :—গ্রন্থপঞ্জী

(এ ক্ষেত্রে) রেফোর বিশেষ নাম :—বাংলা গ্রন্থপঞ্জী (ক্রয়লভ্য বাংলাগ্রন্থের বিষয়ভিত্তিক তালিকা) ইত্যাদি।

• • •

এখন এস্ আর্ রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার শাস্ত্র পঞ্চসূত্রে লিখিত অনুসন্ধান সেবার স্বরূপটি দেখা যেতে পারে।

প্রথম সূত্র : বই তো ব্যবহারের জন্য (Books are for use)

গ্রন্থাগারের পুস্তক সংকলনটি ব্যবহারের জন্য গ্রন্থপাঞ্জিকের ভূমিকা হলো ব্যবহারকারী ও পুস্তককে অন্বিত করা। বই ঘুণীকৃত করে রাখলে তো আর চলবেনা ; বই পড়তে দিতে হবে পাঠককে : পাঠককে পুস্তক নির্বাচনে সাহায্য করতে হবে। গ্রন্থাগারিক হবেন পাঠকের বন্ধু, দার্শনিক, পথপ্রদর্শক (friend, philosopher and guide)। এই personal service বা ব্যক্তিগত সেবাই হলো গ্রন্থাগারের প্রাণ স্বরূপ। এই প্রাণ শক্তিই একদিন গ্রন্থাগারকে Community intelligence service বা সমস্ত গোষ্ঠী প্রজ্ঞা সেবায় ব্রতী করে তুলবে।

দ্বিতীয় সূত্র : প্রত্যেক পাঠক তাঁর বই (Every reader his book)

প্রত্যেক পাঠকই গ্রন্থাগারে তাঁর ইপ্সিত বই খুঁজে পাবেন। তবেই তো গ্রন্থাগার সার্থক গ্রন্থালয়। গ্রন্থাগার কর্মীর কাজ হবে পাঠককে জানা, বইগুলিকে জানা আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর বইটি পেতে সাহায্য করা। এই কাজটিই হলো অনুসন্ধান সেবা। পাঠক-পাঠিকা আসবেন, তাঁর রুচির কথা বলবেন, চাহিদার কথা বলবেন, সেই অনুযায়ী সঠিক গ্রন্থটি তাঁর হাতে তুলে দেওয়াই হবে গ্রন্থাগার কর্মীর কাজ।

তৃতীয় সূত্র : প্রত্যেক বই, তার পাঠক (Every book its reader)

প্রত্যেক বইয়েরই পাঠক থাকবে। অর্থাৎ প্রতিটি বইয়ের জন্যই আছে একটি পাঠক-গোষ্ঠী। কোনও বইই অপাংক্তেয় নয়। মুক্ত দ্বার (open access) বর্ণানুক্রমিক পুস্তক, বিশ্লেষক গ্রন্থসূচী—এই সব যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকলে আমরা মনে করি পাঠক বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। সব ক্ষেত্রে তা কিন্তু নয়। গ্রন্থাগার কর্মীর কাজ হলো বইকে পাঠকের কাছে প্রচারের মাধ্যমে তুলে ধরা ; বইটি সম্পর্কে বিবরণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাহলেই বই তার appeal বা আবেদন নিয়ে উপস্থিত হবে পাঠকের চোখে। অনুসন্ধান সেবক পাঠকদের সমীক্ষা করতে পারেন কার্ড মারফৎ প্রতিটি পরিবারে এই কার্ড পাঠিয়ে সম্ভাব্য পাঠকের পেশা, রুচি, আগ্রহ প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে এবং সেইমত বই সুপারিশ করতে পারেন। তাহলে প্রতিটি বই তার পাঠককে খুঁজে পাবে ; প্রতিটি বইই ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠবে।

চতুর্থ সূত্র : পাঠকের সময় বাঁচাও (Save the time of the reader)

পাঠকের সময়ের দাম আছে। চাওয়া বইটি তাড়াতাড়ি সরবরাহ করাই গ্রন্থাগার কর্মীর কাজ। পুস্তক ঋণ বিভাগ থেকে তাড়াতাড়ি বই পাঠকের হাতে তুলে দেওয়াই কিন্তু এই সূত্রের তাৎপর্য নয়। Bibliographical service বা গ্রন্থপঞ্জী সংক্রান্ত পরিষেবার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। পাঠক পুস্তক নির্বাচন করতে চান। কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মী যদি অল্প সময়ে ক্যাটালগ এবং গ্রন্থপঞ্জী ব্যবহার করে কোনও বিশেষ বিষয়ের বিশেষ বই পাঠকের জন্য নির্বাচন করতে পারেন সাধারণ পাঠক তা পারেন না। অনুসন্ধান সেবকের এই কাজটি পাঠকের সময় বাঁচাতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

পঞ্চম সূত্র : গ্রন্থাগার ক্রমবর্ধমান জীবন্তসত্ত্ব (Library is a growing organism)—

গ্রন্থাগার ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিষ্ঠান। তার গৃহ পরিসর, গ্রন্থসম্ভার, ক্যাটালগ-কার্ড, সাময়িকপত্র—সবই তো বাড়বে। জ্ঞান রাজ্যই তো ক্রমবর্দ্ধনশীল। টেলিভিশন আজ থেকে একশ বছর আগে ছিল না; সুতরাং টি. ভি. ইঞ্জিনিয়ারিং এর বই তো গ্রন্থাগারে নবতম সংযোজন। বর্ণীকরণে ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্নে (Notation) গ্রহনীয়তা তো একটি বিশেষ গুণ—ভাবীকালে উদ্ভাবিত জ্ঞান বিজ্ঞান কে বর্ণীকরণে সাদর আহ্বান সহ গ্রহণ করার উপায় বিশেষ। সুতরাং জ্ঞানরাজ্যের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান পাঠসামগ্রীও যেমন বাড়বে, তেমনি বাড়বে অনুসন্ধান গ্রন্থ ও অনুসন্ধান সেবা। এক কথায়, পঞ্চ সূত্রের প্রতিটি সূত্রেই অনুসন্ধান সেবার তাৎপর্য অন্তর্নিহিত হয়েছে। অনুসন্ধান সেবা গ্রন্থাগারে অনিবার্য, অপরিহার্য।

* * * * *

অনুসন্ধান সেবার উপযোগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেই তো চলবেনা। কীভাবে এই পরিষেবার ব্যাপ্তি, বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে সেই পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার প্রসঙ্গে আসা যাক্। বিদ্যালয়-গ্রন্থাগার, মহাবিদ্যালয়-গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগার বা বিশেষ গ্রন্থাগার এখানে আলোচ্য বিষয় নয়; উপরিই গ্রন্থাগার হলো সাধারণ গ্রন্থাগার।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটি ক্রমানুসারে এই রকম।

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

জেলা গ্রন্থাগার

শহর গ্রন্থাগার (তথা মহকুমা গ্রন্থাগার)

ও

গ্রামীণ গ্রন্থাগার (তথা প্রাথমিক গ্রন্থাগার)

আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলিকে আজকাল গ্রামীণ গ্রন্থাগার বা প্রাথমিক গ্রন্থাগারের মর্যাদা দেওয়া হয়। এই সব গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য সরকারী অনুদানের ক্ষেত্রে বেশ তারতম্য আছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে ও শহর গ্রন্থাগারে গ্রন্থ-ক্রয়ের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ থাকে, তা দিয়ে অনুসন্ধান পাঠসামগ্রী কেনা খুবই কষ্টসাধ্য; তা ছাড়া, এই সব গ্রন্থাগারের নিজস্ব আয়ও সীমিত। এই কারণেই একটি সমুন্নত, সংযোগবাহী অনুসন্ধানসেবা ব্যবস্থার পরিকল্পনার প্রয়োজন।

এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থায়, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হবে অনুসন্ধান সেবার প্রধান কেন্দ্র। জেলা গ্রন্থাগারগুলিতেও থাকবে অনুসন্ধান সেবা কেন্দ্র। জেলার ব্যাপ্তি অনুসারে প্রতি জেলায় অন্তত দুটি শহর গ্রন্থাগারে ও দুটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে অনুসন্ধান সেবা কেন্দ্র গড়ে উঠবে। সমস্ত সরকার-পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারই হবে পর কেন্দ্র স্থাপন, সংরক্ষণ, এবং পরিচালনার ব্যয়ভারের অংশীদার—অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত চাঁদাদাতা।

অনুসন্ধান সেবাকেন্দ্রে জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রশিক্ষণই গ্রন্থাগার কর্মীকে যথোপযুক্ত অনুসন্ধান পাঠসামগ্রী নির্বাচনে ও মূল্যায়নে এবং অনুসন্ধান সেবা বিধানে অনুপ্রাণিতও করবে।

জেলার সমস্ত অনুসন্ধান কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত পাঠসামগ্রী একটি সাধারণ সূচী প্রস্তুত করতে হবে এবং যথাসময়ে সংযোজন লিপিবদ্ধ করতে হবে। যে-কোনও কেন্দ্রে বসে এই গ্রন্থসূচী দেখতে পাওয়া যাবে। কেন্দ্র অনুসারে পাঠ-সামগ্রীর অবস্থানটি সূচিত হবে।

অনুসন্ধান প্রশ্নকে দুটি ভাগে ভাগ করতে হবে। তাৎক্ষণিক জবাব দেওয়ার মতো প্রশ্ন এবং উত্তরের ক্ষেত্রে সময় সাপেক্ষ প্রশ্ন। দ্বিতীয় ধরণের প্রশ্ন, জেলার সমস্ত অনুসন্ধান সেবা কেন্দ্রে ও রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কেন্দ্রে সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞপিত করতে হবে। প্রত্যেক কেন্দ্রেরই প্রয়াস হবে ঐ প্রশ্নের সঠিক উত্তরের সন্ধান করা এবং প্রশ্ন গ্রহণকারী কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশ্নকর্তাকে তা জানিয়ে দেওয়া।

রাজ্য সরকারকে এই তথ্য কেন্দ্র তথা অনুসন্ধান সেবা কেন্দ্রের কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে এবং এর গ্রন্থসম্ভার পুষ্টি এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ বেতনভাতা প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে তৎপর হতে হবে।

অনুসন্ধান প্রশ্ন নথিবদ্ধ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। সেই নিদর্শন ব্যবহার করে প্রশ্ন-

কর্তা অনুলয় প্রশ্ন নিবেদন করবেন। চেষ্টা করতে হবে, প্রশ্নগুলির লিখিত উত্তর দেবার ব্যবস্থা করার। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তরপত্রগুলি যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত বিবরণ যথাযথভাবে নথিভুক্ত করতে হবে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারে।

পশ্চিমবঙ্গে আপাততঃ প্রতি জেলায় জেলা গ্রন্থাগার, শহর গ্রন্থাগার ও গ্রামীণ / প্রাথমিক গ্রন্থাগারে যথাক্রমে একটি, দুটি ও দুটি করে মোট আটটি এবং রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে একটি অর্থাৎ একাশিটি অনুলয় সেবা কেন্দ্র চালু হোক। তিনটি বড়ো জেলায় তিনটি করে ৯টি অতিরিক্ত কেন্দ্র সহ সর্বমোট নব্বইটি কেন্দ্র। এদের কার্যধারা এক বছর পরে সমীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

রাজ্যান্তরে অনুলয় সেবা পর্ষদ থাকবে, যার সম্পাদক হবেন চীফ রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান। সভাপতি হবেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী।

অনুলয় সেবার উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাগার পত্রিকার ইতিপূর্বে প্রকাশিত বহু সংখ্যা (বেশ কয়েক বছরের) অল্পের জন্য পাওয়া যাবে। যাঁরা এই সংখ্যাগুলো বা এগুলোর যেকো যে কোন সংখ্যা কিনতে চান তাঁরা পরিষদ অফিসে লিখুন।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

Government of West Bengal
Education Department

H. S. Branch

No 72-Edn (H. S.) dated Calcutta, the 9th August, 1983.

From : Shri S. Ghosh
Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

To : The Director of Secondary Education, West Bengal

Sub : Appointment of Librarian in State Govt. Sponsored or Aided Secondary Schools upto Class XII standard.

In partial modification of Govt. Order No. 17—Edn (HS) dated 18. 3. 82, the undersigned is directed to say that the Governor is pleased to prescribed the following three types of qualifications for recruitment to the posts of Librarians, in future, in the institutions mentioned avove :—

1. M. A. M. Sc. /M. Com. with Degree or Diploma in Library Science from a Govt. recognised University;
2. B. A. / B. Sc. / B. Com. with Degree or Diploma in Library Science from a Govt. recognised University ;
3. Matriculation or equivalent with Certificate in Librarianship awarded by any of the following three institutions :—

i) Bengal Library Association
ii) Ramkrishna Mission Boys' Home, Rahara.
iii) Janata College, Kalimpong.

The incumbents of the posts of Librarian will draw pay according to their qualifications, as approved in terms of Govt. Order No. 372—Edn (B) dated 31. 7. 81.

Necessary instructions may please be issued to all concerned.

Sd/—S. Ghosh,
Deputy Secretary.

Government of West Bengal
Education Department

S. E. Branch

No. 588—Edn (SE) 5L—39/83 Dated Calcutta, the 4th/5th October, 1983

From : Shri R. Chowdhury,
Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

To : The Director of Library Service, West Bengal.

In partial modification of G. O. No. 496—Edn. (SE dated 17.8.83 the undersigned is directed to say that the Governor is pleased to order that District Advisory Council of Socal Education will continue to function in those districts where Local Library Authority has not yet been constituted, till the formation of Local Library Authority in those Districts.

Sd/- R. Chowdhury,
Deputy Secretary.

Memo No. 423/1 (2) LS Dated : The 12th Oct,. 1983.

Copy forwarded to :—

1) District Social Education Officer, Purulia, P. O. & Dist. Purulia-for information and necessary action.

2) District Social Education Officer, Jalpaiguri, P. O. & Dist. Jalpaiguri—for information and necessary action.

Sd/-
for Director of Library services,
West Bengal

Memo. No. 423/2 (2) LS Dated : The 12th Oct. 1983.

Copy forwarded to :—

1) Secretary, Bengal Library Association, P-134, C. I. T. Scheme No. 52, Calcutta—14—for information.

2) Secretary, West Bengal Public Library Employees Association, 50, Akhil Mistry Lane, Calcutta—9—for information.

Sd/- S. Sen
12. 10. 83.
for Director of Library Services.
West Bengal.

পরিষদ কথা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ—হুগলী জেলা

১৭শে জুন ১৯৮৩ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুগলী জেলা শাখার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি শ্রীঅনিল দত্ত।

উক্ত দিনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ হুগলী জেলা ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি—হুগলী জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে "সামাজিক উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার উদ্বোধক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিভাগীয় প্রতিমন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতী ছায়া বেরা। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে গ্রন্থাগারের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই সমাজ উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, গতিশীল, সুস্থ, সুন্দর সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজ গড়ে তোলাই সরকারের উদ্দেশ্য। সমাজের অশিক্ষা দারিদ্র্য দূর করতে পারলেই সমাজে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে উঠবে এবং গ্রন্থাগারের মধ্যে সমাজের চিন্তাশীল জ্ঞানী মানুষের যে পুঞ্জিভূত জ্ঞান পুঁথিবদ্ধ হয়ে আছে মানুষের চেতনা জাগিয়ে তুলতে তা ব্যবহৃত হবে। সমাজের মধ্যবিত্ত ও ধনী সম্প্রদায়কেই শুধু গ্রন্থাগারের পাঠক করলে চলবে না, গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে নীচুতলার মানুষকে। এর জন্য প্রয়োজন সরকার ও জনগণের যৌথ প্রয়াস। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থাগার আইন করেছেন—কিন্তু আইন করলেই চলবে না। মানুষকে এর মধ্যে আনার জন্য সকলের সমবেত প্রচেষ্টা চাই

স্বামী সোমানন্দ বলেন শিক্ষাব্রতনে সমাজের সীমিত মানুষ গেলেও একমাত্র গ্রন্থাগারই সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের আনাগোনা বলে গ্রন্থাগার গণশিক্ষার একমাত্র বাধায়। জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীসচ্চিদানন্দ দে রায় বলেন সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধু বলেন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সমাজের সম্ভাব্য উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। এছাড়াও ঐ সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রীতারক ঘোষ, সত্যব্রত সেন ও শ্রীঅনন্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ।

১৬ই জুলাই ১৯৮৩ জেলা কমিটির সভায় আগামী সমিতির (১৯৮৩-৮৪) নবনির্বাচিত সদস্যগণ হলেন—সভাপতি : শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায় ; সহ-সভাপতি : শ্রীঅনিল কুমার দত্ত ও শ্রীগণেশ নন্দী ; সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রীঅশোক কুমার রায়, সহ-সম্পাদক শ্রীমতি কৃষ্ণা ঠাকুর, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীনির্মল চৌধুরী। এছাড়া সদস্য হিসাবে আছেন শ্রীঅনন্ত ভট্টাচার্য, শ্রীতারকপ্রকাশ সিংহ রায়, শ্রীনীযুষ সিংহ, শ্রী বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীদেবী প্রসাদ ভট্টাচার্য।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সমিতির ষষ্ঠ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন

সম্প্রতি বালুরঘাট হাইস্কুল প্রাঙ্গনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সমিতির ষষ্ঠ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল দশটায় প্রতিনিধি সভা শুরু হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সমিতির সভাপতি সুজিত ভূষণ রায়। এছাড়া কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষে যুগ্ম সম্পাদক অরুণ রায়, সলিল চাকলাদার, এবং বাক্তিগত

ভাবে ও অশোক বসু—উপস্থিত ছিলেন। প্রায় শতাধিক প্রতিনিধি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। এর পর প্রকাশ্য অধিবেশন বসে বিকেল চারটায়। প্রকাশ্য অধিবেশনে আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিল "সামাজিক শিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা" বক্তা হিসাবে ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহঃ সভাপতি অশোক বসু ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাপস চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ বহুমুখী সমাহর্তা শ্রীবেদ প্রকাশ, ভাস রায় ও শ্রীভবানী মোহন মিশ্র, বি, ডি, ও মুখমন্ত্রি। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন ডাঃ বৃন্দাবন বাগচী ও প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শম্ভুনাথ রায়। সভায় রায়গঞ্জ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার যন্ত্রক এর পরিচালনায় একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। আগামী ১৯৮৩-৮৪ সালের জন্য কমিটি গঠিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ১৯তম রাজ্য সম্মেলন

গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৩ই-১৪ই মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতায় পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী-সমিতির রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ই সেপ্টেম্বর বৈকাল ৪টায় সমিতির প্রবীণ সদস্য অমিয় বন্দোপাধ্যায় সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন এবং সম্মেলনের সূচনা ঘোষণা করেন। পরে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সমিতির নেতৃবৃন্দ।

বেলা ৪টায় প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয়। সমিতির সাধারণ সম্পাদক তরুণ রায় সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন ১৪ই সেপ্টেম্বর বেলা ১০টা পর্যন্ত প্রতিনিধি সম্মেলন চলে ৬২ জন সদস্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ২৮০ জন প্রতিনিধি ও দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

১৩ই প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মুর্শিদাবাদ জুল বোর্ডের সভাপতি অরুণ ভট্টাচার্য ও কবি মুক্ত হয়। সম্মেলন থেকে নূতন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয় ৪৮জন সদস্য নির্বাচিত হন। এবং ৫ই অক্টোবর নূতন কর্মকর্তা নির্বাচিত হন। সভাপতি সত্যব্রত সেন, সহ-সভাপতি অনিল দত্ত অমিয় বন্দোপাধ্যায় ; বীরেন চক্র, সাধারণ সম্পাদক তরুণ রায়। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অনঙ্গ ভট্টাচার্য ; গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সলিল চাকলাদার, অশোক দাস সহ-সম্পাদক ও সহীর দত্ত কোষাধ্যক্ষ ; বিশ্বনাথ বোলে গ্রন্থাগার কর্মী পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হন

সম্মেলনে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের নানান সমস্যা ও দাবিসমূহ নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গ্রন্থাগার অধিকর্তা D. L. O. নিয়োগ, অবসরকালীন ভাতা সহ অন্য সকল সুযোগ প্রদান অন্যতম। যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এবং রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদান ও আর্থিক সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রতিবেদক
গৌতম গোস্বামী

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

সমবায় পাঠাগার

মাঠবন, কলিকাতা-৬৫

গত ২০শে অক্টোবর ৮৩ বৃহস্পতিবার মাঠবন, সমবায় পাঠাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগারের নিকট নিম্ন এবং নিকটস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে (প্রায় ৮০জন) কলিকাতার কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান যথা চিড়িয়াখানা, যাদুঘর ও ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধাগার, ফুল বাসে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে সুষ্ঠুভাবে দেখিয়ে নিয়ে আসা হয়। সকাল থেকে বিকেল অবধি স্বারী একদিনের এই কার্যা সুসম্পন্ন হওয়ায় স্থানীয় জন মানসে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে প্রভূত চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

হিন্দাী টেক্সট বুক লাইব্রেরী

(বিকাশ মেমোরিয়াল)

পাঠানপুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৫১

বিরাটী টেক্সট বুক লাইব্রেরী (বিকাশ মেমোরিয়াল)র ১৯৮২-৮৩ সালের ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ তারিখে গ্রন্থাগার গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের একনিষ্ঠ কর্মী এবং সংগঠক প্রয়াত বিকাশ সেনগুপ্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রী বশিস দেব রায় চৌধুরী। স্বাগত ভাষণে তিনি উপস্থিত সমস্ত সদস্যদের গ্রন্থাগারের কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে আহ্বান জানান। এরপর বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্কর রায় মহাশয় ১৯৮২-৮৩ সালের কার্য্য-বিবরণী এবং হিসাব নিকাশ পেশ করেন। সম্পাদকীয় বিবরণীর উপরে অনেক সদস্যই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। পরে সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদকীয় বিবরণী এবং হিসাব নিকাশ অনুমোদন করা হয়।

১৯৮৩-৮৪ সনের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের নাম : সর্বশ্রী অরুণ কুমার দত্ত, অশোক রায়, অশোক সেন, শঙ্কর রায়, শঙ্কর চ্যাটার্জী, সুবীর বক্সী, দিলীপ ঘোষ, সমীর দাস, তপন চৌধুরী, শ্যামা ঘোষাল, আশীষ গুহ, স্বপন দে এবং শ্রীমতী নমিতা বাগচী।

বিরাটী টেক্সট বুক লাইব্রেরী (বিকাশ মেমোরিয়াল এর উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও গত ৯ই অক্টোবর ১৯৮৩ তারিখে সকাল ৮টায় পাঠাগার সংলগ্ন প্রাঙ্গনে এক মনোরম পরিবেশে "বসে আঁকো প্রতিযোগিতা" অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় উক্ত অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মিলিত ভাবে এবং বিভিন্ন সংগঠন থেকে ব্যক্তিগত ভাবে মোট ৭১ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। বয়সানুক্রমে প্রতিযোগীদের দুইটি বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পাঠাগারের পক্ষ থেকে স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীতপন চৌধুরী মহাশয়। "সোসাইটি ফর ক্রাফ্টস এ্যান্ড আর্টস" এর সম্পাদক শ্রীমুরারী মোহন বসু মহাশয় প্রতিযোগিতায় নিখুঁত ভাবে পরিচালনা করেন। প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিতে বিপুল সংখ্যক অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে চিত্তাকর্ষক করে তোলে।

প্রতিবেদক : অসিতাভ দাশ

Annual subscription Rs. 24·00
Single Issue Rs 2·00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE NO. WB/CC CL—2
Postal Regd. No WB/CC—145
Regd. No.RN 2674/57

Volume 33 : No 6

September-October—1983

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to

The General Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134 CIT. Scheme No. 52
Calcutta—700 014
Phone 44 8566

If undelivered please return to
Bengal Library Association
P. 134, C I T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Sunday Press 14/B, Fakir De Lane, Calcutta-700012
Phone—26-0910

Editor : Sudhendubhusan Bandyopadhyay

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ১১, সংখ্যা ৭ সম্পাদক সুরেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কার্তিক ১৩৫০

সূচী

সম্পাদকীয়— ৮৩
গবেষণা কার্যে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

গোবিন্দ গোপাল চৌধুরী— ৮৭
প্রথম জাতীয় শিশুমেলা

অসিতাভ দাস— ৯১
ঊনত্রিংশতিতম সর্বভারতীয়
গ্রন্থাগার সম্মেলন

সত্যব্রত সেন— ৯৩
পরিষদ কথা— ৯৪
গ্রন্থাগার সংবাদ— ৯৫
English Abstract— ৯৯

"গ্রন্থাগার"-এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেবেন এইজন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকবৃন্দ পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠায়		সাধারণ সংখ্যা টাকা	বিশেষ সংখ্যা টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা :	২য় মলাট —	৪০০	৫০০
অর্ধ পৃষ্ঠা :	ঐ	২৫০	৩১০
অর্ধ পৃষ্ঠা :	ঐ —	১৭৫	৩০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা :	সাধারণ —	৩০০ —	৪০০
অর্ধ পৃষ্ঠা :	ঐ	১৫০	২৫০
১/৪ পৃষ্ঠা :	ঐ —	১০০	১৫০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৬ সি. এম.
পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হবে
যোগাযোগ করুন :
সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি, ১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৪৬-৮৪৬৬

চেক বা ড্রাফট "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" এই নামে হবে।

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal মূল্য—১·০০
Library Service in India To-day মূল্য—৩·০০

মাকিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৪·০০
আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

বাণী রায় (সম্পাঃ—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী। মূল্য—৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২
মূল্য—৪·০০ (বাঁধানো ১০·০০)

খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

৫৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত।

প্রকাশনায় — মূল্য—১৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি, ১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩১, সংখ্যা ৭ | সম্পাদক—সুরেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | কার্তিক ১৩৯০

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গে পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণের জন্য পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং ১৯৭৯ সালে এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। এই আইনের উদ্দেশ্য, পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়ন ও যথাযথ পরিচালনা এবং জেলা, শহর ও গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়ে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে একটি নতুন লাইব্রেরী ডিরেক্টরেট এবং রাজ্য গ্রন্থাগার কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। এই রাজ্যে পূর্বেই সরকারী উদ্যোগে কিছু গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। বেসরকারী উদ্যোগে স্থানীয় জন সাধারণের প্রচেষ্টায় এবং যে সকল গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল সেগুলিরও কিছু কিছু সরকারী আওতায় আনা হয়েছে। এইসব গ্রন্থাগারের কর্মীদের বেতন, পুস্তকাদি ক্রয় এবং অন্যান্য খরচের জন্য সরকারী অনুদান অনেকগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ছয় বৎসর পূর্বে যেখানে ৭৮৭টি গ্রন্থাগার সরকারী অনুদান পেত এখন সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৪১০। বাজেটে এজন্য গত ছয় বছরে ১৭.৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পূর্বে যেখানে জেলা, শহর এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি যথাক্রমে ৫,০০০, ৩,০০০ এবং ৬০০ টাকা বার্ষিক অনুদান পেত বর্তমানে সেখানে পাচ্ছে ৫০,০০০, ১০,০০০ এবং ৪,০০০ টাকা। এ ছাড়া ৮৩৭টি গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগ চালু হয়েছে। এজন্য খরচ হয়েছে ৪০.৫ লক্ষ টাকা। এই সব গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য কর্মী নিযুক্ত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সীমিত আর্থিক ক্ষমতা নিয়েও যে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করে পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘদিন যাবত যে গ্রন্থাগার আন্দোলন করে আসছেন তার অন্যতম লক্ষ্য হল জনসাধারণের জন্য দেশের সর্বত্র পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা গড়ে তোলা। স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারে কোন্ জনসাধারণের জন্য হবে এই পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা? যে দেশে জনসংখ্যার শতকরা ৩০ জন মাত্র অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, আর বেশীর ভাগ লোকই লেখাপড়া জানেন না—খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়তে পারেন না তাদের জন্য গ্রন্থাগার দিয়ে কী হবে? সেই গ্রন্থাগার স্থাপন কতটা তাঁদের কাজে লাগবে? কেউ কেউ আবার বলেন, আমাদের দেশের সরকার পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী না হলেও সরকারকে দোষ দেওয়া যায় না। কেননা, আমাদের সংবিধানে সরকারের পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা প্রবর্তনের দায়িত্ব থাকলে বলে কোথাও কোন নির্দেশ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারও তাই এ পর্যন্ত দেশে পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি, এজন্য তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্যই দেশের পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা নিয়ে এ যাবত খুব একটা মাথা ঘামাননি। বহুকাল পূর্বে ভারত স্বাধীন হবার কিছুকাল পরেই ইউনেস্কোর সহযোগিতায় দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছিল। তারপর নানা কমিটি, কমিশনের সুপারিশে গ্রন্থাগার উন্নয়নের নানা কথা বলা হলেও সরকার সেগুলির অনেক কিছুই এ পর্যন্ত কার্যে পরিণত করতে পারেন নি।

সম্প্রতি কালে তাঁরা রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন নামে গ্রন্থাগার উন্নয়নের যে ব্যবস্থা করেছেন তাকে নিতান্ত অব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

কোন কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সরকারই জনসাধারণের শিক্ষার প্রতি উদাসীন হয়ে থেকে রাষ্ট্রের প্রকৃত কল্যাণ করতে পারেন না। সুতরাং দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব সর্ত অবশ্যই সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন; সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা সফল করতে তার পরিপূরক হিসেবে চাই সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা।

দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনই অথেষ্ট নয়; পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনও চাই। যে দেশের সামাজিক চেতনার মান নীচু, মননশীলতা, সংস্কৃতি ও বিবেক বোধ আচ্ছন্ন সে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন ব্যাহত হতে বাধ্য। এজন্য চাই গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা, সুস্থ সংস্কৃতি, গণশিক্ষা ও লোকশিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার। বহুকাল আগে আমাদের দেশে নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে মুখে মুখে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল যাতে জনচেতনা জাগ্রত হত। আজকাল রেডিও, টিভি, সিনেমা, সংবাদ পত্র, যাত্রা, ছবির প্রদর্শনী প্রভৃতি গণ প্রচারের যেসব মাধ্যম আছে সেগুলি কিন্তু সব সময়ে সুস্থ সংস্কৃতি প্রসারে সহায়ক না হয়ে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া এই সব প্রচার মাধ্যম গণশিক্ষা ও লোকশিক্ষার মাধ্যমে পরিণত হতে পারছে না। দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, অর্থনীতি তথা জাতীয় চরিত্রের উন্নয়ন সবকিছুর জন্যই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা প্রয়োজন। যে কোন আন্দোলনেই বলিষ্ঠ ও সুসংগঠিত জনমত প্রধান অস্ত্র এবং জাতীয় চরিত্র গঠনই উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

আমাদের দেশের সমস্যা অনেক। তীব্র অর্থনৈতিক সংকট, ভয়াবহ বেকার সমস্যা, জনসংখ্যার সমস্যা আবার এর সঙ্গে আছে নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং চিরাচরিত দারিদ্র্য। এর কোন একটি সমস্যাই অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। যে সমস্যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক যাই হোক না কেন জন চেতনা জাগ্রত না হলে এর প্রতিকার সম্ভব নয়। এই চেতনা জাগ্রত করতে জনসাধারণের প্রতিটি স্তরে, বিশেষ করে সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে নিশ্চিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন একান্ত জরুরী। পশ্চিমবঙ্গে যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে তা এই রাজ্যে সকল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রথম সোপান মাত্র। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে এখনও নিঃশুল্ক করা যায়নি। গ্রন্থাগার আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলন। সামাজিক এবং নৈতিক চেতনা জাগ্রত না হলে শুধু আইন করে এই আন্দোলনকে সফল করা যাবে না। এ আন্দোলনকে সফল করতে হলে গণচেতনার সঙ্গে গণশিক্ষার মিলন ঘটাতে হবে।

আমাদের পাবলিক লাইব্রেরীগুলির কর্মসূচী কি রকম হওয়া উচিত এবং সেজন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের কি করণীয় এজন্য নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন আছে। আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মসূচী বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্থির করা প্রয়োজন এবং এগুলির গুণগত বৈশিষ্ট থাকা প্রয়োজন। গতানুগতিক এবং অঙ্গসৌষ্ঠবশূন্য কর্মসূচী জনমানসে বিশেষ সাড়া জাগাতে পারে না। আবার সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে এবং অপসংস্কৃতি প্রভাব দূর করতে আমাদের কর্মসূচীগুলি সহায়ক হবে। আমাদের সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাগুলির বিকাশে লুপ্ত সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা পুনরুদ্ধারে এবং অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কার দূর করে প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রসার ঘটাতে জনসাধারণের গ্রন্থাগারকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগার জনসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয়। যে কোন লোক যাতে বিনা বাধায় সাধারণের গ্রন্থাগারে এসে পড়াশুনো করতে পারেন এবং গ্রন্থাগারের কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। জনসাধারণের গ্রন্থাগার হবে জনসাধারণের সাংস্কৃতি—কেন্দ্র ও মিলন স্থল। এখানে প্রতিটি মানুষের স্বশিক্ষা, আত্মোন্নতি এবং উপযুক্ত রূপে অবসর বিনোদনের সুযোগ থাকবে।

কিন্তু কাজটি সহজ নয়। শহরে ও গ্রামে গ্রন্থাগার খুলে বইপত্র সাজিয়ে রাখলেই যে কাজ হবে তা নয়। চাঁদার বাধা না থাকলেও যে গ্রন্থাগারে সবাই আসবেন একথা বলা

যায় না। গ্রন্থাগার কর্মীদের কর্মক্ষেত্র এবং পরিবেশ যে অনুকূল হবে একথাও বলা যায় না। তাঁদের কর্মধারাকে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

আমাদের দেশের সব অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন লোকের আবার পড়াশুনার অভ্যাস নাই। কোন রকমে একবার যাদের অক্ষরজ্ঞান হয়েছিল বা যাঁরা অল্প পড়াশুনা করেছিলেন চর্চার অভাবে তাঁরা লেখাপড়া ভুলে যান। অনেক শিক্ষিত লোকও বই পড়েন না বা বই পড়ার তাঁদের প্রয়োজন হয় না। এসবই আমাদের ত্রুটী পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার ফল যার ফলে স্বাধীনভাবে পাঠের কোন অভ্যাস গড়ে ওঠে না। আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগারে খবরের কাগজ এবং লঘু উপন্যাসের কিছু পাঠক পাওয়া যায় বটে অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের বইয়ের পাঠক নেই, আমাদের স্বেচ্ছাসেবী পাঠকও নেই।

প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন নিছেজগাভাবে চলে প্রথম প্রথম খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজকর্ম করার পর উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। তখন বাঁচিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়ে সক্রিয় হয়ে পড়ে। সরকারী আওতায়এলে সেগুলি যে হঠাৎ খুব ভালভাবে সক্রিয় হয়ে উঠবে সেগুলি আশা করা যায় না। এজন্য সচেতনভাবে সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিকদের অবশ্যই জনসংযোগ করার ক্ষমতা থাকা চাই। জন সংযোগের মাধ্যম এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা উন্নত হলে মানুষের চেতনাও বাড়বে। গরীব জনসাধারণের অধিকাংশেরই গ্রন্থাগারে এসে অবসর বিনোদনের সময় নেই। এদের শিশুরা পর্যন্ত স্কুলে না গিয়ে কাজে লেগে যায়। এরা গ্রন্থাগারে আসবে কখন। সুতরাং গ্রন্থাগারিককেই চেষ্টা করতে হবে তাদের কাছে পৌঁছাতে।

গ্রন্থাগার হবে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টার সহায়ক। নিরক্ষরতার বিরোধী অভিযানে ও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে সাধারণ গ্রন্থাগার হবে সহায়ক।

জীবিকা ও অর্থোপার্জনের সুযোগ-সন্ধান যদি গ্রন্থাগার থেকে মেলে তবে প্রয়োজনের তাগিদে লোকে গ্রন্থাগারে আসবেন। বেকার যুবক যুবতীদের কাজের সন্ধান, বৃত্তির সন্ধান কোথায় কি ধরণের ব্যবসা বা স্বনির্ভর বৃত্তি, অবলম্বনে সুযোগ আছে এবং ঐ ব্যাপারে সরকারী ঋণ কিভাবে পাওয়া যায়, খবর পেলে লোকে গ্রন্থাগারে আসবেন।

আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। চাষাবাদের খবর, আলু বেগুন প্রভৃতির ঘসা রোগের প্রতিকারের উপায়, ধান ঘুরপী গরু প্রভৃতির রোগের প্রতিষেধক এবং আরও হাজার রকম প্রয়োজনীয় খবরের উপর পত্র-পত্রিকা বা পুস্তক সম্পর্কে গ্রামবাসী আগ্রহান্বিত হতে পারেন। এসব তথ্য যে গ্রন্থাগারে পাওয়া যেতে পারে এ সম্বন্ধে প্রচার চাই। এজন্য জনসংযোগের বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্য নিতে হবে। হ্যাণ্ডবিল বা প্রাচীরপত্র, হাটে, বাজারে বা মেলায় প্রচার কার্যকরী হতে পারে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, সমাজ কর্মী, বুদ্ধিজীবি, জনপ্রতিনিধি সকলে একযোগে উদ্যোগী হলে গ্রন্থাগার অবশ্যই জনপ্রিয় হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যেসব জেলা শাখা রয়েছে তাঁদেরও উদ্যোগী হতে হবে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য। জেলায় জেলায় বই মেলা আলোচনা-চক্র ইত্যাদির মাধ্যমে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে হবে। তাছাড়া লোক সংস্কৃতি, লোক উৎসবের কর্মসূচীর মধ্যে গ্রন্থাগারের কর্মসূচীকে মিলিয়ে দিতে হবে।

বর্তমানে অধিকাংশ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির খোলার সময় দশটা-পাঁচটা করা হয়েছে। এই সময় সূচী অধিকাংশ চাকুরীজীবি ও চাষাবাদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে অনুকূল নয়। প্রয়োজন হলে এই সময় সূচী পরিবর্তন করে বারোটা থেকে সাতটা বা একটা থেকে আটটা করা যেতে পারে। আমাদের কর্মধারা কি করে আরও সফল হতে পারে সেজন্য স্থানীয় গ্রন্থাগারিকদের চিন্তা করতে হবে। কেননা, স্থানীয় সমস্যা সম্বন্ধে তাঁরাই জানবেন সবচেয়ে বেশী। মানুষের সঙ্গে কাজ করতে গেলে সেই মানুষগুলি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বাড়বে এবং সেই জ্ঞান সফলভাবে প্রয়োগ করেই গ্রন্থাগার সাফল্যলাভ করতে পারে। আমাদের কর্মসূচী কতটুকু কাজে লাগানো গেল সে সম্পর্কে মূল্যায়ণ হওয়া প্রয়োজন এবং কাজে না লাগাতে পারলে কেন পারা যায়নি তা সঠিক-ভাবে চিন্তা করে নতুন কর্মপদ্ধতি ঠিক করা প্রয়োজন। আন্তরিক প্রচেষ্টা ও বলিষ্ঠ কর্মপ্রেরণা ছাড়া সাফল্যলাভ সম্ভব নয়।

।। জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় ঃ গ্রন্থাগার ।।

গণশিক্ষার অন্যতম প্রয়োজনীয় মাধ্যম গ্রন্থাগার। তাই বামফ্রন্ট সরকারের সামগ্রিক শিক্ষানীতিতে গ্রন্থাগার উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শুধু দুষ্টিমেয় মানুষের নান্দনিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য নয়-শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য জীবিকাশ্রয়ী মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সবরকম সাহায্য করে আসছে।

গত ছ'বছরে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭৬২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৪১০ টি। এই সময়ে রাজ্য বাজেটে গ্রন্থাগার উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে মোট প্রায় ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। জেলা, মহকুমা এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির বার্ষিক অনুদান পাঁচহাজার, তিন হাজার এবং ছয়শত টাকার পরিবর্তে বাড়িয়ে যথাক্রমে পঞ্চাশ হাজার, দশ হাজার এবং চার হাজার টাকা করা হয়েছে।

১৯৭৯ সালে প্রবর্তিত গ্রন্থাগার আইন এবং পরবর্তীকালে এই আইনের কয়েকটি সংশোধনের মাধ্যমে গ্রন্থাগার গুলির সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গঠিত হয়েছে একটি পৃথক গ্রন্থাগার অধিকার এবং রাজ্য গ্রন্থাগার সংসদ।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকায় সাধারণ মানুষের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে। পাঠক সাধারণের সামাজিক চেতনা, জীবন ও জীবিকা ক্ষেত্রে জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করছে এই গ্রন্থাগারগুলি।

সমস্তরের মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান, জনগণের অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা জ্ঞানভাণ্ডার এই গ্রন্থাগার। অজানাকে জানার জন্য শিশুমনের অপরিসীম আগ্রহের কথা স্মরণ রেখে রাজ্য সরকার সম্প্রতি প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮৩৭ টি পাঠাগারে শিশুদের স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে। শিশুদের জন্য এরকম ব্যবস্থা ভারতবর্ষে অভিনব।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে সমাজসেবী মানুষের উপর এক গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে গ্রন্থাগারের সঠিক ব্যবহারের সাহায্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সম্ভাবনাকে সার্থক করে তুলুন।

।। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ।।

গবেষণাকার্যে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

—গোবিন্দ গোপাল চৌধুরী

ভূমিকা :

আমাদের চারপাশে বর্তমান জ্ঞানবহুলশীল জ্ঞানের জগতে সকল বিষয়ের গবেষণা কার্য আজো একটি বিশেষ স্থান ও গুরুত্ব লাভ করেছে। এটা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে, জ্ঞানের বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে সুসমঞ্জস গবেষণাই হ'ল মানবসভ্যতার বিকাশের একমাত্র পথ। এই গবেষণা কার্যকে নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং তাকে বাস্তব রূপদান করার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের এক চরম অবদান রয়েছে। আজকের দিনে গ্রন্থাগার গুলিকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন সর্ববিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে সে যথা-সাধ্য সাহায্য করতে পারে।

১ গবেষণা কি ?

গবেষণা (Research) শব্দটি বিভিন্ন রকমে ব্যাখ্যা করা যায়। সহজভাবে বলতে গেলে গবেষণা হ'ল— "a search as a critical and exhaustive enquiry directed towards the extension or modification of knowledge (Susheela Kumar) অর্থাৎ কোন বিষয়কে আরও সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করার জন্য বা বিষয়টি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে পরিবর্তিত করার জন্য বিষয়টির উপর সামগ্রিক অনুসন্ধান চালানোই হ'ল গবেষণা, গবেষণার কাজ চালানো হয় সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কোন সরকারী অনুমোদিত বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অথবা কোন বিজ্ঞান বা বাণিজ্যিক সংস্থায়। যাই হোক, গবেষণার যে উপযোগীতামূলক (Utilitarian) উদ্দেশ্য তা সব ক্ষেত্রেই বর্তমান থাকে।

২ সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

যে কোন গবেষকের কাছে সময় হ'ল অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়। এটা দেখা গেছে, বিজ্ঞান বিষয়ের কোন গবেষকের গবেষণাকার্যে নিয়োজিত মোট সময়ের শতকরা চল্লিশভাগ ব্যয় করতে হয় গ্রন্থাগারে। এই মূল্যবান সময়ের শতকরা পঁচাত্তরভাগ সময়ের সাশ্রয় ঘটাতে পারেন গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মীকুল। শুধুমাত্র বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যাতেই নয়, যে কোন বিষয়ের উপর কাযরত গবেষককেই গ্রন্থাগারে একটি নির্দিষ্ট সময় কাটাতে হয়। কেবলমাত্র মূল্যবান সময় সাশ্রয়ই নয়, গ্রন্থাগারের সহায়তা ব্যতিরেকে সংমিশ্রিত বিষয় সমূহ (Inter disciplinary subjects সম্পর্কে জানা, সাম্প্রতিককালের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য সম্পর্কে অবহিত থাকা কোন গবেষকের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তাঁকে অবশ্যই গ্রন্থাগারের এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের সাহায্য নিতে হয়, কেননা তাঁরা এইসব পত্রের জগতের সঙ্গে ওতঃ প্রোতভাবে জড়িত থাকেন।

৩ কি ধরণের সাহায্য গবেষকরা আশা করতে পারেন

একজন গবেষক গ্রন্থাগার বা তার কর্মীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরণের সহায়তা আশা করতে পারেন।

৩১ কোন একজন গবেষক তাঁর গবেষণার বিষয়ের উপযুক্তপ্রয়োজনীয় মূল পুস্তকাদি (background materials) সমূহ চাইতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিগত দশ পনের বছরের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তকাদি এই প্রয়োজন মেটাতে পারে। কখনও এই সময়সীমা আরও অনেক বেশী হতে পারে ; বিশেষতঃ যখন ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি গবেষণার বিষয়বস্তু হয়।

৩২ সাম্প্রতিককালের প্রকাশিত পত্রপত্রিকাসমূহ গবেষণা কার্যের বিশেষ উপকারে আসে, সে জন্য গবেষকরা গ্রন্থাগারের সাহায্য প্রার্থী হন।

৩.৩ গবেষকগণ এমন কতগুলি প্রয়োজনীয় বস্তু (too) আশা করেন যেগুলি তাঁদের কাজে অত্যন্ত সহায়ক। এই সমস্ত tool এর মধ্যে আছে গ্রন্থসূচী, গ্রন্থপঞ্জী, সংক্ষিপ্তসার সমাচার, গ্রন্থসমালোচনা (book review) প্রভৃতি।

৩.৪ মূল গবেষণার বিষয় ছাড়াও গবেষকগণ তাঁদের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সম্পর্কেও পড়তে চান। এক্ষেত্রে তাঁদের কাজে গ্রন্থাগার কর্মীগণ সহায়তা করেন।

৪ সহায়তা কর্মের সমস্যা

গ্রন্থাগার হ'ল তথ্য সরবরাহের একটি মূল কেন্দ্র। কোন গ্রন্থাগার যখন গবেষণা কার্যে সহায়তা করতে অগ্রসর হয় তখন মূল যেসমস্যাগুলি পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হ'ল—

৪.১ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সীমিত সংখ্যা;

৪.২ গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার উপযুক্ত সংরক্ষণ ও সরবরাহ জনিত সমস্যা;

৪.৩ গবেষণাকার্যে সহায়তা করার মত দক্ষ কর্মীর অপ্রতুলতা;

৪.৪ সাহিত্য প্রকাশনার দ্রুতহার (literature explosion);

৪.৫ প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, প্রভৃতি।

এই সমস্ত কারণে, কোন একটি গ্রন্থাগারের একার পক্ষে গবেষণাকার্যে সহায়তা করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকার্যে সুষ্ঠু ও প্রকৃত সহায়তা দানের জন্য প্রয়োজন একটি information network গড়ে তোলা। এই network-এর অন্তর্গত গ্রন্থাগারসমূহ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে গবেষণাকার্যে প্রকৃত সহায়তা দান করতে সক্ষম হবে।

৫ গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা

কোন একজন গবেষককে তাঁর গবেষণাকার্যে সহায়তা দান করতে গেলে গ্রন্থাগারিকের প্রথম কাজ হ'ল তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ও মূল প্রয়োজন গুলি জেনে নেওয়া। এরপর তিনি ধাপে ধাপে তাঁর সহায়তা কার্যে অগ্রসর হতে পারেন। গবেষণার কাজে গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মিরা যে ধরণের সহায়তা করতে পারেন সেগুলি হল—

৫.১ গ্রন্থাগারের সাথে পরিচিতি (Initiation with the library)

গ্রন্থাগারিকের প্রথম কাজ হ'ল গবেষককে গ্রন্থাগার, তার বিভিন্ন বিভাগ এবং ব্যবহৃত tool গুলির সাথে অবহিত করে দেওয়া। এছাড়া গ্রন্থাগারের যে বিভাগ গুলি গবেষণাকার্যে অধিকভাবে ব্যবহৃত হবে, যেমন—রেফারেন্স, সিলিয়ডিক্যাল প্রভৃতি বিভাগ সম্পর্কেও গবেষককে পরিচিত করে দেওয়া; সহজ ও স্বাভাবিকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এই পরিচিতি গবেষককে সাহায্য করে।

৫.২ পরিগ্রহণ সূচী (Accession list) প্রভৃতি সরবরাহ

গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য হ'ল গ্রন্থাগারে গবেষণার অন্তর্গত বিষয়ের উপর মোট সংগৃহীত পুস্তকাদি সম্পর্কে গবেষককে অবহিত করা। পরিগ্রহণ সূচী, সংগৃহীত পত্রপত্রিকার তালিকা প্রভৃতি সরবরাহের মাধ্যমে এই কাজ করা যেতে পারে।

৫.৩ তথ্যের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে অবহিত করেন (Provision of the Sources of Information)

গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্ব হ'ল প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহের উৎস সম্পর্কে গবেষককে অবহিত করা এই উৎসগুলির মধ্যে আছে কোষগ্রন্থসমূহ, গ্রন্থপঞ্জী, ধারাবাহিক ও সাময়িক পত্রসূচী প্রভৃতি।

৫.৪ পত্রিকা সরবরাহ ও পত্রিকাসূচী প্রস্তুত করণ (Circulation of periodicals and preparation of documentation lists

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের চতুর্থ সূত্র অনুযায়ী, গবেষকদের সময় বাঁচানো গ্রন্থাগারিকের একটি অন্যতম কর্তব্য। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির (articles) মধ্যে যেগুলি গবেষণা কার্যের সহায়ক সেগুলিকে

গবেষকের সামনে উপস্থাপিত করা হ'ল গ্রন্থাগারিকের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। কোন একটি বিষয়ের উপর প্রকাশিত তথ্যাবলীর উপর কখনও কখনও একটি 'Current awareness list' প্রস্তুত করে গ্রন্থাগারিক গবেষণা কার্যে বিশেষ সহায়তা করেন। গবেষণা কার্যের উপযোগী প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর উপর 'Documentation list' তৈরী করে দেওয়াও গ্রন্থাগারিকের একটি বিশেষ কাজ। এগুলি গবেষণার বিষয়ের উপর প্রকাশিত সাম্প্রতিককালের সবরকমের প্রবন্ধাবলী (articles) সম্পর্কে গবেষককে অবহিত করে।

৫.৫ Micro Information Service

'Documentation liste' প্রস্তুতকরণের পর গ্রন্থাগারিক যদি মনে করেন তবে তিনি ঐগুলির একটি নির্ঘেশিকা (index) প্রস্তুত করেন। একে Micro-information Service বলা হয়। যখন কোন একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর কোন গ্রন্থের উত্থাপন হয় তখন এই সার্ভিসের সহায়তায় গ্রন্থাগারিক তার উপর আলোক পাত করেন।

৫.৬ নির্বাচিত তথ্য পরিবেশন (Selective dissemination of information)

গ্রন্থাগারিক গবেষকের প্রয়োজন অনুযায়ী সরাসরি তাঁকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাকে 'নির্বাচিত তথ্য পরিবেশন' বলা হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাচিত তথ্যের পরিবেশন গবেষকের মূল্যবান সময়ের অনেকটাই সাশ্রয় করে।

৫.৭ সংক্ষিপ্তসার সমাচার (Abstracts bulletin)

অভিজ্ঞ ও দক্ষ গ্রন্থাগারিকগণ কখনও কখনও কোন একটি বিষয়ের উপর প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করেন এবং 'সংক্ষিপ্তসার সমাচার' হিসাবে গবেষককে প্রেরণ করেন। যে সকল প্রকাশিত সংক্ষিপ্তসার (Published abstracts) গ্রন্থাগারে আসে সেগুলির প্রকাশনায় দীর্ঘসূত্রতাকে দূর করতেই এই সংক্ষিপ্তসার সমাচার' প্রস্তুত করা হয়।

৫.৮ State of the art and trend reports

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক নিজে কোন সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর (Micro thought) State of the art report বা trend report প্রস্তুত করেন। এটি এক নজরে গবেষককে জানিয়ে দেয়, তার বিষয়ের উপর সমসাময়িক কতখানি অগ্রগতি হচ্ছে এবং তা কিভাবে হচ্ছে।

৫.৯ Referral Service

কোন কোন বিষয়ের উপর উত্থাপিত প্রশ্নাদি গ্রন্থাগারের সংগৃহীত উৎসের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব হয়না। বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ সংস্থার মাধ্যমে এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে, গ্রন্থাগারিককে ঐ সকল বিশেষজ্ঞের বা সংস্থার একটি সূচী তৈরীকরে রাখতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থাগারিক এই সকল ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে গবেষককে পাঠাতে পারেন। এই কাজকে 'referral service বলা হয়।

৫.১০ প্রতিলিপি প্রস্তুতকরণ: Reprographic Services:

Reprography বা photographic reproduction হল গ্রন্থাগারের একটি অন্যতম কাজ। গবেষকরা কতগুলি বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ বা document চান সেগুলি কোন বিশেষ কারণে সরাসরি তাঁদের হাতে অর্পণ করা যায় না। তখন reprographic service-এর মাধ্যমে ঐগুলির প্রতিলিপি প্রস্তুত করে দেওয়া হয়। গবেষণার কাজে এই ধরণের সার্ভিসের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। Ashworth বলেছেন—"The value of reprography obviously lies in the fact that it brings to the research workers materials, is by location or rarity, not available to them in any more satisfactory form."

এক্ষেত্রে একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বড় বড় গ্রন্থাগার ছাড়া এই ধরণের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি বা দক্ষ কর্মীর ব্যবস্থা কোন একটি সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে, গ্রন্থাগারিককে অন্য গ্রন্থাগার বা কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হতে হয়।

৬ উপসংহার :

পরিশেষে এটা বলা যায় যে, কোন গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ হল গবেষক এবং প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান এই দুই এর মধ্যে মাধ্যম হিসাবে কাজ করা। গ্রন্থাগারগুলির কাজের ধারা এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে গবেষকের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষা হয় এবং সর্বসাধারণের মঙ্গল হয়। জ্ঞান হ'ল একটি বিশ্বজনীন বিষয়। সুতরাং জ্ঞান কখনোই কোন একটি বিশেষ ব্যক্তির, সমষ্টির বা ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র হিসাবে, গ্রন্থাগারগুলিকে আজকের এই দ্রুতপরিবর্তনশীল সংবাদ ও জ্ঞান প্রবাহের সঙ্গে অবশ্যই তাল মিলিয়ে চলতে হবে। এটা লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে কোন চিন্তা বা ধ্যান ধারণাই পুঁথি পত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয় এবং তার নীতিগুলি মানব কল্যাণের কাজে নিয়োজিত হয়।

অনুপূরক পাঠ্য তালিকা

1. Kumar, Sushcela. Reference Service : an aid to research. University of Mysore. 1974.
2. —Changing concepts of reference service. Delhi : Vikas publising. 1971.
3. Mukherjee, A. K. Reference work and its tools. 3rd. ed. Calcutta, World Press. 1975.
4. Venkatlah, M. The role of Public libraries in modren Society. Indian Library movement. 3 (1). 1976. 13—15
5. Chatterjee, Amitabha. Elements of documentation. Calcutta, 1983.
6. দীপককুমার রায় ও ভবানীপ্রসাদ ঘোষ। রেফারেন্স সার্ভিস প্রসঙ্গ। কলিকাতা, পুস্তকবার্গ, ১৯৮৩

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিম্নলিখিত পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যাচ্ছে।

বাঁধানো : প্রতি খণ্ড—৩০·০০ টাকা

মোড়া : প্রতি খণ্ড—২০·০০ টাকা

১৪ বর্ষ (১৩৭১), ১৫ বর্ষ (১৩৭২)
১৭ বর্ষ (১৩৭৪), ১৮ বর্ষ (১৩৭৫)
২৪ বর্ষ (১৩৮১), ২৫ বর্ষ (১৩৮২)
২৬ বর্ষ (১৩৮৩), ৩০ বর্ষ (১৩৮৭)
৩১ বর্ষ (১৩৮৮)

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি অসম্পূর্ণ। যে যে সংখ্যাগুলি নেই বা কম আছে সেগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হ'ল।

১১ বর্ষ, ১৩৫৮ (বৈশাখ)
১২ বর্ষ, ১৩৬৯ (জ্যৈষ্ঠ)
১৩ বর্ষ, ১৩৭০ (ফাল্গুন, চৈত্র)
১৬ বর্ষ, ১৩৭৩ (অগ্রহায়ণ)
১৯ বর্ষ, ১৩৭৬ (জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন)
২০ বর্ষ, ১৩৭৭ (বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক)
২১ বর্ষ, ১৩৭৮ (জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র)
২২ বর্ষ, ১৩৭৯ (ভাদ্র, চৈত্র)
২৭ বর্ষ, ১৩৮৪ (পৌষ, ফাল্গুন)
২৮ বর্ষ, ১৩৮৫ (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ)

যদি কেউ খণ্ড হিসাবে পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান তাহলে ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি ফটোকপি করে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে পৃথক মূল্য প্রদেয়।

যদি কোন সদস্য উপরিউক্ত ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি পরিষদে দান করেন তবে সেগুলি সাদরে গৃহীত হবে।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার পত্রিকা

।। প্রথম জাতীয় শিশু বইমেলা ।।

অসিতাভ দাস

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে "বড়ো বড়ো গাল ভরা ভরা কথাই কবিরা বড়ো করে বলেন—যে কচি পাতাগুলো বন জুড়ে কোলাহল করে তাদের স্থান রাখেন অল্পই। ...ক্রিয়াকর্মের দিনে পাড়ার বুড়ো বুড়ো কর্তারা তাঁরা গলা চাকড়াক করে, কিন্তু উৎসব জমে ওঠে শিশুদের কলরবে"। এইকলরবের কথাই মনে রেখে, শীত যখন আসব আসব করছে, তখন নভেম্বর ৪ থেকে ১৪ কলকাতা ময়দানে হয়ে গেল সারা ভারতে প্রথম জাতীয় শিশু বই মেলা। যদিও মেলা শুরু হয়েছিল ৪ নভেম্বর থেকে, কিন্তু ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলার উদ্বোধন হয় ৬ই নভেম্বর বিকালে। মেলার উদ্বোধন করেন প্রধান কবি ও বাংলার অন্যতম শিশু সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী, বিশিষ্ট কবিও প্রাবন্ধিক ডঃ অশোক মিত্র।

বইমেলার উদ্বোধন করে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন, শিশুদের জন্য এ ধরনের বইমেলা একটা স্মরনীয় ঘটনা। এ ঘটনা ইতিহাসে লিখে রাখার মত। বিভিন্ন বিষয়ের এবং নানান ধরণের বই এক জায়গায় এক সঙ্গে শিশুদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা আগে হয়নি। শ্রীমিত্র ভারত সরকার ও জাতীয় পুস্তক সংস্থাকে শিশু সাহিত্য সম্প্রসারণে যত্নবান হতে আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ডঃ অশোক মিত্র শিশুদের জন্য এ ধরণের একটা বিরাট বই মেলার আয়োজন করার জন্য উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করে বলেন, কলকাতার ছেলেমেয়েদের অনেক সুযোগ সুবিধা আছে। কিন্তু গ্রামের শিশুরা এইসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত। গ্রামে এ ধরণের বইমেলা করলে গ্রামের ছেলে মেয়েরাও বই পড়া ও বই মেলাতে উৎসাহী হবে। তিনি আরও বলেন, বই মানে জ্ঞান ও মনের বিকাশ। শিশুরা শুধু নয়, বড়রাও এই মেলা থেকে মনের খোরাক পাবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শিশুদের নিয়ে বই মেলা আমাদের দেশে আগে দু'বার হয়ে গেছে। দুটো মেলাই বসেছিল আমাদের দেশের রাজধানী নয়াদিল্লীতে। প্রথম হয় ১৯৭৯ সালে। চিলড্রেন বুক ট্রাষ্ট আয়োজিত আন্তর্জাতিক শিশু গ্রন্থ মেলা সকলের প্রকৃত প্রশংসা অর্জন করেছিল। এর সম্মানে একটা ডাকটিকিটও প্রকাশ করা হয়েছিল। দ্বিতীয়বার, গতবছর রাজধানীর তিনমূর্তি ভবনে দেশ বিদেশের প্রায় ২১০০টি শিশু গ্রন্থের প্রদর্শনী হয়েছিল। প্রায় ২০টি বিদেশী রাষ্ট্র তাদের পুস্তকসম্ভার নিয়ে এই মেলায় যোগদান করেছিল। তবে প্রথম জাতীয় শিশু বইমেলার আয়োজন করার দুর্লভ সম্মান আমাদের কলকাতার ভাগ্যেই জুটল।

ভারত সরকারের প্রকাশন সংস্থা ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট প্রথম জাতীয় শিশু বইমেলার আয়োজন করে যথেষ্ট সম্মান ও প্রশংসা কুড়িয়েছেন। বই পাগল কলকাতা শহরে প্রথম জাতীয় বই মেলা করে তাঁরা যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সময় নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের একেবারেই প্রশংসা করা যায় না। বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়ের বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য এই মেলা থেকে তাদের নিজেদের বঞ্চিত করতে বাধ্য হল। যারা বা এলো, তাদের অনেকে যেন 'বুড়ি ছোঁয়া' করে মেলা দেখে গেল। অথচ একটু ভাবনা চিন্তা করে উপযুক্ত সময় বেছে নিলে এ মেলা অনেক বেশী সফল হতে পারত।

ছোটদের এই বইমেলা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্টকে সাতলক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল। একশো বইয়ের স্টল ছিল এই মেলার অন্যতম

আকর্ষণ। ভারতের নানান দিকের নানান ভাষায় প্রকাশিত বইগুলো প্রকাশকরা সুন্দর করে সাজিয়ে সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। আর একটা জিনিস হল লক্ষ্যণীয়। এখানের মেলায় প্রত্যেকটি ষ্টল একই রকম দেখতে। তফাতের মধ্যে এই, কোন ষ্টল আকারে বড় বা কোনটা ছোট। এই একরকম ষ্টল ছাড়াও আরো জন করা হয়েছিল তিনটি প্রদর্শনী মণ্ডপের। বলা বাহুল্য, ঐ মণ্ডপ গুলোতে রাখা বইগুলো, বিক্রির জন্য রাখা হয় নি. রাখা হয়েছিল শুধু দেখবার জন্য। একটি মণ্ডপে প্রদর্শিত হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচিত পাঁচ হাজার শিশু গ্রন্থ। আর একটি মণ্ডপে, যেটাকে বলা যেতে পারে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী মণ্ডপ, সেই মণ্ডপে রাখা হয়েছিল আয়ার ল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, কিউবা, জার্মান, আমেরিকা, চীন, ঘানা, যুগোস্লোভিয়া, মরিসাস প্রভৃতি প্রায় ২০টি বিদেশী রাষ্ট্রের কিছু নির্বাচিত বই। এর মধ্যে রয়েছে বারণ রাকশ সব ছবিওয়ালা বই, যে গুলো শিশুদের প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করছিল। জর্মান ভাষায় ছোটদের জন্য রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদও এই মণ্ডপে স্থান পেয়েছিল। তৃতীয় মণ্ডপটিতে ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্টের ২৫ বছর পূর্তিতে বিশেষ প্রদর্শনী।

এই মেলায় ছোটদের উপযোগী সিনেমা, নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখানো হয়েছিল বিনামূল্যে। মেলা প্রাঙ্গনে পুতুল ও অন্যান্য কারুকলার কাজ হাতে-কলমে শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মেলা প্রাঙ্গণের বাইরে, রাজারফোর্ড ষ্ট্রীটে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সার্কিট হাউসে তিনদিন ব্যাপী সেমিনার বসেছিল ছোটদের বই এবং ছোটদের বিষয়ে। অংশ নেন পূর্ব ভারতের মোট নয়জন শিশু সাহিত্যিক। এই আলোচনা চক্রে অবশ্য বাইরের কোন উৎসুক শ্রোতার প্রবেশাধিকার ছিল না। কেবল ঐ নয়জনই একাধারে বক্তা এবং শ্রোতা।

আনুষ্ঠানিক হিসাব অনুযায়ী, মেলাটিতে প্রথম সাত দিনে পঞ্চাশটার মোজ এসেছেন বয়স্ক নরনারী পাঁচ হাজার জন এবং শিশুরা প্রায় দশ হাজার জন। মেলার শেষ চারদিনে তীব্র আরো বেশী হয়েছে। শিশুদের জন্য কোন প্রদর্শনী ব্যবস্থা ছিল না। ইংরাজী বইয়ের বিক্রি অন্যান্য ভাষার প্রকাশিত বইয়ের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। বিদেশ থেকে আমদানী ইংরাজী বইয়ের গুণগত উৎকর্ষতার কথা সকলেরই জানা। ছবি, মুদ্রণ, কাগজ, বাঁধাই অনেক উন্নত ধরনের। বিভিন্ন ভাষাভাষীর দর্শক থাকার ফলে ইংরাজী বইয়ের চাহিদা আরো বেড়ে গিয়ে ছিল। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী শিশু সাহিত্য প্রকাশিত হয় ব্রিটেনে প্রায় আট হাজার। রাশিয়াতে প্রকাশিত হয় বছরে প্রায় তিন হাজার তিনশতর মত ছোটদের বই।

বাংলা বইয়ের বাজার তাই বলে খুব একটা খারাপ ছিলনা। বহু দর্শক বাংলা বই কিনেছে তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য নামী নামী লেখকের বাংলা বই হাতে হাতে ঘুরেছে। বাংলা বইয়ের নামী প্রকাশকরা যোগ দিয়ে ছিল এই মেলায়। যাঁরা, নানাকারনে আসতে পারেননি, তাঁরাও পাঠিয়েছিলেন তাঁদের বই এই মেলায় অংশগ্রহন কারী পুস্তক বিক্রেতাদের মারফৎ। সুতরাং বলা চলে, ছোটদের বাংলা বইয়ের বাজার কেমন তার এক সামগ্রিক চেহারা স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল মেলাটির মাধ্যমে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এই শিশু বই মেলার জন্য বিনামূল্যে জমি দিয়ে নিশ্চয় ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। মেলার প্রথম দিনে ন্যাশানাল বুক ট্রাষ্টের ২টি বই প্রকাশিত হয়। একটি হলো সমর চট্টোপাধ্যায় সংকলিত "ছোটদের বাংলা নাটক সঙ্কলন" এবং অপরটি সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "হরিনাথ দে"। এছাড়া মেলা চলা কালীন বাংলা শিশু সাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হয় ও পুর্নমুদ্রণ হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দীর্ঘদিনের দাবী "শিশুদের জন্য গ্রন্থাগার চাই" : দাবীটিকে আরও সুদৃঢ় ও মজবুত করে তুলল কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় শিশু বইমেলা।

উনত্রিংশতিতম সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় গত ৫ই থেকে ৯ই ডিসেম্বর১৯৮৩ তারিখে, উনত্রিংশতিতম সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের মনসাগঙ্গোত্রীস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াও দশটি ভাগে বিভক্ত ছিল। তার মধ্যে একটি অধিবেশন ৮ই ডিসেম্বর ৮৩ তারিখে সকাল ৯-৩০ মি থেকে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান হিসাবে প্রতিপালিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে এই সম্মেলন শ্রীসত্যব্রত সেন প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেছিলেন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কর্ণাটকের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীবি রাচ্চাইয়া ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী কে এস হেগড়ে উপস্থিত থেকে ও ভাষণ দিয়ে সকলের মন জয় করে নেন। এই সময় প্রায় ৩৫০ প্রতিনিধিসহ দু সহস্র জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়কে আটটি ভাগে বিভক্ত করে অনুষ্ঠানগুলি চলে। তাতে আলোচনার সময় পাওয়া গেছে খুব কম এবং সুচিন্তিত ও প্রতিনিধি মূলক উপসংহারে আসার সুযোগ ছিল কম। ভারতের সাধারণ গ্রন্থাগার বিষয়ক অনুষ্ঠানে তো বিক্ষোভ খুব গভীরতা প্রাপ্ত বলে মনে হয়।

বহুতথ্যপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী অধিবেশন হয়েছিল, সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান, এই অধিবেশনে, ইংলণ্ডের লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, আমেরিকার লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, নেপাল লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, শ্রীলঙ্কা লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, ইফলার প্রতিনিধি,বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, অন্ধ্রদেশ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, উত্তর প্রদেশ লাইব্রেরী, এ্যাসোসিয়েশন, দিল্লী লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, রাজস্থান লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের পক্ষ থেকে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শুভকামনা জানানো হয়।

এই অধিবেশনে, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, যা কে সমাজের প্রথম গ্রন্থাগার তথা তথ্যকেন্দ্র হিসাবে বর্ণনা করেন এবং বলেন সমাজে একটি সাধারণের গ্রন্থাগার সমাজমাতা। অতএব প্রত্যেক ছোটবড় মফস্বল সমাজে, একটি পানীয় জলের কল, প্রাথমিক স্কুল যেমন প্রয়োজন তেমনি একটি গ্রন্থাগার ও প্রয়োজন। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সেদিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পরিচালনা করুন সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

এই সম্মেলনে একটি অধিবেশন নিয়োজিত ছিল পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য, এই সাধারণ সভায় শ্রীগিরিজাকুমার ও শ্রীপরধানা যথাক্রমে পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

প্রতিবেদক : সত্যব্রত সেন

সংজ্ঞাতা

প্রকাশিত ও পরিবেশিত কয়েকটি বই

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

১ কারার ফুল (সন্ধ্যামালতী) প্রথম স্তবক ৮ টাকা

২ " (রক্তজবা) ২য় " ৫ টাকা

(একত্রে ১৩ টাকা)

বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

১ Essays in Social Reconstruction Rs. 25

২ The Practice of Freedom Rs. 40

৩ MEN AND EVENTS Rs. 70

৪ লোকশক্তির উন্মেষ ২০ টাকা

বিঃ দ্রঃ অগ্রিম টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল লাগিবে না।

২, প্রাইভেট রোড, যাদবপুর কলি—৩২

পরিষদ কথা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ—বসিরহাট মহকুমা শাখা

গত ৭ই আগষ্ট ১৯৮৩ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বসিরহাট মহকুমা শাখার প্রস্তুতি কমিটির আহ্বানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাংগঠনিক দায়িত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন পরিষদের ২৪-পরগণা জেলার সম্পাদক প্রবীর দে। উক্ত সভায় বসিরহাট শাখার ১৫ জন সদস্য বিশিষ্ট এক কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। হিমাংশু জোতদার ও আব্দুল মজিদ যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। নব নির্বাচিত কমিটি জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, পরিষদের কর্মসূচী জনগণের সামনে তুলে ধরা এবং ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : কুচবিহার জেলা শাখা

গত ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৮৩ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কুচবিহার জেলা শাখার ১০ম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডঃ দিবীজয় দে সরকার, ডঃ অশ্বিনী পাল এবং কালীনাথ ভট্টাচার্যকে নিয়ে এক সভাপতি মণ্ডলী গঠিত হয়। জীতেন নন্দী, রঞ্জন বক্সী ও গোপাল সরকারকে নিয়ে এক ষ্টীয়ারিং কমিটি গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে রঞ্জিত কুমার মিত্র উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন ডঃ অশ্বিনী পাল। রঞ্জিত মিত্র তাঁর ভাষণে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার পরিষদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন কি ভাবে করতে হবে সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী সম্পাদক জীতেন নন্দী। প্রতিবেদনের উপর বিভিন্ন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। ডঃ দিবীজয় দে সরকার ও জীতেন নন্দীকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত করে মোট ১১ জন সদস্যের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। সভাশেষে দিবীজয় দে সরকার সকল প্রতিনিধিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার কাজ শেষ করেন।

পরিষদ ভবনে বিদেশী গ্রন্থাগার প্রতিনিধিবৃন্দের আগমন

১। গত ২২শে নভেম্বর ১৯৮৩, মঙ্গলবার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে সোভিয়েত রাশিয়া (USSR) হইতে ৩১ জনের ও গ্রন্থাগার সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিবৃন্দ পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি ফণিভূষণ রায়। আলোচনাচক্রে সোভিয়েত রাশিয়ার একজন গ্রন্থাগারিক সে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ইহা ছাড়াও সেদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কেও বক্তব্য রাখেন। তিনি রুশ ভাষায় বক্তব্য রাখেন এবং একজন দোভাষীর সাহায্যে তাহা ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়।

২। গত ৩০শে নভেম্বর, ১৯৮৩ বুধবার মিউার দারিক আলি মোকাবেল, ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ডিপ্লমেটিক রিপাবলিক অফ ইয়েমেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে উপস্থিত হন। তিনি তাঁদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কি রকম সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যদিও তাঁদের শিক্ষিত লোকসংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম, উচ্চশিক্ষার জন্য তাদের দেশের অনেককেই বিদেশে পাড়ি দিতে হয়। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে।

প্রতিবেদক : গৌতম গোস্বামী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
কলিকাতা - ১৪

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সাইন্টিফিক ডকুমেন্টেশন সেন্টারের (ইন্সডক(INSDOC) নতুন দিল্লীর সাইন্টিষ্ট ও অধ্যাপক এ এস রায়-আদা গত ৭ই নভেম্বর ১৯৮৩ তারিখে অকস্মাৎ পরলোক গমন করেছেন। বিগত প্রায় দুই যুগের উপর তিনি নানা ভাবে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিস্তার উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যুতে তাঁর আত্মার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

রামকৃষ্ণ সাহা
সাধারণ কর্মসচিব

গ্রন্থাগার সংবাদ

শশধর পাঠাগার

সখচর, ২৪পরগনা

গত ২৫-১-৮০ শশধর পাঠাগার, সুখচর—এর বার্ষিক সভায় ডাঃ সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১৯৮০-৮৪ সালের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। উক্ত সভায় সম্পাদক শ্রীরমেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত বৎসরের কার্য বিবরণী পেশ করেন।

কার্যকরী সমিতিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৮০-৮৪ সালের জন্য নির্বাচিত হন—

১। শ্রীবিজয় কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—(সভাপতি)। ২। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টোপাধ্যায়—(সহঃ সভাপতি।) ৩। রমেন চট্টোপাধ্যায়—(সম্পাদক।) ৪। শ্রীসৌমেন্দ্র বিশ্বাস—(সহঃ সম্পাদক।) ৫। শ্রীসরোজ চৌধুরী—(সংস্কৃতি সম্পাদক।) ৬। শ্রীসনাতন দাস—(কোষাধ্যক্ষ।) ৭। শ্রী পরিমল পাল—(গ্রন্থাগারিক।) ৮। শ্রীহেমন্ত চক্রবর্তী—(সহঃ গ্রন্থাগারিক।) ৯। শ্রীসুবীর কুমার খাঁ—(কিশোর তারতি সম্পাদক।) ১০। শ্রীসাধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(কার্যকরী সমিতি সদস্য।)

মুর্শিদাবাদ

বালিয়া মেঠাজী সঙ্ঘ, বালিয়া

১৫ই আগষ্ট, ১৯৮৩ তারিখে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর কবিগুরুর শতবর্ষের ১০৭ তম জন্ম জয়ন্তী পালন করাহয়।

২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর ১১৫তম জন্মদিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন শচীনন্দন সাহা।

॥ কলিকাতা ॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার

৬৮ গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭

"বিগত ২১শে জুলাই ১৯৮৩ পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগারের ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুদ্রণ ও লেখাসাধন নিয়ামক শ্রীপ্রণব প্রসন্ন বিশ্বাস, আই পি এস, মহাশয়ের সভাপতিত্বে গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। প্রারম্ভে সম্পাদক মদন দাস গুরুর অকালবিয়োগে তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় দুই মিনিট নীরবতা পালিত হয়। সর্বশ্রী সজল দাস, অমিত সেনশর্মা, বিজয় বসুরায়, হরেকৃষ্ণ ঘোষ, নিত্যেশ্বর বসু, অশোক ঘোষ, ভক্তি মুখার্জি ও বিবেন্দু দাসগুপ্ত প্রমুখ সভ্যবৃন্দ গ্রন্থাগারের উন্নতি সাধন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন বা প্রস্তাব রাখেন এবং কার্যনির্বাহক সমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে ব্যবস্থাপক সম্পাদক শ্রীনির্মল নাথ এবং গ্রন্থাগার সভাপতি শ্রীবিশ্বনাথ দাস সেগুলির যথাযথ উত্তর দেন। মুদ্রিত পুস্তকতালিকা, টেক্‌স্‌টবুক শাখা এবং সরকার হতে সর্বসমক্ষের জন্য শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক ও চতুর্থ শ্রেণীর একজন কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলি ছিল তাহাদের বক্তব্যের মূলকথা।

অতঃপর ১৯৮৩-৮৪ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন : সর্বশ্রী যমুনা প্রসাদ কর্মকার, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভট্টাচার্য, বরুণ কুমার সরকার বিশ্বজন বারেক, সুধীর কুমার মল্লিক, রঘুনাথ দে, শম্ভুনাথ মোদকাণী, অশোক ঘোষ, জ্যোতি প্রকাশ বসু, প্রতুল গুহ চৌধুরী, সুকুমার পুরকাইত, শান্তিনাথ দে, কালীপদ দাস, যাদব দত্ত ও জুবেদ খান্না।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় ৮, ০০০ এর উপর পুস্তক সম্বলিত তাদের বৈশিষ্ট্যে ঐতিহ্যপূর্ণ এরূপ অফিস গ্রন্থাগারের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন এবং গ্রন্থাগারের অন্যতম সভ্য শ্রী রঞ্জিত চক্রবর্তী র লেখা "দ্বারকানাথ ঠাকুর — ঐতিহাসিক সমীক্ষা" পুস্তকের উল্লেখে তাকে সাধুবাদ দেন। গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করিয়া তিনি সভ্যবৃন্দের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করেন।

॥ পূর্বাঞ্চল সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি' কলিকাতা জেলা শাখা ॥

গত ১৯।৭।১৯৮৩ তারিখে কলকাতা জেলা সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির তরফ হইতে জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিদের নিকট এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

নিম্নলিখিত দাবীগুলি পেশ করা হয়।

১। অবিলম্বে গ্রন্থাগারে বার্ষিক অনুদান দিতে হবে।

২। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, পেনশন, সার্ভিস রুল্ চালু করতে হবে

৩। নগর গ্রন্থাগারের শুন্যপদ ও নতুন পোষ্ট চালু করতে হবে।

৪। মাসের পয়লা তারিখে বেতনের ব্যবস্থা করতে হবে। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন সলিল চাকলাদার, গৌতম চ্যাটার্জী, শ্যামল ব্যানার্জী, অমিতা সেনগুপ্ত প্রমুখ।

॥ মেদিনীপুর ॥

বাসুদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ভারতী পাঠাগার, শঙ্করপুর।

বাসুদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ভারতী পাঠাগারের (গ্রামীন) ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন সকাল ৮টায় পাঠাগার প্রাঙ্গনে বাসুদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহাশয় কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়া ঐ দিনের কর্মসূচী আরম্ভ হয়। বৈকালিক অনুষ্ঠানে বাসপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় সভাপতিত্ব করেন এবং বিশেষ অতিথি বাসপুর জে.এল.আর.ও মহাশয় গ্রামীন পাঠাগারের উপকারিতা সম্বন্ধে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীমধুসূদন মানিক মহাশয়।

হলদিয়া টাউন লাইব্রেরী, হলদিয়া।

গত ১৫।৮।৮১ তারিখে গ্রন্থাগারে ভারতের ৩৭তম স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন গ্রন্থাগারে রক্ষিত। বিভিন্ন জাতীয় নেতাদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

॥ ২৪-পরগণা ॥

॥ গ্রামিক পাঠাগার, বনগ্রাম ॥

গত ২৯. ৭. ৮৩ তারিখে বনগ্রাম গ্রামিক পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। সভায় উদ্বোধন করেন পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রণজিৎ মিত্র। তিনি তাঁর ভাষণে যে সমস্ত গ্রামিকবৃন্দ এই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁদের অভিনন্দন জানান। প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতি ছায়া বেরা বলেন, আজ আর গ্রন্থাগার শুধুমাত্র বিদগ্ধজনের জন্য নয়। আজ গ্রন্থাগার সকলের জন্য উন্মুক্ত। তিনি আরও বলেন যে, একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে গ্রন্থাগারকে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সরকার তাকে সব সময় সাহায্য করবে। সভাপতির ভাষণে দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সরোজ যুবরাজী এই গ্রন্থাগারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ২৪-পরগণা জেলা কমিটির সহ-সম্পাদক রঞ্জিত কুমার মিত্র। তিনি বলেন গ্রন্থাগারের পাঠক পরিচালক এবং কর্মীগণকে আহ্বান করে আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করুন পাঠাগারে কোন অপসংস্কৃতি মূলক বই ঢুকতে দেব না। পরিশেষে পাঠাগারের প্রকাশক জ্যোতিময় ঘোষ গ্রন্থাগারের একটি পরিসংখ্যান দেন এবং উপস্থিতসকলকে ধন্যবাদ জানান। এই উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।

॥ হাওড়া ॥

॥ রূপনারায়ণপুর গ্রামকেন্দ্রিক লাইব্রেরী ॥

গত ১৫ই আগষ্ট, ১৯৮৩ তারিখে সকাল ৮-৩০ মিঃ গ্রন্থাগার পতাকা উত্তোলন করেন গ্রন্থাগারের সভাপতি মহাশয়। গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নতিকল্পে বক্তব্য রাখেন গ্রন্থাগারিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

প্রতিবেদক : অমিতাভ দাস

॥ মুর্শিদাবাদ ॥

বালিয়া নেতাজী সঙ্ঘ ॥

১৫ই আগষ্ট বালিয়া নেতাজী সংঘ প্রাঙ্গনে ভারতবর্ষের ৩৭তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীঅশোক চক্রবর্তী শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন শ্রীঅমিয় রঞ্জন দাস। গ্রাম পরিক্রমা ও খেলাধুলা প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই দিনটি বিশেষ করে স্মরণীয় করা হয়েছিল।

এই সংঘ ১৯জন দেশের কৃতি ভাইবোনদের সবপেয়েছির আসরে ষষ্ঠ জেলা শিবিরে প্রেরণ করে। কতিপয় কলের মধ্যে এই সংঘ বিশেষ মর্যাদার সৃষ্টি করল। ১৩ ১৪, ও ১৫ আগষ্ট তিনদিনে শিবিরে সুপ্রশংসার সঙ্গে প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করতে পেরেছে।

বহরমপুর গার্লস কলেজ গ্রন্থাগার পাঠকক্ষে গত ১৫ই আগষ্ট '৮৩ হইতে "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন" বিষয়ক একটি পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে। প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীরেজাউল করীম সাহেব প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন। ১৮৫৭ সংগ্রামের সূচনা এবং শেষ অধ্যায় ১৯৪৭ ক্ষমতা হস্তান্তর, এই সময় সীমায় যথো গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত প্রায় দুইশত পুস্তক প্রদর্শনীতে স্থান পাইয়াছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত বাংলা কথাসাহিত্যের পুস্তক গুলিও প্রদর্শিত হইয়াছে।

২৯ শে জুলাই বালিয়া নেতাজী সংঘের শিশুবিভাগ শিশু পাঠাগারের সদস্য সবপেয়েছির আসরের ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ড্রিল, কুচকাওয়াজ ও বিভিন্ন লোকনৃত্য অনুষ্ঠান পরিচালনা করে আমাতীত সুপ্রশংসা অর্জন করেছে প্রায় দুই শত'ধিক জনগণ অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সোনার কাঠি ভাই বোনের শৃঙ্খলাবোধ, দায়িত্বজ্ঞান পরিদর্শিতা লক্ষ্য করে আনন্দ উপভোগের বিনিময়ে প্রচুর করতালি দিয়ে কর্মিকের জন্য আসরকে মুখরিত করে তোলে। এধরনের অনুষ্ঠান দাসরথিথি ব্লকে বিরল।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ছাত্রপুনর্মিলন উৎসব, ১৯৮৩

আগামী ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ (বুধবার) বেলা ৪টায় কলিকাতার মৌলালীস্থ যুবকেন্দ্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ১৯৮৩ সালের ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ অনুষ্ঠানে পরিষদের সকল সদস্য, প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

ছাত্রপুনর্মিলন উৎসব কমিটি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
কলিকাতা—১৪

গত ৩০শে অক্টোবর ১৯৮৩ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সভার নোটীশ ও বাৎসরিক কার্যবিবরণী পরিষদ অফিস থেকে আমাদের হাই পোষ্ট অফিস থেকে ১১-১০-৮৩ তারিখে Under Certificate of Posting, এর মাধ্যমে post করা হয়। কিন্তু পরিষদের অনেক সদস্যদের কাছে পৌঁছায়নি বলে আমাদের খোচরে এসেছে। এ ব্যাপারে পরিষদের তরফ থেকে Post Master General West Bengal Circle এর কাছে অভিযোগ করা হয়েছে এই অভিযোগ পত্রের প্রতিলিপি সদয়ার্থে নিম্নে প্রদান করা হোল।

রামকৃষ্ণ সাহা
সাধারণ কর্ম সচিব

To
The Post Master General
West Bengal Circle
1 Council House Street
Calcutta-700001.

Date 31. 10. 83

Sub : Non-receipt of Annual Report.

Dear Sir,

The annual general meeting of our association was scheduled to be held on 30.10.83 and as such we sent 1863 number notices along with necessary papers 'under certificate of posting' on 12.10.83 at Amherst Street post office.

But we regret to inform you that most of the addressees did not receive the papers till date. Even addressees at Calcutta also did not receive the same. We simpley faill to understand the reasons for such large scale non-receipt of Annual Report. In fact this has not only hampered the entir eprogramme badly, but also our association had to sustain both financial looss and good-will.

We hope you will be kind enough to look into the matter and let us know the facts so that we can inform our members properly.

An early action in this regard is solicited.

Thanking you,

Yours faithfully,
Sd /
Secretary

copy to :—

The Postmaster, Amherst street post office, Calcutta-700009, for information and necessary action, if any.

Secretary.

ENGLISH ABSTRCTS

Granthagar, Vol. 33, No 2 ; May-June 1983
Complied by : Goutam Goswami.

Editorial :

1. **Role and Applcaition of Lirary & Information Science In Science and Technolog** P 13-14

Scince and technology in India had blossomed its growth and development as far back as in 1784 when Asiatic Society was founded by Sir William Jones. The ramification of science and technologp evidently took its initiative in western countries long before and imparative value of Libraries in the development of the science and technology both for its studies as disciplines and for its development of mankind, was cognitive to all ends. In India as well, the Libraries started in recent times making its headway in this respect.

2. **Social aspect of family names : a review article In respect of the book (in Bengali) titled "Padabir utipatty O Krama bikasher Itihas" by Khagendra Nath Bhowmik, reviewedby Subir Roychowdhury.**

In reviewing the book the reviewer Shri Subir Roychowdhury brougnt to surface many ins and outs of the social background on the basis which the family surnames of the society particularly of the Bengalees have been efficeted. In appreciation of the author, the reviewer opines on the high importance and preponderance of such a book espcially in this era.

3. **Reading Habit : Process and Application, by Ranjit Mitra P 18-24**

The author has eodeavoured to unfold the various tit bits of human propensity to learn something from the pages of the books as well as the constraints and capabilities to develop the reading habits. The arricle has brought forth the various facets and fabrics of reading habit.

4. **Sachidevi Memorial Lecture**

On the occasion of Sachidevi memorial lecture organised by the Bengal Library Asso.

ciation and held at the association building on 8 June, 1933 at 3-30 P. M. Dr. Biplab Dasgupta, Chairman C A D C (Comprehensive Area Development Corporation), delivered an eloquent and informative speech on the role of Library in development of the rural society and economy. He brought forth to the participating members a comprehensive and a vivid picture of the rural society and its manifold aspects warranting the attention of all castes, creeds and communities especially the Library professionals with an avowed objective of rendering the best possible services they should merit. Very aptly he suggested the library professionals working in rural libraries to keep in view the social structures, customs and habits of the rural people as well as to make themselves a part of the entire situation.

Shri Phanibhusan Roy presided and sarbashree Anil Paul, Sourendramohan Gangopadhyay and others took part in the discussion. Shri Prabir Roychaudhury accorded a warm and congratulating thanks to Dr. Dasgupta

বিজ্ঞপ্তি

গ্রন্থাগার পত্রিকা নিয়মিত ডাকযোগে পাঠান সত্ত্বেও সদস্য/গ্রাহকরা প্রায়ই গ্রন্থাগার পত্রিকা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করছেন।

সদস্য/গ্রাহকদের কাছে আমাদের অনুরোধ যে পত্রিকা সঠিক ভাবে না পেলে, নিকটস্থ ডাকঘরে পত্রযোগে অভিযোগ করবেন এবং পত্রের অনুলিপি পরিষদ দপ্তরে পাঠাবেন।

আপনাদের অভিযোগ পত্রগুলি পাবার পরে আমরা কেন্দ্রীয় ভাবে উর্দ্ধতন ডাক কর্তৃপক্ষের সাথে এই ব্যাপারে যোগাযোগ করবো।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

বিজ্ঞপ্তি

মুদ্রণ ব্যয়ে, কাগজের দাম ইত্যাদি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য, গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রকাশনার ব্যয় অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহনের জন্য, সমস্ত সদস্যদের কাছে আমাদের অনুরোধ, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে পাঠাবার ব্যবস্থা করে পত্রিকাকে চালু রাখতে সাহায্য করুন।

পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার পত্রিকার ২য় কভারে ছাপা আছে।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাগার পত্রিকার ইতপূর্বে প্রকাশিত বহু সংখ্যা (বেশ কয়েক বছরের) ক্রয়ের জন্য পাওয়া যাবে। যাঁরা এই সংখ্যাগুলি বা এগুলোর মধ্যে যে কোন সংখ্যা কিনতে চান তাঁরা পরিষদ অফিসে লিখুন।

সম্পাদক,

Annual subscription Rs. 24·00
Single Issue Rs. 2·00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE NO. WB/CC CL—2
Postal Regd. No WB/CC—145
Regd No-RN/2674/57

Volume 33 : No. 7

October-November 1983

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to

The General Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134 CIT. Scheme No. 52
Calcutta—700 014
Phone [redacted] 8566

CALCUTTA G.P.O.

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Sunday Press 14/B, Fakir De Lane, Calcutta-700012
Phone—26-0910

Editor : Sudhendubhusan Bandyopadhyay

If undelivered please return to
Bengal Library Association
P. 134, C.I.T. Scheme No. 52
Calcutta-700014

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ১১-১২ সম্পাদক : সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৯০

সম্পাদকীয়

সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রন্থাগারকে নিয়ে যাওয়াই গ্রন্থাগার আন্দোলনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচার ও প্রচেষ্টাও চলছে। খুবই আনন্দের কথা, রাজ্য জেলা, স্তরে ও সর্বত্র, যখন, যেখানেই গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগারের পরিসেবার মানোন্নয়নের কথা আমরা আলোচনা করি, তখনই আমরা সোচ্চার হই, গ্রন্থাগারের ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের লক্ষ্য সম্বন্ধে। সাথে সাথে গ্রন্থাগারের পরিচালনা ও পরিসেবার বা তার বাধাবিপত্তি সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করি।

একথা সত্যই স্বীকার্য যে, কোন গ্রন্থাগারই সঠিক সেবা দান করতে পারে না যদি সঠিকভাবে পরিচালিত না হয়। আবার সঠিক পরিচালনাও নির্ভর করে অনেক কিছুর ওপর, যেমন—সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিকুশলি কর্মীর যোগান, গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহারকারীদের জন্য সঠিক পুস্তক ও নথিপত্রাদির প্রাপ্যতা ইত্যাদি।

পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, বিশেষ করে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলো নানা সমস্যার সম্মুখীন। রাজ্য সরকার সামগ্রীক ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর, অনেক পরিকল্পনা ও কর্মসূচীও নিয়েছেন। কিন্তু তাহলেও গ্রন্থাগারগুলো এখনও যথোচিত ভাবে পরিচালিত হতে পারছে না পারছে না, যথোচিতভাবে সেবা দান করতে। এর কারণ সামগ্রীকভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিচালন ব্যবস্থা, পুস্তক ও নথিপত্রাদির সুলভতা ছাড়াও একটা বিশেষ কারণ মনে হয়, অনেকাংশে জনসংযোগ ও প্রচারের অভাব।

গ্রন্থাগারের প্রচার ও জনসংযোগ অনেকভাবেই হতে পারে। খুব বিশদভাবে আলোচনা না করলেও অতি একথা বলা যায়, সামগ্রিক ও ব্যাপকভাবে একাজ গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী, নেতৃবৃন্দ, রাজ্যস্তরে, জেলা ও মহকুমাস্তরে তাদের সংগঠন, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের সাহায্যে ও সহকারী সহায়তায় হতে পারে। আর প্রত্যক্ষভাবে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারের কর্মীদের। সঠিক প্রচার ও সংযোগের সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থিত গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারে।

গ্রন্থাগারের প্রচারমূলক ও জনসংযোগের কাজে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা অনেক। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের প্রতি তাঁর ব্যবহার, তাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি, খানিকটা অযাচিতভাবেই এগিয়ে এসে সাহায্য করা, মাঝে মাঝে গ্রন্থাগারে সংযোজিত নতুন বই সম্পর্কে আলোচনা সভা করা, অল্প, সহজবোধ্য ও সরল ভাষায় লিখিত কয়েকটি প্রশ্নাবলির মাধ্যমে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে মতামত চাওয়া ইত্যাদি। অন্তত সামান্যভাবে জনসংযোগ ও প্রচারের জন্য এই কর্মসূচী যে কোন গ্রন্থাগারই নিতে পারে।

গবেষণা পত্রিকার বর্ধিষ্ণু পরিবার

সুবনেশ্বর চক্রবর্তী

ভূমিকা ও পটভূমিকা

কোন এক বিদেশী লেখকের মতে পৃথিবীর অনন্ত প্রবাহের মূলে আছে প্রেম, পার্থিব রস, শক্তি ও তথ্য। কিন্তু জগৎ ও জীবনের এই অনন্ত প্রবাহ থেকে ভালবাসা আজ যেন ক্রমশঃ অবলুপ্ত। মানুষের মিছিলে বুদ্ধ, খৃষ্টের ভক্তসংখ্যা অগণিত হলেও কস্তুত মানুষ আজ সেই ভালবাসারই কাঙাল। ক্রমবর্ধমান শক্তি সংকট বর্তমান সভ্যতার ভবিষ্যৎকে সংকটময় করে তুলেছে। অকৃপন প্রকৃতির ভালবাসার ভাণ্ডার একদিন শেষ হবেই। কয়লা এবং পেট্রল শুধু আভিধানিক অর্থেই স্থান পাবে বই এর পাতায়। লোহা, তামা—এই সব ধাতু তারাও সভ্যতার বেদী-মূলে বিলিয়ে দেবে নিজেদের। স্বাভাবিক নিয়মেই পৃথিবীর আকর সম্পদ শেষ হবে একদিন। ভালবাসা হারিয়ে যায়, শক্তি আর পার্থিব রসদেও লাগে ভাটার টান। তথ্য কিন্তু তার আগল ভেঙে ক্রমশই প্রসারিত করছে নিজেকে। এই তথ্য ক্রমশই নিজেকে স্ফীত করে তুলছে বই, সাময়িক পত্র এবং মুদ্রিত পুস্তিকায়। এই স্ফীতি আনল নয় কোন এক আলংকার দ্বারা ফেলেছে মানুষের মনে। সুতরাং শুধু বাঁধ নয়, এ যেন এক বিস্ফোরণ। তথ্য বিস্ফোরণ! এই তথ্য বিস্ফোরণ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যবিজ্ঞানীদের সমস্ত জগতকে আলোড়িত করে তুলেছে। এবং স্বভাবতই তারা এক সংকটের সম্মুখীন।

এই তথ্য বিস্ফোরণের পটভূমিকা কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্রান্তি লগ্নে। কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে এই সমস্যার সৃষ্টি তা হোল গবেষণা পত্রিকা ও তার বর্ধিষ্ণু পরিবার। পাণ্ডুলিপি নকলে শুধুই সময়ের অপচয়। তাই সহজ অথচ দ্রুততর পদ্ধতিতে জ্ঞানের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জন্ম নিল ছাপাখানা। তাইই ফলশ্রুতি হিসাবে দুশো বছর ধরে একচেটিয়া রাজত্ব করে গিয়েছে ছাপানো বই। বস্তুত ছাপাখানা সৃষ্টির দিন থেকে সতেরো শতক পর্যন্ত বইই ছিল তথ্য প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু দিন বদলের সাথে সাথে এগিয়ে চলল গবেষণা। জ্ঞানের বা তথ্যের বাহক হিসাবে বই এর যোগ্যতার সন্দেহ থেকেই গেল। পাণ্ডুলিপি থেকে বইতে রূপান্তর—এক দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান। গবেষণা ও তথ্যের গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে বই প্রকাশনার গতি ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে। কিন্তু গবেষক চান তাঁর গবেষণার ফল তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাক মানুষের কাছে। তাই তাঁর কাছে মুদ্রিত বই এর চেয়ে দ্রুত প্রকাশিত সাময়িক পত্রের আকর্ষণ অনেক বেশী। সাময়িক পত্রের মাধ্যমেই লেখক বা গবেষক দ্রুত গতিতে পৌঁছে যাচ্ছেন পাঠকের কাছে। প্রকাশকের দপ্তরে জমে থাকছে না তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ। সাময়িক পত্র তাই গবেষকের এক দৃঢ় অথচ নিশ্চিত হাতিয়ার।

প্রাথমিক পত্রিকা

প্রবর্তন ও বিবর্ধন

প্রাথমিক পত্রিকার গুরুত্ব প্রথম অনুভূত হয় সতেরো শতকে। তাই এই শতক তথ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই সময়েই লাইনের নাগপাশ ছিঁড়ে ইংল্যান্ডে নিউটন, ইটালিতে গ্যালিলিও, ফ্রান্সে ডেকার্টে নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রকাশ করলেন গবেষণার মৌল বিষয়। বিজ্ঞান তার সীমিত গৃহের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলো মানুষের পরিচিত আঙিনায়। বিভিন্ন ভাষার মাধ্যমে

সে ছড়িয়ে দিল নিজেকে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে। সূচিত হোল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় অবদান—বিশ্বজন সভার স্থাপনা। গবেষণার প্রসারে এবং তথ্যের প্রচারে সবদেশেই সব কালেই এই বিশ্বজন সভা এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শুধু মেলামেশা নয়, শুধু সৌজন্য বিনিময় নয়, এখানে বিনিময় হয়েছে নূতন তথ্যের, গবেষণা পেয়েছে নতুন দিগ্‌নির্দেশ। সবচেয়ে বড় কথা, বিশ্বজন সভা প্রাথমিক পত্রিকার প্রথম ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সতেরো শতকে ইংল্যাণ্ডে যে রয়াল সোসাইটির যাত্রা শুরু বিশ শতকের শেষেও তার গতি অব্যাহত। ১৬৬৫ সালের ৫ই জানুয়ারী Denis de Sallo যে, প্রথম সাপ্তাহিক সাময়িক পত্রিকা Journal des Scavans প্রকাশ করেন তার 'রসবেত্তা' আজকের সাময়িক পত্রের থেকে স্বভাবতই ভিন্ন ছিল। এই সাপ্তাহিক পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহ যেমন পদার্থ, রসায়ণ এবং শরীর বিজ্ঞানের গবেষণার প্রকাশনা, নূতন আবিষ্কৃত যন্ত্রের ব্যবহার বর্ণনা এবং আবহবিষয়ক তথ্য পরিবেশনা। ১৮১৬ সালে এই পত্রিকার নতুন নামকরণ হোল Journal des Savants—যা আজও ইউরোপের অন্যতম সাহিত্য পত্র হিসাবে অতীত ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। ১৬৬৫-র ৬ই মার্চ সোমবার লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির 'Philosophical Transactions' পত্রিকাটির যাত্রা শুরু। ষোল পাতার পত্রিকাটি ভূমিকা, নয়টি ক্ষুদ্র নিবন্ধ এবং দর্শনের কয়েকটি বিখ্যাত বই এর তালিকা সহ রয়াল সোসাইটিকে উৎসর্গ করা হোল। ১৬৬৬ সালে লণ্ডনে গ্রেস মহামারী আকারে দেখা দেওয়ায় পত্রিকাটির যাত্রা সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। ঐ বছরেই লণ্ডনের এক বুড়ুকু অগ্নিকাণ্ড পুরান সংখ্যাগুলিকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করল। ১৬৭৬ থেকে ১৬৮০ পর্যন্ত পত্রিকার প্রকাশনা সম্ভব হয়নি। এই সব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও পত্রিকার গতি আজও অব্যাহত। একশো বছর আগেও T. H. Huxley এই পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে পৃথিবীর সমস্ত মুদ্রিত তথ্য ভাণ্ডার যদি একদিন বিনষ্ট হয় তবুও 'Philosophical Transactions' এর অস্তিত্বই পদার্থ বিজ্ঞানের ধারাবাহিকতা সুদৃঢ় করে রাখবে। কিন্তু এই পত্রিকার মৌল ও অতুলনীয় ভূমিকাটি সময়ের আবর্তনে ক্রমশ তার প্রাধান্য হারিয়ে ফেলে। বস্তুত এই পত্রিকার আদলে ইউরোপে জন্ম নিল অসংখ্য নতুন পত্রিকা। যেমন ১৬৮২ সালে লিপজিগ্ থেকে লাটিনে প্রকাশিত 'Acta Eruditorium'। লিবনিৎস্ Calculus এর বহু নিবন্ধ হতে প্রকাশ করেছিলেন। আঠারো শতকের সূচনা লগ্নে পত্রিকার সংখ্যা ছিল অনধিক একশো, ঐ শতকের মধ্যভাগে তার সংখ্যা হাজার অতিক্রম করল। কিন্তু উনিশ শতকে এর অনুমিত সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। তথ্য বিস্ফোরণ সমস্যার এই হোল অলক্ষ্য সূত্রপাত। আজকে সাময়িক পত্রিকার অজস্র নামের ভিতে দিলেহারা গবেষক ও ছাত্র শুনে অবাক হয়ে যাবেন যে ১৮১১ সালে জার্মানীর সারস্বত সমাজে পত্রিকার বৃদ্ধি নিয়ে মোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছিল। জার্মানীতে তখন ৪৩টি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রাথমিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছিল। এই নিরিখে আজকের বিজ্ঞান পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধির কথা ভাবলে স্বভাবতই তথ্য বিস্ফোরণ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দুর্বার অগ্রগতির সাথে সমান্তরালভাবে প্রাথমিক পত্রিকার অগ্রগতিও পরিলক্ষিত হয়। সাম্প্রতিককালে শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রেই প্রায় তিন হাজার পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। অধুনা-বিলুপ্ত পত্রিকাগুলির সংখ্যা যোগ করলে এর সমষ্টি প্রায় পঁচিশের হাজারে পৌঁছে যাবে।

এই শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে প্রাথমিক পত্রিকার যে আশ্চর্যজনক বৃদ্ধি চলেছে তার পিছনে নানা

কারণ রয়েছে। দ্রুত প্রকাশনার ব্যাপারে সাময়িক পত্রিকা সবার আগে স্থান করে নিয়েছে। এ ছাড়া সারস্বত সমাজে লেখক প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠা নির্ণয়ে প্রাথমিক পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। বিখ্যাত পত্রিকার লেখক হিসাবে অন্তর্ভুক্তি গবেষককে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করে। গবেষণাগারে গবেষকের পদোন্নতিও অনেকক্ষেত্রে নির্ভর করে এই প্রকাশনার উপর। বিখ্যাত 'Science' পত্রিকার সম্পাদক এ বিষয়ে এক কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঐ পত্রিকার জানুয়ারী সংখ্যার জন্য নির্বাচিত এক লেখক সম্পাদককে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর নিবন্ধটি আগামী জানুয়ারীতে না ছাপিয়ে চলতি বছরের ডিসেম্বরেই যেন ছাপান হয়—এতে তাঁর সেই বছরের 'কোটা' পূর্ণ হবে এবং এতে তাঁর পদোন্নতির একটা সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। সাময়িক পত্রিকার এই সামাজিক ভূমিকা ছাড়াও অর্থনৈতিক পটভূমিকাতেও তার অবদান অস্বীকার করা যায় না। পত্রিকার এক নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাহক থাকে তাই নির্দিষ্ট সংখ্যক কপির বিক্রি সম্পর্কে প্রকাশক নিশ্চিন্ত। গবেষকও লেখা পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত, কেন না, প্রকাশনার আর্থিক দায়িত্ব সাধারণত তাঁর থাকে না। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম আছে। তথা বিজ্ঞানগুলির মোকাবিলায় জন্য পশ্চিমের কিছু প্রাথমিক পত্রিকার প্রকাশক এই ব্যতিক্রমেই আশ্রয় করেছেন। লেখককে শুধু লেখা পাঠালেই চলবে না, তাঁর নিবন্ধ মুদ্রণের জন্য কিছু খরচও তাঁকেই বহন করতে হয়। একেই বলা হয় "page charge" পদ্ধতি। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সাময়িক পত্রিকার দপ্তরে লেখার পাহাড় জমছেই।

সমকালের সমস্যা

প্রায় তিনশো বছর ধরে তথা বাহকরূপে প্রাথমিক পত্রিকার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে তার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সাময়িক পত্রিকা এই থেকে দ্রুততালে প্রকাশিত হয় ঠিকই, কিন্তু পত্রিকার সম্পাদনাও সময় সাপেক্ষ। তাই গবেষক যত দ্রুততালে তাঁর গবেষণার ফল প্রকাশ করতে চান প্রাথমিক পত্রিকা তত দ্রুততালে চলে না। পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে গবেষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাশিয়ান শিক্ষাবিদ্ Artsimovich বলেছিলেন ১৯০০ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সমস্ত পদার্থবিদকে একটা সোফাতেই বসান যেত বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য যা খরচ হোত তার চেয়ে বেশী খরচ হোত জারের আস্তাবলের পিছনে। এ চিত্র শুধু রাশিয়ার নয় স্টালিন, এ চিত্র দেশে দেশে বদলেছে। দেশ বিদেশের এই বিপুল সংখ্যক গবেষকদের বিপুল সংখ্যক নিবন্ধ পত্রিকার সংখ্যা বাড়িয়েও সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে, গবেষণার প্রকাশনা বিলম্বিত হচ্ছে। প্রসঙ্গত নোবেল বিজয়ী বিখ্যাত পদার্থবিদ্ Edward Appleton এর একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন যদি কোন গবেষক বিজ্ঞানের বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে পাঠক হিসাবে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন, তবে দেখা যাবে এক বছর যাবৎ যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তথ্য তিনি আহরণ করেছেন, সেগুলি তাঁকে অগ্রগমনে সাহায্য না করে বরং দশ বছর পশ্চাতে রেখেছে। বাস্তুত কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং প্রাথমিক পত্রিকায় তার মুদ্রিত রূপের মধ্যে সময় একটা বড় ব্যবধান গড়ে তোলে। আবিষ্কারের তথ্যটি সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকায় মুদ্রিত হয় না। সম্পাদনার বিলম্বিত পথ পেরিয়ে তাকে আসতে হয় পাঠকের কাছে। তাই পাঠক যে তথ্যটিকে আধুনিক এবং বর্তমান ভাবেন সেটি তখন পুরাতন এবং অতীতেরই নামান্তর। যে অভিযোগে বইকে গৌণ করে সাময়িক পত্রিকার জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই অভিযোগের মুখোমুখি এখন তাকেই হতে হচ্ছে।

অসংখ্য পত্রিকার চাপে গবেষক আজ দিশেহারা। পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য একই বিষয়ের নানা

পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা খুঁজে পাওয়াও এক সমস্যা। আর যে সব অভিযোগে এই পত্রিকাকে অভিযুক্ত করা হয়—তার মধ্যে রয়েছে লেখকের উপর শৃঙ্খলা আরোপ। পত্রিকার নীতি অনুসারে লেখককে তাঁর নিবন্ধ নির্দিষ্ট আকারের মধ্যে শেষ করতে হবে। এতে অনেক সময় লেখার গুরুত্বপূর্ণ অংশকেও বলি দিতে হয়। পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি তার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গেই চলেছে। অথচ কোন গ্রাহক পত্রিকার সব লেখায় আগ্রহী না হলেও পুরো দাম কিন্তু তাকে দিতে হয়। এই সব সমস্যার কথা সারস্বত সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞানীরা ভেবেছেন এবং নানা সমাধানেরও পথ নির্দেশ করেছেন।

বিকল্পের সন্ধানে

যুদ্ধকালে তথ্য প্রকাশের জন্য যে সব নূতন পথের সন্ধান করা হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি প্রচলিত পদ্ধতিরই সহজ পরিবর্তন আবার কতকগুলি প্রায় আমূল পরিবর্তন। এই সব পদ্ধতির প্রয়োগও হয়েছে, কিন্তু সেই প্রয়োগ কয়েকটি ক্ষেত্রেই শুধু ফলপ্রসূ। 'লেটার্স' জর্নাল' — এই পরিবর্তনের ফলে নবজাতক রূপেই চিহ্নিত। প্রারম্ভিক গবেষণা-লব্ধ ফল সংক্ষিপ্ত আকারে 'রেকারীং', দ্রুত এডিটর সরাসরি ফটোকপোজের মাধ্যমে প্রকাশিত। ফলে একই সংখ্যার বিভিন্ন লেখা হরেক রকম হরফে রূপ পায়। এ শুধু তাত্ত্বিক সমাধান নয়—এর প্রয়োগ পরীক্ষিত হয়েছে Physics Review Letters, Tetrahedron Letters, Chemical Physics Letters, প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে। এই দ্রুত প্রকাশনার সুযোগ অনেক গবেষককেই দিয়েছে প্রথম আবিষ্কারকের মর্যাদা।

সমাধানের আর এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সাময়িক পত্রিকার দ্বন্দ্বস্থ না হয়ে গবেষকদের এক কেন্দ্রীয় সংস্থায় তাঁদের মূল পাণ্ডুলিপি জমা দেবেন। বুলেটিনের মাধ্যমে প্রাপ্ত নিবন্ধগুলির কথা পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রয়োজন মত অনুসন্ধিৎসু পাঠক মূল লেখার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন নিবন্ধের কপির মাধ্যমে। কিন্তু এই পদ্ধতি কার্যত খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। হাঙ্গেরীর আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু গবেষক তাঁর নিবন্ধের কাঙ্ক্ষিত রূপটি এতে পান না। তাই মনস্তাত্ত্বিক কারণে এই পদ্ধতির আবেদন গবেষকদের মধ্যে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়েছে।

অন্য একটি সমাধান সূত্রে বলা হয়েছে যে বিষয়ভিত্তিক পত্রিকা প্রচলন করতে হবে যাতে একটি বিশেষ বিষয়ই আলোচিত হবে। ফলে পাঠককে তাঁর ঈপ্সিত ফলের জন্য অন্য কোন পত্রিকার সাহায্য নিতে হবে না এবং উচ্চ মূল্যে কেনা পত্রিকার অনাবশ্যক লেখার হাত থেকেও মুক্তি পাবে পাঠক।

প্রাক্‌মুদ্রণ পদ্ধতির কথাও ভাবা হয়েছে, যাতে অবিলম্বে তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিতে প্রাথমিক পত্রিকায় প্রকাশনের পূর্বেই নির্দিষ্ট সংখ্যক আগ্রহী পাঠককে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধগুলি পাঠান হয়। কিন্তু সম্পাদনা ও 'রেফারীং' বিবেচনা ব্যতিরেকে পাঠকের কাছে প্রেরিত প্রবন্ধের গুণগত মান সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়। এ সব সত্ত্বেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার গবেষণায় এই পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির উপযোগিতা Ziman স্বীকার করেন নি। তাই লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, পদার্থবিজ্ঞানীরা যে পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত, সমাজবিজ্ঞানীরা সেই পদ্ধতিটিকেই আগ্রহে গ্রহণ করেছেন। সত্তরের দশকে অর্থনীতি বিষয়ের গবেষণায় এই পদ্ধতির বহুল প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে প্রাথমিক পত্রিকার সমস্যা সমাধানের সূত্রে যে প্রস্তাবগুলি এসেছে

সেগুলি একই বিষয়কে কেন্দ্র করে। আর তা হোল বিলম্বিত প্রকাশনা।

'Journal of Chemical Documentation' এবং এ ধরণের আরও কয়েকটি পত্রিকা কম্পিউটারের সাহায্যে দ্রুত প্রকাশিত হচ্ছে, শুধু ছাপাখানা বা কম্পিউটার নয়, আজকের সাময়িক পত্রিকা প্রকাশনায় ফোটোগ্রাফীর প্রয়োগও লক্ষ হয়েছে। সাধারণ কাগজে ছাপা সাময়িক পত্রের আগামীকালের ব্যবহারের কথা ভেবেই পশ্চিমের কিছু গবেষণা পত্রিকার প্রকাশক প্রতিটি সংখ্যার সাথে সব লেখার মাইক্রোফিস্ একটি কার্ডে সংযোজন করছেন।

আজকের এই তথ্য বিস্ফোরণ কতখানি প্রকৃত এবং কতখানি কৃত্রিম তাও বিচার করা দরকার। অনেকেতে কিছু লেখক অধিক সংখ্যক নিবন্ধ প্রকাশে আগ্রহী। তাঁরা হয়তো বায়রণের সেই বিখ্যাত উক্তিটির দ্বারাই অনুপ্রাণিত—Tis pleasant sure, to see one's name in print (প্রকাশনার ব্যবস্থা বিনাশেরই নামান্তর—এই লেখকেরা এই মতবাদেই বিশ্বাসী। কিন্তু আপাত উজ্জ্বলাই যেমন প্রকৃত সোনার দীপ্তি নয়, সংখ্যাই যেমন নয় গুণের পরিমাপ, ঠিক তেমনি আজকা সবাই লেখক এই লেখার রাজত্বে'—এ ভ্রান্ত অহমিকায় সোনার তথা ভাণ্ডারকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছে কিছু 'হঠাৎ লেখক'। ফলে তথ্য ভাণ্ডারের প্রকৃত অগ্রগতি হচ্ছে ব্যাহত। এই প্রসঙ্গে C. M. Weskie-র সতর্কবাণীটিও অনুধাবন। তাঁর মতে কিছু গবেষক তাঁদের গবেষণালব্ধ ফল একাধিকবার প্রকাশ করেন। বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকের কাছে তাঁদের চিন্তার ফসল পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যেই তাঁরা একাধিক পত্রিকার আশ্রয় নেন। নিবন্ধের একাধিক পত্রিকায় পুনর্মুদ্রণ —এ বিষয়ে পত্রিকা সম্পাদকের বাধিক সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহলী সন্দেহ থেকেই যায়।

মাধ্যমিক পত্রিকা : একটি সংযোজন

প্রাথমিক পত্রিকার ক্রম বৃদ্ধির সাথে পরিবর্তিত অবস্থা ও নূতনতর অভিজ্ঞতার আলোকে জন্ম নিয়েছে ইনডেক্সিঙ্, অ্যাবস্ট্রাক্টিঙ্, বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকাগুলি যারা 'মাধ্যমিক পত্রিকা' নামেই পরিচিত। অসংখ্য পত্রিকায় প্রকাশিত অভিন্ন বিষয়কে একই স্থানে সন্নিবেশিত করেছে ইনডেক্সিঙ্ আর অ্যাবস্ট্রাক্টিঙ্ পত্রিকাগুলি। আবার একটি বিষয়ের সমস্ত জাতীয় তথ্যের সারবস্তুকে তুলে ধরাই বিভিন্ন পত্রিকার উদ্দেশ্য। এমনিভাবে মাধ্যমিক পত্রিকার মাধ্যমে তথ্য বিস্ফোরণকে আয়ত্তের মধ্যে বিধৃত করে পাঠকের কাছে তার উন্নততর এক নিটোল চিত্র উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রাথমিক পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে মাধ্যমিক পত্রিকার সংখ্যাও এগিয়ে চলেছে। শুধু অ্যাবস্ট্রাক্টিঙ্ ও ইনডেক্সিঙ্গের পত্রিকার সংখ্যাই তিন হাজার পেঁরিয়ে গিয়েছে। সুতরাংই এ ধারণা জন্মেছে যে মাধ্যমিক পত্রিকাও শেষ কথা নয়। তার ফলশ্রুতি রূপে জন্ম নিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন সহায়িকা বা নির্দেশিকা।

তথ্যের পরিবেশক রূপে বই এবং উভয়কালে মাধ্যমিক পত্রিকার বিবর্তন লক্ষ্য করলে একটা স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে নতুনের উদ্ভাবন ঘটেছে পুরাতনের অবলুপ্তি ঘটানোর জন্যই। কিন্তু বই, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পত্রিকা—একে অন্যকে অপসারিত করতে পারেনি। প্রত্যেকেই তার স্বকীয় আলোয় উদ্ভাসিত এবং দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও স্বীয় ভূমিকা পালনে সুনিষ্ঠ। তবু কালের বাঁশিতে ভেসে আসে এক নতুন সুর। সামনে বার্তাবহ এক নতুন আগন্তুক তার কণ্ঠে উচ্চারিত "কাগজের অনিবার্য বিকল্প আগত ঐ"।

নির্দেশিকা

1. Grogan, Denis Science and technology: an Introduction to the

literature. 4th ed. Clive Bingley, 1982, 131—150

2. Loosjes, Th P. On documentation of scientific periodical. Butterworths, 1973, 9-17
3. Mikhailov, A I and Giljarevski, R S. An introductory course on informatics/ documentation. FID, 1971, 22-23
4. Phelps, R H and Herlin, J P : Alternatives to the scientific periodical. UNESCO Bull Lib. 14 (2), 1960, 61-75
5. Rajan, T N : The present status of the primary scientific periodical. J. Sci Industr Res. 30 (6), 1971, 263-266.
6. Subramaniam, K : Scientific and technical information resources. Marcel Dekker, 1981, 30-50

চতুর্দশ ইয়াসলিক সম্মেলন
ইনসডক, দিল্লী
২৬-২৯শে ডিসেম্বর ১৯৮৩

কোন সভা বা সম্মেলন সফল হয়েছে কিনা তা বিচার করার নানা মাপকাঠি আছে। সনাতন ভারতীয় মাপকাঠির কথা বলা হয়েছে এক সংস্কৃত শ্লোকে। শ্লোকটিতে বলা হয়েছে—ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধাঃ ... অর্থাৎ যে সভা বা সম্মেলনে জ্ঞানবৃদ্ধেরা অনুপস্থিত সেটি কোন সম্মেলনই নয়।

হাড় কাঁপানো হিমেল হাওয়া উপেক্ষা করে যে ৪০০ জন প্রতিনিধি দেশের নানা প্রান্ত থেকে ইয়াসলিকের চতুর্দশ সম্মেলনে দিল্লীতে হাজির হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই জানেন যে শুধু তুখলীদের উপস্থিতি নয় অন্য সব মাপকাঠিতেও এই সম্মেলন গভীর ছাপ রেখে গেছে।

২৬শে থেকে ২৯শে ডিসেম্বর এই চারদিনের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল ইনসডকের নিজস্ব নতুন বাড়িতে। জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি ইনসডকের এই নতুন বাড়ির কাজ তখনো শেষ হয়নি, তবু যতটা হয়েছে দেখার আর দেখানোর মত। অধ্যাপক বিমলেন্দু গুহ ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখার সময় স্বকীয় ভঙ্গিতে একেই বলেছেন—সম্মেলনের ফেয়ারলেডী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

২৬শে ডিসেম্বরের অপরাহ্নে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হল। সম্মেলনের বাকি কাজ ইনসডকের হলঘরে হলেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ইনসডক ভবনের প্রাঙ্গনে এক সামিয়ানার নীচে। প্রথমেই ছিল মাঙ্গলিক গীত। অধ্যাপক আবদুল রহমান তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে সম্মেলনের জন্য শুভেচ্ছা জানালেন। সম্মেলনের সভাপতি শ্রী ই এস রাজাগোপালন সভাপতির ভাষণে দীর্ঘ এবং সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল—An Integrated Information System for Socio-Economic Development of India। ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন যজ্ঞে গ্রন্থাগারিকদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেই ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন তিনি। তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে যে সব নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে তার মোকাবিলা করার জন্য তরুণ তথ্যবিজ্ঞানীদের তিনি উদাত্ত আহ্বান জানালেন। প্রদর্শনী ও সম্মেলনের সূচনা ঘোষনা করেন দিল্লীর লেফটেনান্ট গভর্ণর শ্রীজগমোহন। শ্রীজগমোহন তাঁর ভাষণে তথ্যবিজ্ঞানীদের তথ্যবিজ্ঞানের কারিগরি ও সামাজিক দুই দিকেই সমান নজর দিতে বলেন। কারিগরি দিকে নজর দিয়ে তথ্য পরিবেশনে নতুন এবং উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সামাজিক দিকে নজর দেওয়া যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গির প্রসার হয়। অধিবেশনের আর এক উল্লেখযোগ্য বক্তা ছিলেন যোজনা পরিষদের অধ্যাপক যশপাল। অধ্যাপক যশপাল তাঁর ভাষণে উন্নয়নমূলক কাজে তথ্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সারাদেশে গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুকরার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন উপলক্ষে ইনসডক যে স্মারকপুস্তিকা ছাপিয়ে ছিল তার আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা ঘোষনা করেন ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ হেল্থ অ্যান্ড ফ্যামিলি

ওয়েলফেয়ারের ডাইরেক্টর ডা. সোমনাথ রায়। ধন্যবাদ জানান অধ্যাপক বিমলেন্দু গুহ।

সেমিনার

পরদিন সেমিনার শুরু হল। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল দুটি—Information Flow in Non-R & D Context এবং Grey literature। দুটি বিষয়ই তাৎপর্যপূর্ণ এবং সমকালীন গুরুত্বের জন্য বিস্তৃত ভাবে আলোচনার প্রয়োজন ছিল। তথ্যের উৎপত্তি থেকে বিভিন্ন মাধ্যম হয়ে তথ্য কিভাবে ব্যবহারকারীর হাতে পৌঁছয় তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এতদিন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বেশিরভাগ আলোচিত হয়েছে R & D এর ক্ষেত্রে। Non-R & D এর ক্ষেত্রে যেমন ব্যাঙ্ক শিল্পে এই তথ্যপ্রবাহের গতি প্রকৃতি এতদিন বিশেষ আলোচিত হয়নি। এই অস্বচ্ছ বিষয়টি আলোচনার জন্য তুলে ধরার Non-R & D এর ক্ষেত্রে তথ্য প্রবাহের প্রকৃতি আজ স্বচ্ছ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল – Grey literature। গ্রন্থাগারে যে নানাধরনের নথিপত্র রাখা হয় তার সংগ্রহই বই এর বাজার বা ব্যবসায়িক মাধ্যমে পাওয়া যায়না। বই এবং সাময়িক পত্র পাওয়া গেলেও নানাধরনের রিপোর্ট, থিসিস, পরিসংখ্যান এসব পাওয়া যায়না। ব্যবসায়ীদের কাছে পাওয়া যায়না বলেই এগুলি সংগ্রহ করাও শক্ত। এই ধরণের নথিপত্র যা ব্যবসায়িক মাধ্যম দিয়ে বা সহজে পাওয়া যায়না তাদের বলা হয় Grey literature। দ্বিতীয় এই বিষয় আলোচনার ফলে Grey literature এর নানা সমস্যা—বিশেষ করে কি করে তা সংগ্রহ করা যাবে—এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথম বিষয়টি পরিচালনা করেন শ্রী এ কে গুহ এবং দ্বিতীয়টি অধ্যাপক এম এ গোপীনাথ। প্রথমটির আলোচনা নথিবদ্ধ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন অধ্যাপক সি সি বশিষ্ঠ এবং দ্বিতীয়টির দায়িত্বে ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশ কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের শ্রীমতী এন সীতারামাইয়া। এই দুজনের ওপরে ছিলেন শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়।

ইয়াসলিকের ট্রাডিশন বজায় রেখে সম্মেলনের আগেই নির্বাচিত প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশ করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ ছাড়াও শেষ অংশে ছাপা হয়েছিল সকল প্রবন্ধের সার। প্রথম বিষয়ের ওপর ১৪টি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। এর মধ্যে অধ্যাপক টি এন রাজনের প্রবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসা বাণিজ্য, ক্ষুদ্রশিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে তথ্যের প্রবাহ অনুসন্ধান করে অধ্যাপক রাজন সামাজিক ও অর্থ-সৈতিক উন্নয়নের জন্য এক তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ক্ষুদ্রশিল্পের তথ্য সমস্যা আরও তুলে ধরেছিলেন অধ্যাপক কণীভূষণ রায়। ব্যাঙ্ক শিল্পে তথ্য প্রবাহের নানাদিক আলোচিত হয়েছে ৩টি প্রবন্ধে। এর একটি এস আর গাবগুলের, অন্য দুটি রমা বন্দ্যোপাধ্যায় দাস ও এন সীতারামাইয়া-এর। বিজ্ঞাপনে তথ্যের প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক গোপীনাথ। এ ছাড়া আরও কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয় বাণিজ্যিক সংস্থার তথ্যের প্রয়োজন ও গতি প্রকৃতি নিয়ে।

Grey literature অংশে মূল প্রবন্ধটি ছিল আডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ অফ ইন্ডিয়ার শ্রী এ কে দাশগুপ্তের। শ্রী দাশগুপ্ত তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে বিষয়টির নানাদিক আলোচনা করে Grey literature কে ৬ ভাগে ভাগ করেছেন যেমন —1. Official publications, 2. Feasibility reports, 3. Working papers, 4. Research reports, 5. Seminar papers, এবং 6. Statistical documents। রবীন্দ্র ভারতীর ডঃ এস এম গাঙ্গুলির প্রবন্ধে সরকারী প্রকাশনার সমস্যা তুলে ধরা হয়। সিমেট ইনস্টিটিউটের এস পাণ্ডুরঙ্গম্ লিখেছেন বাণিজ্যিক পুস্তিকার সমস্যা নিয়ে, সব মিলিয়ে এই

অংশের প্রবন্ধগুলি মূল্যবান তথ্য পূর্ণ। এই তথ্য Grey literature সংগ্রহের ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকদের কাজে লাগবে।

সেমিনারে যে সব প্রবন্ধ পেশ করা হয়েছে তার গুণগত মান ছাড়াও প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধে প্রতিনিধিদের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। প্রশ্নোত্তর, আলোচনা এবং আরও আলোকপাতে সেমিনারের প্রতিটি মুহূর্তে সজীব হয়েছিল। আলোচনা যাতে বিপথে না যায় সেদিকে নজর রেখে শক্ত হাতে হাল ধরেছিলেন সেমিনারের দুই ডাইরেকটর।

প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দুটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। একটির উদ্যোক্তা ছিলেন ইনসডক। জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার (NSL) এর সংগ্রহকে ভিত্তি করে বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমিক পত্রিকার সমাবেশ হয়েছিল এই প্রদর্শনীতে। শুধু দ্রষ্টব্য নয় তার পরিবেশনার পদ্ধতিতে ও মূল্যায়নার পরিচয় ছিল। দ্বিতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন নির্মীয়মাণ বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। এই প্রদর্শনীতে ছোটখাটো এক বইমেলা ছাড়াও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় নানারকম যন্ত্রপাতি দেখানো হয়।

সারাদিন সেমিনারে একটানা আলোচনার পর প্রতিনিধিদের ক্লান্ত স্নায়ুকে সজীব করার জন্য ছিল প্রতি সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর। বিশেষ করে বলার মত ভারতের নানা প্রান্তের লোকগীত ও লোকনাট্য। প্রতিনিধিরা ও দিনের স্বল্প প্রবাসেও ঘরে থাকার স্বাদ পেয়েছেন, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

সাধারণ বাৎসরিক সভা

সম্মেলনের সুযোগে ইন্ডাসলিকের সাধারণ বাৎসরিক সভারও আয়োজন এ সময়ে করা হয়ে থাকে। সভায় সভাপতি ছিলেন শ্রী এম এন নাগরাজ। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেণুগোপাল ইন্ডাসলিকের একাদশ জাতীয় সেমিনার হায়দ্রাবাদে করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণ ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হয়। সেমিনারের জন্য দুটি বিষয় স্থির হয়েছে—(১) Information dissemination : Document Dalivery, Reproduction, Translation (২) Towards a code of professional ethics.

সমাপ্তি অধিবেশন

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রী সুভাষ বিশ্বাস। সেমিনারের দুটি বিষয়ে বিভিন্ন বক্তা যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন তার সার সংগ্রহ করে রেপোর্টিয়র জেনারেল শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় সভায় পেশ করেন। বিস্তৃত আলোচনার পর দুটি আলোচ্য বিষয় নিয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সম্মেলনের সিদ্ধান্ত

১) কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত সংস্থা পরিবর্তী পরিকল্পনায় তথ্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বিচার বিবেচনা করা। এই উদ্দেশ্যের দিকে নজর রেখে একটি শক্তিশালী ব্যবহারিক কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এই কমিটি বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও তথ্যকেন্দ্রের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তার উন্নতির পথ দেখাবেন যাতে উৎপত্তিস্থল থেকে ব্যবহারকারী পর্যন্ত তথ্যের প্রবাহ সাবলীল হতে পারে।

২) এই কমিটির কাজের কাঠামো গঠন করার জন্য ইন্ডাসলিকের সহযোগিতা পাওয়া যাবে। এই কাঠামো তৈরী করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার :

ক) বিভিন্ন ধরনের grey literature সংগ্রহ করা এবং তার থেকে তথ্য পরিবেশনের দায়িত্ব কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হবে তা নিশ্চয় করা।

খ) ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্র যেখানে তথ্য সৃষ্টি হয় তাদের পারস্পরিক

সহযোগিতার পথ নির্ণয় করা।

গ) এই সহযোগিতা সফল করার জন্য বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বা সরকারী আইন প্রণয়নের প্রয়োজন।

৩) gray literature এর গুরুত্ব ও দুর্লভতা বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়:

ক) এই ধরনের নথিপত্রের প্রকাশকরা যাতে নিয়মিত ভাবে প্রকাশন তালিকা প্রকাশ করেন তার ব্যবস্থা করা।

খ) এই সকল প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহে যাতে তাদের নথিপত্রের কমপক্ষে একটি কপি থাকে তার ব্যবস্থা করা।

গ) ব্যবহারকারীরা যাতে এই ধরনের নথিপত্র থেকে তথ্যসংগ্রহ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা।

ঘ) এই ধরনের নথিপত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে তথ্যের জনক, পাঠক ও গ্রন্থাগারিকদের অবহিত করা।

শেষকথা

ইয়াসলিকের জাতীয় সম্মেলন বা জাতীয় সেমিনার যাই হোক না কেন এর এক অঙ্গেরা অংশ প্রতিনিধিদের 'গ্রুপ ফটো' তোলা। ইয়াসলিকের ইতিহাসের প্রথম থেকেই এই রকম হয়ে আসছে। পুরনো ইতিহাসের সাক্ষী এই সব ছবি ইয়াসলিকের অফিসে এখনো টাঙানো আছে। উপস্থিতির সংখ্যা এতদিন যা হয়েছে তাতে এক গ্রুপ ফটোতেই প্রতিনিধিদের ধরে গেছে। এইবারের সম্মেলনে প্রথা ভাঙা ছাড়া উপায় ছিলনা। উপস্থিতির সংখ্যা এত বেশী যে এক ফটোতে ধরল না। আলাদাভাবে দুবার দুটো দলের ছবি তুলতে হল। বোঝা গেল ইয়াসলিকের পরিবার অনেক অনেক বড় হয়ে গেছে।

পরিবারের আকার বা জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ে পরিকল্পনাকারীদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। এদের যতই দুশ্চিন্তা থাক ইয়াসলিকের পরিবার বৃদ্ধিতে ইয়াসলিকের দুশ্চিন্তা নেই। ইয়াসলিকের পরিবার যে বাড়ছে—এত আনন্দের কথা নয়, এত আশার কথা।

পুস্তক পর্যালোচনা

রেফারেন্স সার্ভিস প্রসংগ : তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক

দীপক কুমার রায় ও ভবানী কুমার ঘোষ।

কলিকাতা, গুটেনবার্গ, ১৯৮৩। দাম ১৮ / ২২

সাধারণ ভাবে বলা চলে যে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে সাধারণ গ্রন্থাগার বিধিবদ্ধ হওয়ার পর থেকে এ রাজ্যে গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। গ্রন্থাগারিকতা একটি সামাজিক বৃত্তি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। ফলে গ্রন্থাগারিকতার বৃত্তিতে শিক্ষাপ্রার্থীর সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। মাতৃভাষায় শিক্ষণীয় বিষয়ের বই সব শ্রেণীর শিক্ষার্থীর কাছে সকল সময়েই লোভনীয়। কাজেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বইয়ের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তা খুবই স্বাভাবিক। নানা কারণে বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের উপযোগী পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত খুবই কম। আমাদের যতদূর জানা আছে রেফারেন্স সেবা তথানির্দেশ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ পাঠ্য পুস্তক বোধহয় বাংলায় এর আগে লেখা হয়নি। কাজেই কোনো বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় যা কৃতিত্ব তা বর্তমান গ্রন্থের লেখকদ্বয় নিশ্চয়ই দাবী করতে পারেন।

কোন বিষয়ে প্রথম দিকে গ্রন্থরচনার কতকগুলি অসুবিধা থাকেই। তার মধ্যে বৃহত্তর হল পরিভাষার অসুবিধা। এই পরিভাষার অসুবিধা বাংলার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি লেখার পথকে এখনও যথেষ্ট বন্ধুর করে রেখেছে। ফলে লেখক যেমন লেখার সময় কমবেশী হোঁচট খান পাঠকের ভাগ্যে পড়ার সময়েও তাইই জোটে। এই অসুবিধার ফলে মাঝে মাঝে ইংরাজি শব্দ লিখে বা ইংরাজি শব্দ বাংলা হরফে লিখে কাজ সারতে হয়। এমন কি সকলের পক্ষে মেনে নেওয়ার উপযোগী কোন আদর্শ পরিভাষা তৈরী না থাকায় লেখক একটি পারিভাষিক শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করেন পাঠকের কাছে তা একটি ভিন্ন ধারণার দ্যোতকের কাজ করে। বর্তমান বইটিও স্বাভাবিক কারণেই এ অসুবিধা থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। ভাষার এই মূল অসুবিধার মধ্যেও নিজেদের বক্তব্যকে যতদূর সম্ভব সহজ করে বলবার জন্য গ্রন্থকারদ্বয় যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন।

গ্রন্থটির বিষয় বিন্যাসে বা উদাহরণ যোগ্য বই নির্বাচনে মনে হয়েছে যে গ্রন্থটির আসল লক্ষ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা, সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মরত গ্রন্থাগারিকেরা ততটা নন। ফলে ইংরাজি ভাষার গ্রন্থগুলির উপরই ঝোঁক পড়েছে বেশী, কারণ ঐ গুলিকে অবলম্বন করেই আমাদের সবগুলি শিক্ষাকেন্দ্রেই রেফারেন্স সেবা শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। তবুও বাংলা ভাষার কোনোও রেফারেন্স সেবাগ্রন্থে বাংলা আকর গ্রন্থের উল্লেখ আরও বেশী পরিমাণে থাকলে সমস্ত পাঠকই লব্ধ জ্ঞানের দিক দিয়ে অনেক বেশী উপকৃত হতেন। বিশেষ করে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরণের আকর গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। কাজেই তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বইগুলির কথা বলা না থাকলে সংশ্লিষ্ট বইটিই ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়।

উদ্ধৃত গ্রন্থগুলির সংলেখ রচনায় অনেক সময়েই প্রণয়নের নিয়মাবলি যথাযথভাবে মানা হয়নি। এ ধরণের একাধিক ত্রুটি নজরে এসেছে। বিশেষ করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গ্রন্থে এ ধরনের ত্রুটি অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এবং অবাঞ্ছিত। যেখানে উদ্ধৃত গ্রন্থটি বাংলায় লেখা সেখানেও গ্রন্থের সংলেখ বিন্যাসে

ইংরাজি বা রোমান হরফের বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বা বাঞ্ছনীয় মনে দেওয়ার কারণ কি তা বোঝা যায় না। এ পদ্ধতিও সর্বত্র সমান ভাবে অনুসৃত হয়নি।

পঞ্চম অধ্যায়ে 'রেফারেন্স টুলস্ ও তার মূল্যায়ন' শীর্ষক আলোচনায় কতকগুলি গ্রন্থের নাম উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উদাহরণগুলির বেশীর ভাগের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নাম ও লেখকের নামই দেওয়া আছে। পরের অধ্যায়ে ৩১টি (৩২টি আগের অধ্যায়ের মধ্য থেকে নির্বাচিত, বাকি ৭টি নূতন) গ্রন্থের ভিতরের তথ্য, তার সংগঠন ইত্যাদির বর্ণনা করা হয়েছে। এই নির্বাচন করার সময়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি বলেই বোধ হয়। না হলে ভৌগলিক অভিধান শীর্ষক অংশের ৪টি বইয়ের মধ্য থেকে তিনটি ভারতবর্ষ সম্পর্কিত গ্রন্থই বাদ পড়ে যেত না। পঞ্চম অধ্যায়ের ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠায় 'কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ' নির্দেশ পুস্তক বা সারগ্রন্থের (Hand books) এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের বই. বলে ১২টি বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে, ৪৫ পৃষ্ঠায় শ্রবণ-নীক্ষণ উপাদান (Audio-Visual materials) সম্পর্কিত গ্রন্থের উদাহরণ হিসাবে ৪টি বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এদের একটি সম্পর্কেও কোনোও তথ্যাদি দেওয়া হয়নি। এটিও অবশ্যের চিহ্ন। পঞ্চম অধ্যায়ের উদাহরণ এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিশদ বিবরণের মধ্যে যে সঙ্গতি থাকা উচিত ছিল তা রক্ষিত হয়নি। তিনটি ক্ষেত্রে দুটি অধ্যায়ে একই গ্রন্থের দুরকম নাম দেওয়া হয়েছে, এও অবশ্যের চিহ্ন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত বইগুলির বিশদ বর্ণনার জন্য কোনোও নির্দিষ্ট কাঠামোর অনুসরণ করা হয়নি। ফলে এই গুরুত্বের দুখানি গ্রন্থ দুরকম জায়গা পেয়েছে। মনের মধ্যে একটা ছক রেখে বর্ণনায় অগ্রসর হ'লে বর্ণনা আরও বেশী ভারসাম্য যুক্ত হতে পারতো। এ ধরণের ছক তাঃ রঙ্গনাথন তাঁর Reference Service বইতে করে রেখে গেছেন। প্রয়োজন মত অদল বদল করে ছকের কাঠামো মনের মধ্যে রাখলে বইগুলির বর্ণনা অনেক বিশদ হতে পারতো। পাঠকের পক্ষেও তা সহজবোধ্য ও স্মৃতি সহায়ক হতে পারতো।

উপরের মন্তব্য সাধারণ ভাবে সবকটি বর্ণিত গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কাজেই কোনোও বিশেষ গ্রন্থের আলোচনা আমাদের বর্তমান সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল না। তবে একটি ভারতীয় গ্রন্থের মুদ্রির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গ্রন্থটি Indian National Bibliography, আলোচনা করা হয়েছে ৮৩-৮৬ পৃষ্ঠায়। INB মূলতঃ ভারতীয় ভাষার প্রকাশিত গ্রন্থের একটি সম্মিলিত মাসিক গ্রন্থপঞ্জী। বৎসরান্তে এটি একটি পুঞ্জীকৃত বাৎসরিক রূপ পায়। এর সংলেখগুলি মূলতঃ DDC এর ষোড়শ সংস্করণ (অষ্টাদশ নয়) অনুসারে বর্গীকৃত। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব পর্যন্ত সরকারী এবং বেসরকারী গ্রন্থাদি দুটি ভিন্ন ভাগে দেখানো হত। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে উক্ত ধরণের গ্রন্থগুলিকেই একই অনুবর্গক্রমের মধ্যে নিয়ে আসা হয়। এখনও তাই চলছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার গ্রন্থগুলি নিয়ে INB-র কতকগুলি আঞ্চলিক ভাষার খণ্ডও প্রকাশিত হয়, আঞ্চলিক ভাষাতেই। উপরের মন্তব্যগুলি INB সম্পর্কিত বর্ণনায় থাকা উচিত ছিল. না হ'লে ভুল বোঝার অবকাশ থাকে।

অষ্টম অধ্যায়ের বিষয় নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে "আলোচিত রেফারেন্স টুলসের সাহায্যে সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীর উত্তর দানের কৌশল," কিন্তু তার পরে যা দেওয়া হয়েছে তা শুধু কতকগুলি প্রশ্ন। প্রয়োগ কৌশলের কোনোও নির্দেশ এ অংশে নেই।

নবম অধ্যায়ে ভারতী রেফারেন্স সহায়কের বর্ণানুক্রমিক তালিকাটিকে বর্ণানুক্রমিক করার ফলে সেটি বিভিন্ন ধরণের প্রথাগত সহায়ক গ্রন্থের

কতগুলিকে তালিকাভুক্ত করতে পেরেছে তা দুষ্টির বাইরে চলে গেছে। ফলে গ্রন্থকারেরা নিজেরাও বুঝতে পারেননি যে কোন কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তাঁদের তালিকার বাইরে রয়ে গেল বা কোন কোন ধরণের গ্রন্থ তাঁদের তালিকায় রইল না। প্রথাগত ধরণে সাজিয়ে দিলে গ্রন্থকারেরা আর একবার খুঁজে দেখবার সুযোগ পেতেন যে যে শ্রেণীতে তাঁদের ফাঁক রয়ে গেছে তাতে আদৌ কোনোও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে কিনা। ভারতীয় রেফারেন্স গ্রন্থের একাধিক গ্রন্থপঞ্জী আছে, কাজেই এই অসাবধানতার জন্য যদি কোনও ফাঁক পড়ে থাকে তাকে অমার্জনীয় ফাঁকই বলতে হবে।

এই ধরণের কিছু ফাঁক যা এক নজরেই চোখে পড়ে এবং যা না হলেই ভাল হত বলে বোধ হয় তা হল—

অভিধান ইত্যাদি

অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ। উদ্ভিদ অভিধান। ১৩৮১।

আবদুল ওদুদ, কাজী, সংকলক। ব্যাবহারিক শব্দকোষ; ২য় সং। ১৯৭৫

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান। ১৯৮০। এখনও একমাত্র বই।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। যন্ত্রপাতি। ১৯৭৪। এখনও একমাত্র বই।

সুভেন্দু কুমার মিত্র। বৈজ্ঞানিক অভিধান। ১৩৮১।

কোষগ্রন্থ

আধুনিক বিশ্বকোষ; ননীগোপাল আইচ ও সুধাংশু শেখর ভট্টাচার্য স্বারা সম্পাদিত। ১৯৭৯—(২৫ খণ্ডে প্রকাশিত)।

ছোটদের বিশ্বকোষ; ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ও পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী স্বারা সম্পাদিত। ৫ খণ্ড। ১৯৭৫-১৯৭৮।

শিশু ভারতী; যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্বারা সম্পাদিত। ১০ খণ্ড। ১৩৮০।

Wealth of India, issued by the Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi. 1948—

বর্ষপঞ্জী

এস. আর সেনগুপ্ত। বর্ষপঞ্জী, ১৩৯০।

যে কোনও একটি পত্রিকা যা বিদেশী Almanac এর কিছুটা সমধর্মী বলা চলে।

জীবনীকোষ

Dictionary of Natinl Biography; 4v. Ed by S. P. Sen. 1972—1974.

ভৌগলিক সহায়ক গ্রন্থ

National Atlas of India 1957. Issued by National Atlas Organisation, Calcutta.

গাইড (নামনাম)। ভ্রমণ সঙ্গী। ১৯৭৮।

সমগ্র ভারতের ও বিভিন্ন রাজ্যের জেলাগুলির যে নূতন গেজেটিয়ারগুলি প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

একটি রেলওয়ে টাইমটেবলের বই।

পরিসংখ্যান গ্রন্থ

সমগ্র ভারতের এবং অন্তত পশ্চিমবঙ্গের বাৎসরিক পরিসংখ্যান গ্রন্থ।

সাময়িক পত্র সংগ্রহের যৌথসূচী

Union Catalogue of scientific serials issued by the Indian National Sclentific Documentation Centre.

Union Catalogue of social science Serials/Periodicals issued by the Social Science Documentation Centre, Indian Council of Social Science Research, New Delhi.

মুদ্রণ প্রমাদ বা ভাষাগত ত্রুটির সংখ্যা কম নয়। সেগুলি সম্পর্কে আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। আশা করবো এ সমস্ত ত্রুটি অপসারিত হয়ে আগামী সংস্করণে বইটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

—জনৈক পর্যালোচক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

৪৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

পঃ বঃ রাজ্য যুব কেন্দ্র। ৩০শে অক্টোবর, ১৯৮৩। বেলা ৩ ঘটিকা।

গত ৩০শে অক্টোবর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৪৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা মৌলালিস্থ রাজ্য যুবকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি শ্রী ফণিভূষণ রায়। সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ছিল ১১৭ জন।

সভার শুরুতে বাসন্তীপুটের চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং রাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মী ও অন্যান্য কৃতী সন্তানদের স্মরণে ১ মিঃ নীরবতা পালন করা হয় এবং শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

১ গত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন

প্রথমে ১৯৮১-৮২ সালের বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সভায় পেশ করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

২ ১৯৮২-৮৩ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণ অনুমোদন

১৯৮২-৮৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিক ভাবে পেশ করেন পরিষদের কর্মসচিব রামকৃষ্ণ সাহা। সভাপতি প্রতিবেদনের উপর আলোচনা আহ্বান করেন। আলোচনায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন :

১। রামরঞ্জন ভট্টাচার্য

(তমলুক জেলা গ্রন্থাগার)

তিনি বার্ষিক বিবরণী সমর্থন করেন। তিনি বলেন ১৯৮১-৮২ সালের কার্যবিবরণী 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মাধ্যমে জানানো হয়েছে—কিন্তু যারা পত্রিকা পাননি তারা কি করবেন? তিনি মেদিনীপুর জেলার [এর উত্তরে একটি গ্রন্থাগারের চাঁদা জমা দেওয়া ত্রুটি সম্পর্কে উল্লেখ করেন।) কর্মসচিব উপস্থিত সদস্যদের জানান যে সমস্ত বার্ষিক বিবরণী Under Certificate of posting-এর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। তার সমস্ত নাম ও রয়েছে। এ ছাড়া বার্ষিক বিবরণীর অতিরিক্ত কপি সভায় বিতরণ করা হয়।

২। গণেশ নন্দী (হুগলী)

যে সরকারী গ্রন্থাগার সম্পর্কে কি কাজ করা হয়েছে সেগুলি বিস্তারিত ভাবে জানতে পারলে ভাল হতো। বেসরকারী গ্রন্থাগারের অনুদান দেওয়ার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেন। অনেক জেলায় জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিক নেই। এই ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করা দরকার। জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিকদের কার্যাবলী আরও বিশদভাবে উল্লেখ থাকলে ভালো হতো। এর ফলে উত্থাপিত কয়েকটি সমস্যার বিষয় উল্লেখ করেন। লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করার কর্মসূচী নিলে ভাল হয়।

৩ অশোক রায় (হুগলী)

সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতির সম্পর্কে বলেন যে, জেলা শাখার প্রয়োজনে অর্থ কি ভাবে সংগ্রহ করা হবে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকলে ভালো হতো। জেলাগুলির আগামীদিনের কর্মসূচী সম্পর্কে বলা উচিত ছিল।

৪ শশাঙ্ক বাগচী (কলকাতা)

সরকারের অর্থ অনুদান অনুযায়ী মূলতঃ রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কতখানি অগ্রসর হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র থাকা উচিত ছিল।

৫ তরুণ রায় (বীরভূম)

জেলাস্তরে আন্দোলন ও সংগঠন ক্রমাগত ব্যাপকতা লাভ করছে। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার প্রকাশ অনিয়মিত। জেলাস্তরের সংবাদ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয় না। সকল সদস্যদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত যায় না। এই পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করে দেশের ও বিদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশ করতে হবে। সদস্য সংখ্যা ঠিক প্রকাশিত হয় নি। পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণে যে সব ছাত্র বিভিন্ন জেলা থেকে আসেন তাদের থাকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৬ কমলেশ ভট্টাচার্য্য (চব্বিশ পরগণা)

সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতির উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে, ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলনের কথা রিপোর্টে নেই। আগামীদিনের কর্মসূচী সম্পর্কে লেখা উচিত ছিল। রিপোর্টে "কর্মকাণ্ড" শব্দের পরিবর্তে "কাজকর্ম" কথা ব্যবহার করলে ভাল হতো। তিনি রিপোর্টটি সমর্থন করেন।

৭ সুনীল গুহ (২৪ পরগণা)

সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতির উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে, প্রত্যেকটি জেলা শাখার রিপোর্ট আরও বিশদভাবে আলোচিত হওয়া উচিৎ ছিল: 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা যাতে নিয়মিত ভাবে প্রত্যেক সদস্য পান সেই দিকে দৃষ্টি দিতে বলেন।

৮ সত্যব্রত সেন (কলিকাতা

রিপোর্টটি সমর্থন করে বলেন যে, বেতন সংক্রান্ত ব্যাপারে EOSE দেয় না পাওয়া গেলে সম্পাদকের সই অথবা কার্যকরী সমিতির দুই জন সদস্যের হলেও চলবে—এই সংশোধনটি করা উচিত। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষকের প্রবেশিকা পরীক্ষার সম্বন্ধে বলেন। শিক্ষকদের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে। জেলা-স্তরে পাবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মধ্যে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। সরকারী স্তরের বিভিন্ন কমিটিগুলিতে প্রতিনিধিদের কাজকর্মের একটি গাইড লাইন ঠিক করে দেওয়া উচিত। সকলস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য করার অভিযান চালাতে হবে।

৯ সত্যব্রত ঘোষাল (হুগলী)

ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে দূরত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দূরত্ব কমাবার চেষ্টা করতে হবে। কোর্সটিকে আরও বাস্তবানুগ করা উচিত। শিক্ষকদের আরও নিয়মিত হওয়া দরকার। ছাত্রদের লাইব্রেরীতে প্রত্যক্ষ কাজের অভিজ্ঞতা প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত।

১০ ব্রজিৎ কাপড়ি (বাঁকুড়া)

বার্ষিক বিবরণী সমর্থন করে বলেন যে, শিলিগুড়ি সম্মেলনে যে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা এখনও কার্যকর করা হয়নি। এই সভার সদস্যদের উপস্থিতির হার কম। বাঁকুড়া জেলায় কর্মী নিয়োগের সমস্যা দেখা যাচ্ছে। সরকারী সার্কুলার ও গ্রন্থাগার পত্রিকা নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছেনা।

১১ গোপাল পাল (বাঁকুড়া)

সভার উপস্থিতির সংখ্যা খুব কম। পশ্চিম-বঙ্গে যে সব বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার আছে সেগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তার ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া শিক্ষকদের গ্রন্থাগার আন্দোলনে টেনে আনা উচিত। জেলাশাখাগুলি এই ব্যাপারে যেন উদ্যোগ গ্রহণ করে। জেলাশাখাগুলিকে নির্দিষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে সক্রিয় করে তোলা উচিত। বাঁকুড়া জেলায় রাজ্য সম্মেলনের উদ্যোগ নেওয়া হোক। গ্রন্থাগার পত্রিকার চেহারা ও প্রকাশ নিয়মিত করা উচিত।

১২ বিশ্বনাথ কোলে (পুরুলিয়া)

জেলা শাখাগুলির কাজকর্মের হিসাব, সাংগঠনিক দুর্বলতা ইত্যাদির বিবরণ বিশদভাবে নেই। জেলা-শাখা কর্মীদের কাজের পরিসীমা নির্দিষ্ট করা নেই। জেলাশাখার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন. সেই সেই অর্থ কিভাবে পাওয়া যাবে তার কোন উল্লেখ নেই। জেলায় জেলায় শিক্ষণ শিবির, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রন্থাগার ও বেসরকারী গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা মানুষের সামনে তুলে ধরা দরকার। ২০শে ডিসেম্বর বিভিন্ন জেলায় 'গ্রন্থাগার দিবস' পালনের কর্মসূচী নেওয়া উচিত। লোকাল লাইব্রেরী অথরিটিতে পরিষদের প্রতিনিধিদের কাজের একটা গাইড লাইন ঠিক করে দেওয়া এবং এর জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে একটি সভা করা উচিত।

১৩ মৃত্যুঞ্জয় সিংহ -(মেদিনীপুর)

রিপোর্ট সমর্থন করে বলেন যে, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছেনা। উহাতে গ্রন্থাগার পরিচালনা সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করা উচিত।

লোকাল লাইব্রেরী অথরিটির সকল সদস্যদের নিয়ে একটি সেমিনার করে কর্মসূচী ঠিক করা উচিত। জেলাশাখার কাজকর্মের কোন গাইড লাইন নেই। জেলা শাখাগুলির আর্থিক দুর্বলতা দূর করার জন্য সদস্য চাঁদার শতকরা ৪০-৬০ ভাগ টাকা জেলাশাখা-গুলিকে দেওয়া উচিত। রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকর্তা ও জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিক কর্তৃক প্রেরিত ডেপুটেড কর্মীদের কোন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হবে তার সম্বন্ধে জানতে চান।

১৪ অমিতাভ বসু (কলিকাতা)

পরিষদের কাজকর্মের ব্যাপারে সদস্যদের আরো সক্রিয় হওয়া উচিত। কাজের পরিধি বাড়া সত্ত্বেও পরিষদে কর্মীর অভাব আছে। ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে ফারাক বাড়ছে একথা অস্বীকার করেন।

১৫ জবাবী ভাষণ

এর পর কর্মসচিব শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা তাঁর জবাবী ভাষণে বলেন— ১ রাজেরজনবাবু অভিযোগগুলি যদি লিখিত ভাবে জানাতেন, তবে জেলা সম্পাদকের নিকট থেকে ঠিক উত্তর পাওয়া যেত। পরিষদে Crossed পোস্টাল অর্ডারের মাধ্যমে চাঁদা পাঠালে কোন অসুবিধা থাকে না। জেলা শাখাগুলিকে চাঁদার রসিদের কপি পাঠানো হয়।

২ গণেশ নন্দী, অলোক রায়, তরুণ রায়, সত্যব্রত সেন এবং কমলেশ ভট্টাচার্য উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে বলেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের কাজকর্ম এমন অবস্থায় গেছে যার ফলে সময়ের অভাবে অন্য সাংগঠনিক বিষয় আরো পরিকল্পিত ভাবে করা যাচ্ছে না। জেলাশাখাগুলির কাজকর্ম আরও বিশদভাবে লেখা উচিত ছিল। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্যা আছে যেমন বিলম্বে, প্রেস, কাগজ ইত্যাদি। ছাত্রদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন — এর জন্য অনেক টাকা জমি ইত্যাদির সমস্যা রয়েছে। সুতরাং দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ৩১শে মার্চের মধ্যে যত সদস্য তালিকাভুক্ত হয়েছেন সেই সংখ্যা রিপোর্টে দেখানো হয়েছে।

২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন নির্দিষ্ট সময়ে হয়নি বলেই রিপোর্টে উল্লেখ হয়নি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রবেশিকা পরীক্ষার দায়িত্ব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। অনেকেই হয়তো বার্ষিক রিপোর্ট পান নি। কিন্তু পরিষদের পক্ষে সম্ভব নয় ডাকের গোলযোগের সুরাহা করা।

৩ সত্যব্রত ঘোষাল যে অভিযোগ করেছেন তার উত্তর কর্মসচিব বলেন যে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পাঠক্রম পরিবর্তন হয়েছে এবং এর জন্য একটি কমিটি গঠন করা

হয়েছে, তার সদস্য হিসাবে সত্য ঘোষাল মহাশয়ও আছেন। Bibliography সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন, Subject study মধ্যে Area study ও পড়ে।

৪ রঞ্জিত কাপড়ির প্রশ্নের উত্তরে বলেন বাঁকুড়া জেলা কমিটিকেই জেলা সম্মেলনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

লোকাল লাইব্রেরী অথরিটির সব সদস্যদের নিয়ে এবং পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সভার আয়োজন করা হবে। জেলালাইব্রেরীগুলিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়া হয় এবং উহা জেলালাইব্রেরীগুলির নামে যে সেভিংস একাউন্ট আছে, তাতে জমা দেওয়া হয়।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। উক্ত রিপোর্টটি সভার সমস্ত সদস্যকর্তৃক সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৯৮২-৮৩ সালের পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন :—

পরিষদের কোষাধ্যক্ষ সোরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব আনুষ্ঠানিক ভাবে পেশ করেন। এ সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদের বিষয় উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন পরিষদের শিক্ষণ কাজের জন্য আয় যেমন বেড়েছে, ব্যয় ও বহুগুণ বেড়েছে। শিক্ষণ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য আয়ের পথ বের করা নচেৎ ভবিষ্যতে অসুবিধা দেখা দেবে। গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রকাশনার জন্য কাগজ ও মুদ্রণ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বিজ্ঞাপন পাওয়া যাচ্ছে না। সুনীল গৃহ বলেন যে সাধারণ পরিচালনা ব্যয় ও বার্ষিক সাধারণ সভার ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে।

শলাকা বাগচী বলেন যে, শিলিগুড়ি টেনিং সেন্টারের হিসাব পৃথক করে দেখানোর বদলে একসঙ্গে দেখালে ভাল হত। কোষাধ্যক্ষ জানান যে সমস্ত কিছুর ব্যয় বেড়েছে, শিলিগুড়ির খরচ পৃথকভাবে দেখানোর বিষয়টি কার্য নির্বাহক সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

'তিনকড়ি দত্ত' স্মারক পদক দান :—

কর্মসচিব জানান, নানা কারণে এই সভায় তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আগামী সম্মাবর্তন অনুষ্ঠানে এই পদক দেওয়া হবে।

৫ সভ্যগণ কর্তৃক নিয়মানুগভাবে উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা :—

কর্মসচিব জানান, এ পর্যন্ত কয়েকটি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। প্রস্তাবগুলি পাঠিয়েছেন বিনয়ভূষণ চক্রবর্তী। প্রস্তাবগুলি কার্যনির্বাহক সমিতির বিবেচনার জন্য পাঠানো প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রস্তাবগুলি কার্যনির্বাহক সমিতির বিবেচনার জন্য পেশ করা হবে।

২ সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতির অনুমতিক্রমে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং এর জন্ম পশ্চিমবঙ্গে। পরিষদের ৫০ বৎসর পূর্তি হচ্ছে এই বছরে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক, পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে একটি জনসভা আহ্বান করা প্রয়োজন।

প্রস্তাবটি সমর্থন করেন প্রবীর রায়চৌধুরী। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এ সম্পর্কে অগ্রসর হওয়ার জন্য কার্যনির্বাহক সমিতিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভার কাজ শেষ হয়।

প্রতিবেদক। গৌতম গোস্বামী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সম্মাবর্তন উৎসব

১৯৬৩ সনে পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা।

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সম্মাবর্তনে পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষায় (১৯৬০) উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় জাতীয় গ্রন্থাগারের অডিটোরিয়ামে। সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি শ্রী ফণিভূষণ রায়। শিক্ষন উপসমিতির সম্পাদক শ্রী মঙ্গল প্রসাদ সিনহা শিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে পেশ করেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের ডিরেক্টর ডঃ অশীন দাশগুপ্ত ছাত্র ছাত্রীদের সার্টিফিকেট বিতরণ করেন এবং দীক্ষান্ত ভাষণ দেন। তিনি পরিষদকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন গ্রন্থাগারের প্রসার হ'লো সমাজ পরিবর্তনের একটি দিক। পাঠকের সামনে রুচিশীল বই তুলে ধরা গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব। তিনি বলেন, মাতৃভাষীরা ও শিশুদের প্রতি আমাদের নজর দেওয়া উচিত। জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী কল্পনা দাশগুপ্ত উপস্থিত সবাইকে জাতীয় গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন গ্রন্থাগারিকদের সেবা ভিত্তিক প্রকল্প গড়ে তুলতে হবে। তাদের কল্পনাশ্রিত হ'লে চলবে না। তিনি বলেন, গ্রন্থাগারিকরা আমলা নয়, তারা সেবক মাত্র। শ্রী ফণিভূষণ রায় সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হ'য়ে সর্বজনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান। পরিশেষে পরিষদের সহ-সভাপতি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগের প্রধান শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, সমাজের শোষিত ও দুর্বল শ্রেণীদের দিকে গ্রন্থাগারিকদের দৃষ্টি দিতে হবে। তিনি সাধারণ মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান।

সুজাতা

প্রকাশিত ও পরিবেশিত কয়েকটি বই

নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

১। কাজরী ফুল সন্ধ্যামালতী) প্রথম স্তবক ৮ টাকা

২। " রক্তজবা) ২য় " ৫ টাকা

(একত্রে ১৩ টাকা)

বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

১। Essays in Social Reconstruction Rs. 25

২। MEN AND EVENTS Rs. 70

৩। লোকশক্তির উন্মেষ ২০ টাকা

বিঃ দ্রঃ অগ্রিম টাকা পাঠাইলে ডাক মাশুল লাগিবে না।

২, প্রাইভেট রোড, দমদম, কলি: ৪

১৯৮৩ সনের প্রস্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থিদের নামের তালিকা।

প্রথম শ্রেণী (মেধা অনুযায়ী)

স্থান	রোল নং	নাম
১	৬১	গোপা সেন
২	৬২	গৌতম কুমার ঘোষ
৩	৮৭	জ্যোতির্ময় নাগ
৪	এন বি ১	প্রনব চক্রবর্তী
৫	১২৫	নিবেদিতা চক্রবর্তী
৬	২০১	তাপস কুমার প্রধান
৭	১২৮	সাবকী চৌধুরী
৮	২১	অমিতা মজুমদার
	১৪৯	পুষ্পিতা গঙ্গোপাধ্যায়
	১৭১	কমা দাস
	২১৫	স্বপন কুমার বোস
	২২৩	স্বপন বানার্জী (গোস্বামী)
১০	১৩	অর্ধেন্দু কুমার সেন
১১	৭৭	ইরা বোস
১২	১১৮	পুজারিণী সেন
	১৬১	রিঙ্কু মুখার্জী
১৩	১৫	অসীম কুমার বোস
	১৮৭	সীমা মুখার্জী
১৪	১১	অনুপ কুমার দে
১৫	১৫১	রাধেশ্যাম ঘোষাল
১৬	১৩৪	নিমাই চরণ মুখার্জী
১৭	৭১	গোপাল প্রসাদ সাহা
	১২৪	মণিমোহন চ্যাটার্জী
১৮	৫	অলোক রায়
১৯	৭৪	ইলা দাস
১৯	এন বি ২৬	প্রকাশ মিত্র
২০	৫০	দীপক কুমার কুণ্ডু
	২০০	শুভ্রা গোস্বামী
	৩	অজিত কুমার দলুই
	৪৫	দেবব্রত বিশ্বু

স্থান	রোল নং	নাম
২২	৬৩	গৌতম রায়
	১৪৯	প্রভাত কুমার সিনহা
	১৪	অরুণ কুমার পাণ্ডা
	২২০	স্বপন কুমার পাল
২৪	১৪৭	প্রফুল্ল নাথ
	২০৪	সুব্রত নাগ চৌধুরী
২৫	এন বি ১	অজিত চন্দ্র বর্মণ
২৬	এন বি ১৫	মধুমিতা ঘোষ
	১৫৬	রমেন্দ্রনাথ দাস
	১১৭	রঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়
	১১৮	মঞ্জু সাহা
	৮	অমিয় রায়
	২০১	সুদেষ্ণা রায়
	৫৬	বিজয় আচার্য
	২৮	বঙ্কিম চক্রবর্তী
	৪২	বিশ্বজিৎ দাসঠাকুর
	১৭২	শকুন্তলা নিয়োগী
৩১	১২	কাকলি সাউরা
৩২	এন বি ৩৯	বিশ্বনাথ সাহা
	২ ৪	তরুণ কুমার মুখার্জী
৩৩	৫৮	ফাল্গুনী সিনহা
	২১১	সুনীত পাত্র
৩৪	২৬	বন্দনা ঘোষ (চৌধুরী)
	২৯	বংশীবদন পাল
৩৫	১০৭	প্রদীপ কুমার পাল
৩৬	৬	অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	২২১	স্বপন কুমার রায়
৩৭	২৭	বাহিন শিখা চট্টোপাধ্যায়
	৯০	কবিতা দাস

স্থান	রোল নং	নাম
৩৮	এন বি ১৩	সুবীর দত্ত
	৮৩	অমৃতী চক্রবর্তী
	৩৭	বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
	৭৪	হীরামন সাহা
	১৪১	প্রশান্ত চ্যাটার্জী
	১৮৮	সীমা নাথ
৪০	১৬৭	গীতা সেন
৪১	১১৩	মানস কুমার ঘোষ
	১২০	মেঘনাথ পাল
	২১০	সুনীল কুমার মণ্ডল
	২০৩	তরুণ কুমার দে
৪২	১৪০	প্রশান্ত বোস
	১১৩	সোমা মুখার্জী
৪৩	২৩	অশোক কুমার দে
	৩১	বিমল কুমার পরামানিক
৪৪	২১৭	স্বপন চৌধুরী
	এন ২০১	দিবেন্দু মুখার্জী
৪৫	১১০	মমতা দাস
৪৬	২	অজিত কুমার দস্তিদার
	১৪৩	প্রশান্ত কুমার পাল
	২১৩	সুরোজ্যোতি খান
৪৭	এন বি ১২	অনিরুদ্ধ দেওয়ান
	৩৮	বীরেন্দ্রনাথ দত্ত
	১০৩	লক্ষ্মকুমার চক্রবর্তী
৪৭	২৩০	তপন কুমার মান্না
৪৮	৭৬	ইন্দ্রানী মিত্র
	১০৫	পাপিয়া মুখার্জী
	১১৭	শ্রীমতী দে [নন্দী]
৪৯	এন বি ৪	কৃষ্ণা ভট্টাচার্য
	এন বি ১০	সবিতা চৌধুরী
৫০	৩৩	বিশ্বাস চক্রবর্তী
	১৫৫	প্রমাকান্ত পাল

স্থান	রোল নং	নাম
৫১	৫২	ভোলানাথ মুখোটী
	এন বি ৩৭	সুবীর কুমার রায়
	১৩৮	রণজিৎ কুমার সেন
	১৬৩	পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য
	১১৬	শ্রীলা চক্রবর্তী
	২০৯	সুচিত্রা সাহা
	১২	অরবিন্দ দে
	৪৫	চন্দন সাহা
৫৩	১১৯	শুভু মজুমদার
	২১৬	স্বপন কুমার বিশ্বাস
৫৪	২০	আসিত রঞ্জন বিশ্বাস
	১৯১	স্মৃতি কণা ধর
৫৫	৯৯	কৃষ্ণ কুমার ব্যানার্জী
	২১২	সুরেশিৎ কুমার দাস
৫৬	১	অজয় কুমার রায়
	৭১	জগদীশ সাঁপুই
	২০৮	সঞ্জয় কুমার পাণিগ্রাহী
৫৭	এন বি ৬	দেবেশ কান্তি চক্রবর্তী
	এন বি ১৬	সুতা ঘোষ
	১১৪	মানস গুহরায়
৫৮	৫৭	বিধান দাস
	৬০	গৌতম কুমার দত্ত
	৯৬	করুণা চন্দ্র সাউরা
৫৯	৪৬	দেবাশীষ গুপ্ত
৬০	২১৯	স্বপন কুমার কুণ্ডু
৬১	এন বি ১৪	সুব্রত দত্ত
	এন বি ২১	নিতাই কুণ্ডু
	৭৮	ইন্দু কুণ্ডু
	১১৬	মনিকাঞ্চন পাল
৬২	১৫০	রবীন্দ্রনাথ দাস
	এন বি ৩	চিত্রা ভট্টাচার্য
	১৭৮	সমীর সামন্ত
	১৮৩	শর্মিলা দাস

স্থান	রোল নং	নাম
৬৩	৩১	অরুণ চ'ন্দ্র দে
	৫৬	দিলীপ কুমার দাস
	১৬৮	গিতা সেনগুপ্ত
৬৪	এন বি ২০	গিরিজা কুণ্ডু
	৫২	গীননাথ পাত্র
	১৬২	গুরুপদনাথ মুখোপাধ্যায়
	১ ৯	গিপ্রা চৌধুরী
৬৬	১৭০	চুনী নন্দী
	২৩৬	ইশ্বর রায়
৬৭	এন বি ৩৮	ইশ্বর কুমার রায়
	৬৮	দেবরঞ্জন চক্রবর্তী
	৭২	গৌরি সান্যাল
৬৯	এন বি ৫	সুব্রত ভট্টাচার্য
	এন বি ১৯	চন্দন গুহ
	২২২	স্বপন কুমার সিনহা
	৩০	বাসুদেব ঘোষ
	১১৩	ভূমিভূষণ গড়াই
	১২৩	মহম্মদ সাহনওয়াজ
	২৩৭	বিজয়া মানি
৭০	এন বি ২৪	ভারতী মাপাকার
	১২২	মহম্মদ মহাবুবুল হক
৭১	এন বি ৩১	ভাস্কর্তি নাগ
	১৪	কল্যানি ভুঁইয়া (মাইতি)
	১৯৪	সোমনাথ দাস
	১৯১	শুভ্রাদেব দাস
৭২	৬১	গৌতম কুমার গড়াই
	২০৩	সুব্রত কান্তি দত্ত
৭৩	১০৪	ললিতা ভট্টাচার্য
৭৪	৭	অমরনাথ চ্যাটার্জী
	এন বি ৪৫	ধনঞ্জয় কুমার সরকার

স্থান	রোল নং	নাম
৭৫	এন বি ৭	জীবেশ চক্রবর্তী
	এন বি ৩৩	আশুতোষ পাল
	৮৮	কাবেরী দে
	২২৬	তনুশ্রী সেনগুপ্ত
	১৮	খোকন কুমার মাইতি
	১৫৩	রাজিব কুমার মন্ডল
	২২৫	ভ'প্রা দাস
	৫০	দেবপ্রসাদ পরামানিক
	১৫৪	রাজীব কুমার মুখোপাধি
	১৭৬	সমীর কুমার ঘোষ
৭৮	১৭৫	সমীর কুমার রায়
৭৯	১০১	কৃষ্ণা পাল
	২১৮	স্বপন কান্তিদেব আচার্য
৮০	২০২	সুবোধ কুমার বর্মণ
৮১	এন বি ৩৬	অমল কান্তি রাহা
৮২	৭	অলোক সাহা
	১১৭	মণিষী সেনগুপ্ত
৮৩	৫১	ধনপতি মুর্মু
	১০৫	মদনমোহন নস্কর
৮৪	৬৫	গৌতম রায়
৮৫	১৫২	রফিক শেখ
৮৬	৮৯	কাবেরী পাল
	১২৮	নিবাসেন গুপ্ত
৮৭	৮২	জাকিরুল ইসলাম
৮৮	৫৭	দীপক কুমার মিত্র
	১০৬	মধুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়
৮৯	এন বি ২	সুভাষ চ'ন্দ্র বড়ুয়া
৯১	২৪	অশ্বিনী কুমার রায়
	এন বি ২৭	তড়িৎ কুমার মিত্র
	৮০	জগন্নাথ রায়চৌধুরী
	১০২	কুমার বিশোর খানাজী

দ্বিতীয় শ্রেণী (পরীক্ষা রোল নং অনুযায়ী)

পরীক্ষার রোল নং	নাম
১	আনন্দময় চট্টোপাধ্যায়
১০	অঞ্জন কুমার ঘোষ
১৬	অসীম কুমার চক্রবর্তী
১৭	অসীম কুমার সাহু
১৮	আশিস বোস
১৯	আশিষ কুমার সাহু
২২	অশোক কুমার বিশ্বাস
২৫	আশীষ কুমার চৌধুরী
৩৯	বিশ্বজিৎ দাস
৪০	বিশ্বজিৎ দাসগুপ্ত
৪৩	বিভীকা রায়
৪৪	চিত্তরঞ্জন মণ্ডল
৪৭	দেবাশিষ পাল
৫৫	দীপক কুমার সামন্ত
৬৪	গৌতম রায়
৬৬	গীতা ঘোষ (সরকার)
৬৭	গোবিন্দ চন্দ্র কোঙার
৬৮	গোবিন্দ প্রসাদ আচার্য
৭০	গোপাল চন্দ্র পণ্ডিত
৭৩	হাওড়াবিজয় বীরসেবী
৯৩	কল্পনা সরকার
৯৫	করবী মুখার্জী
৯৭	কালীনাথ ঘোষ
১০০	কৃপাময় গোস্বামী
১০৭	মধুসূদন কবিরাজ
১০৮	মাখনলাল দাস
১০৯	মলয় কুমার কুণ্ডু
১১১	মানবমোহন মিশ্র
১১২	মানবেন্দ্র মণ্ডল

পরীক্ষার রোল নং	নাম
১১৯	মনোরঞ্জন ঘোষক
১২১	মিঞা শামসুল হুদা
১২৬	নিখিল দত্ত
১২৭	নিখিল কুমার মহান্তি
১৩২	নিশীতা দাস
১৩৩	নাটু কুমার মণ্ডল
১৩৬	পণ্ডিত পাবন কুমার
১৩৮	প্রদ্যোৎ কুমার দত্ত
১৩৯	প্রণবেশ চক্রবর্তী
১৪২	প্রশান্ত কুমার পাল
১৪৫	প্রভাত রঞ্জন কোঙার
১৬১	রতন কুমার পারিয়া
১৬৩	রত্না ভট্ট
১৬৪	রত্না বিশ্বাস
১৭৩	সমীর কুমার দে
১৭৯	সঞ্জীব কুমার দাস
১৮০	শঙ্কর ঘড়াঈ
১৮১	শান্তিচন্দ্র মণ্ডল
১৮৪	শিপ্রা বসু
১৮৫	শ্যামল কুমার বোস
১৯০	শেখ আব্দুল কাসেম
১৯২	শিবরা রায়
১৯৫	সমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৯৮	সুভেন্দুবিকাশ গুইরা
২০১	সুবীর কুমার সামন্ত
২০৬	সুধাংশু মোড়াই
২০৭	সকল কুমার পাল
২১৪	সুধান্ত রায়
২২৪	স্বপনা বিকপতি

পরীক্ষার রোল নং	নাম
২২৭	তাপসী ব্যানার্জী
২২৮	তপন কুমার বিশ্বাস
২২৯	উজ্জ্বল কুমার বিকপাত
২৩৮ এন	অমল কুমার দাস
২৪০ এন	মহিমচন্দ্র মণ্ডল
২৭৩ এন	সুভাষ কুমার নন্দী
২৬৬ এন	তাপস কুমার সাহা
২৬৭ এন	তুষারকান্তি কুণ্ডু চৌধুরী
২৭৮ এন	পার্থসারথি ঘোষ
এন বি ১১	প্রাণ গোপাল দাস
এন বি ১৭	মিতা ঘোষ
এন বি ১৮	কৃষ্ণা গোস্বামী
এন বি ২২	অঞ্জন কুমার মৈত্র
এন বি ২৩	দিলীপ কুমার মৈত্র
এন বি ২৫	গোবিন্দ মল্লিক

পরীক্ষার রোল নং	নাম
এন বি ২৮	কবিতা মিত্র
এন বি ৩০	মোহনলাল মণ্ডল
এন বি ৩২	আশুতোষ পাল
এন বি ৩৩	চঞ্চল কুমার পাল
এন বি ৫৫	দুলাল চন্দ্র পাইন
এন বি ৪০	প্রকাশ চন্দ্র সাহা
এন বি ৪১	অমৃতা সরকার
এন বি ৪২	বিপ্লব কুমার সরকার
এন বি ৪৩	স্বপন কুমার সরকার
এন বি ৪৪	মীরা সরকার
এন বি ৪৬	জ্ঞান চন্দ্র শর্মা
এন বি ৪৭	আব্দুস সাত্তার
এন বি ৪৮	শঙ্কর তাঁর
এন বি ৪৯	বিনতী তালুকদার

সাপলিমেন্টারী পরীক্ষায় (১৯৮৩) উত্তির্ণ পরীক্ষার্থীর ফলাফল

পরীক্ষার রোল নং	নাম	বিভাগ
এস ১	সমীর নারায়ণ বটব্যাল	দ্বিতীয়
এস ২	কণা সাহুখান	"
এস ৩	এন গান্ধারী দেবী	"
এস ৪	জ্যোতির্বিকাশ চৌধুরী	
এস ৫	রতন চন্দ্র দিলা	
এস ৬	সমীর কুমার সরকার	
এস ৭	লিপ্রা দাশগুপ্ত	প্রথম
এস ৮	মিনতি বোস	দ্বিতীয়
এস ৯	শ্যামল কুমার ঘোষ	"

পরীক্ষার রোল নং	নাম	বিভাগ
এস ১০	রতন চন্দ্র কোটাল	
এস ১১	কাজল কুমার মণ্ডল	
এস ১২	রিঙ্কা কুণ্ডু	
এস ১৪	কেদারেশ্বর চক্রবর্তী	
এস ১৫	খগেন্দ্র নাথ মণ্ডল	

—প্রাক্তবেদক

ত্রিদিব মজুমদার গৌতম মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা

গৌতম গোস্বামী

সমাজ-সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বহু বছর ধরে বিদ্যাচর্চার অধিকার সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে সীমাবদ্ধ ছিল। ইউরোপের নবজাগরণ, শিল্প বিপ্লব এবং বিভিন্ন সামাজিক বিপ্লবের পর বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অধিকার ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। উনিশ ও বিশশতকে এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। সমাজের যে অংশে মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত তাদেরকে শিক্ষা তথা গ্রন্থাগারের আওতায় আনার চেষ্টা হয়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তক নির্বাচনে সাহায্য করতে এবং বইয়ের সঙ্গে পাঠকের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এই রাজ্যে গড়ে উঠেছে "গ্রন্থমেলা" আন্দোলন। বই মেলা মানেই নানাধরনের জ্ঞানলতা বইয়ের মেলা। বইয়ের মৃত্যু নেই। যুগযুগ ধরে অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করে চলেছে বই। বই মানুষের চেতনার মান উন্নত করে, মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনকে উন্নত করে, জীবন-জীবিকার পথ দেখায়। নতুন জ্ঞানের আলোকে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে বইয়ের জুড়ি ভূমিকা অনস্বীকার্য। বই অতীতকে বর্তমানের কাছে হাজির করে। এক-কথায় বই-ই পুরোনো-নতুনে মেলা বন্ধন রচনা করে। মানবিক মূল্যবোধ, আদর্শগত উন্নতি, রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার বিকাশে - এই সব বইয়ের মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। সুতরাং বইমেলা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক অগ্রগতির নিদর্শন।

১৯৮৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৪ সালের ৩রা জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায়, বঙ্গীয় পুস্তক প্রকাশক বিক্রেতা সংস্থা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারনের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির সক্রিয় উদ্যোগে এগারোদিনের এক বইমেলার আয়োজন করা হয়। মেলা বসেছিলো রবীন্দ্রসদনের ঐতিহাসিকের ময়দানে। এটি তৃতীয় পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা। মেলা উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতি ছায়া বেরা ও পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁর ভাষণে গ্রন্থমেলার প্রয়োজনীতার কথা বলেন এবং শিক্ষাখাতে ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত রাজ্য থেকে বেশী ব্যয় হয় তার কথা উল্লেখ করেন। মেলার সাফল্য কামনা করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। শ্রীমতি ছায়া বেরা তাঁর ভাষণে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন পাশ, এবং সমস্ত জেলায়, গ্রামে গঞ্জে বহু গ্রন্থাগার স্থাপন সম্ভব হয়েছে। তিনি সরকারের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মসূচী সার্থক করে তোলার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং মেলার সাফল্য কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন। পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে মেলার প্রয়োজনে সমস্ত রকম কাজকর্ম তাঁর দপ্তর থেকে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং

মেলার সাফল্য কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে প্রবীর রায়চৌধুরী এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির পক্ষ থেকে তরুন রায় বক্তব্য রাখেন। প্রবীর রায়চৌধুরী তাঁর ভাষণে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়নে বামফ্রন্টের ভূমিকা এবং গ্রন্থমেলার সাফল্য কামনা করেন।

এই বই মেলায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যাই বেশী ছিল। এই মেলার একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। অনেকেই হয়তো অবহিত আছেন যে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায়, গ্রামে গঞ্জে বহু গ্রন্থাগার (২৩১৬ টি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই বাবদ সরকার বর্তমানে প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয় করছেন। পুস্তক ক্রয়ের জন্য এই অর্থের এক বিরাট অংশ ব্যয় করা হয়। এই কারনে পুস্তক নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারিক, পাঠক ও পরিচালকদের কাছে এই বইমেলা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমান বছরে ৪৫ লক্ষ টাকার বই ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ করেছেন। বই কেনার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তা হল সরকার অনুমোদিত বইয়ের তালিকা হতে গ্রন্থাগারের জন্য অর্থের শতকরা ৩০ ভাগ টাকার বই কিনতে হয় এবং শতকরা ৭০ ভাগ টাকার বই গ্রন্থাগারিকেরা নিজ পছন্দ অনুযায়ী কিনতে পারেন। লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি ঐ তালিকা অনুমোদন করে দেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ অনুমোদিত পুস্তক তালিকায় বহু ভালো ও নতুন বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এই তালিকা গ্রন্থ নির্বাচনে বিশেষ সহায়ক।

এ মেলায় মোট ১৯৮টি স্টল হয়েছিল। যাঁরা স্টল করতে পারেন নি, তাঁরা সরাসরিভাবে না হোক অন্যভাবে মেলাতে যোগ দেন। অর্থাৎ মেলায় উপস্থিত বিভিন্ন পুস্তক বিক্রেতাদের কাউন্টার মারফৎ তাঁরা নিজেদের বই প্রদর্শন ও বিক্রি করেছিলেন। তাছাড়া একটি প্রকান্ড প্যাভেলিয়নে ঘানানো হয়েছিলো। মেলায় যে সকল প্রকাশক সরাসরি আসতে পারেন নি তাঁরা ঐ প্যাভেলিয়নে নিজেদের বই সাজিয়ে রাখেন। বই দেখানো ও বিক্রির ব্যবস্থা সেখান থেকে হয়েছিলো। বাজারে যে সমস্ত বই কিনতে পাওয়া যায় তার একটি প্যাভেলিয়ন করা হয়েছিল—"ক্রয় লভ্য গ্রন্থের প্রদর্শণী"। এখান থেকে অন্য কোন বই বিক্রি হয় নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বহুদূরের গ্রাম ও শহর থেকে গ্রন্থাগারিকরা এখানে এসে বই হাতে নিয়ে দেখে বই নির্বাচন করার সুযোগ পান। এমন কি সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকেও বহু গ্রন্থাগারিক এই মেলায় যোগ দেন। মেলায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির দুইটি স্টল হয়। প্রত্যেকটি স্টলে সুন্দর সুন্দর পোস্টার প্রদর্শণী হয়। এই পোস্টারের মাধ্যমে পূর্বের ও বর্তমানের গ্রন্থাগার অবস্থা, সঠিক পুস্তক নির্বাচন পদ্ধতি, পাঠকের ও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা এবং বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বাণী সম্বলিত পোস্টার থাকে। এছাড়া পরিষদের ও কর্মীসমিতির কর্মীরা পুস্তক নির্বাচনে গ্রন্থাগারিকদের সহযোগিতা করেন। মেলায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন প্রবেশ মূল্য ছিল না। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার মেলার জন্য কোন ভাড়া নেন নি।

১লা জানুয়ারী, ১৯৮৪ সালে মেলা প্রাঙ্গনে সকাল ৯ ঘটিকায় এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিষয়বস্তু "পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের গ্রন্থপ্রকাশন"। এই সেমিনারে লেখক, প্রকাশক, পাঠক, গ্রন্থাগারিক ও বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বক্তব্য রাখেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে বাংলা বইয়ের প্রকাশনার কথা। বাংলা ছাপার হরফ প্রথম ব্যবহার করা হয়

হলহেডের বাংলা ব্যাকরণ "এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ" — ছাপা হয় ১৭৭৮ সালে পুস্তক ব্যবসায়ী এন্ড্রুজের হুগলীর ছাপাখানায়। বাংলা হরফ তৈরী করেন চার্লস উইলকিন্স। অর্থাৎ বাংলা বইয়ের প্রকাশন আজ থেকে বহু বছর আগেকার কথা। প্রসঙ্গক্রমে আরও বলা যাইতে পারে যে ১৮৪৬ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগিতায় একটি প্রেস খোলেন। প্রথম ছাপা বই ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল"। ১৮৪৭ সালে গোলদীঘির শিক্ষাসেতুর একটি বইয়ের দোকান খুলে সেখান হতে এই বই বিক্রি করেন। এরপর থেকে শুরু বাংলা প্রকাশনের জয়যাত্রা। দেশ-বিভাগের পর নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলা প্রকাশন ব্যবস্থা সংগ্রাম করে টিকে আছে। বামফ্রন্ট সরকার এই বাংলা প্রকাশন ব্যবস্থাকে বিপুলভাবে সাহায্য করলেন এই গ্রন্থাগার উন্নয়নের কর্মসূচীর মাধ্যমে।

মেলা উপলক্ষে আয়োজিত ঐ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন "বসুমতী" পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক প্রভাত গোস্বামী। সেমিনারে প্রকাশন শিল্প, গ্রন্থাগারের অবস্থা, লেখক ও পাঠকের অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয় এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে তাদের ভূমিকা কি সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, রথীন বসু, অনিল ভৌমিক, দিলীপ মজুমদার, নারায়ণ চৌধুরী সুনীল বিহারী ঘোষ, ডঃ পবিত্র সরকার, অবধূত রায়, জানকীনাথ বসু, সত্যব্রত সেন, তরুণ রায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর দে, বিজয়ান খ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

৩রা জানুয়ারী, ১৯৮৩ সালের বৈকাল ৩ ঘটিকায় মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতি ছায়া বেরা সমাপ্তি ভাষণে গ্রন্থ মেলার প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা করেন এবং মেলা ভালোভাবে সম্পূর্ণ হওয়ায় জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে মেলায় যে সব স্টল হয়েছিল তারমধ্যে যে স্টলগুলি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল তাদের প্রাইজ দেওয়া হয়। এবং আগামী বছরে মেলা হওয়ার আশা রেখে সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়। পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতি ছায়া রায়।

৩য় পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলায় অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্র

বিষয় :—পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থ প্রকাশনা

প্রতিবেদক - গৌতম গোস্বামী

গত ১০-১-৮৪ তারিখে সকাল ১০টায় ৩য় পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলার একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা চক্রের উদ্যোক্তা ছিলেন গ্রন্থ মেলার প্রযোজক বৃন্দ। দৈনিক বসুমতি পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক প্রভাত গোস্বামী সভার সভাপতিত্ব করেন। আলোচনা চক্রের উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও লেখকদের সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন কর্মীবৃন্দের পারস্পরিক ভাব বিনিময়। আলোচনা চক্রে বক্তব্য রাখার জন্য লেখকদের আহ্বান করা হয়েছিল। আলোচ্য প্রবন্ধ সমূহ সভার বিতরণ করা হয়। সভার মূল প্রবন্ধ পেশ করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহসভাপতি এবং রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডা সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

ডঃ সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় :

উপস্থাপিত পেপারের মূল অংশ সভায় ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকার গ্রন্থাগার উন্নয়নে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। সমগ্র প্রয়াসের উদ্দেশ্য হল :

১। সর্বসাধারণকে গ্রন্থমনা ও গ্রন্থাগারমুখী করে তোলা।

২। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণকে নিখরচায় স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ দেওয়া।

৩। দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ পাঠ্য বস্তুর পরিবেশন তথা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রন্থাগারের সম্পৃক্তকরণ।

৪। গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ও বিনোদনের সুযোগ এবং জীবনমুখী তথ্য বিতরণের মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধিবোধ, নৈতিক চেতনা, বুদ্ধির স্বাধীন চর্চা, সুরুচি ও সৃজনশীল কাজে উৎসাহিত করা।

৫। উন্নত মানের বইপত্রের সাহায্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় রোধ করা।

পাঠ্য বস্তুর সংস্থান : উপরোক্ত উদ্দেশ্যের সফলতা তখনই আসবে যখন ঠিক বই, ঠিক সময়ে, ঠিক পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া যাবে। সেই তাগিদে রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ বিগত কয়েক বছর ধরে নিম্নোক্ত ধারায় বইপত্র বাছাই ও কেনার কাজে সাহায্য করেছেন :

১। বই ও পত্রপত্রিকা বাবদ প্রদেয় অনুদান বহু-পরিমাণে বৃদ্ধি,

২। পশ্চিমবঙ্গে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের গ্রন্থ বিতরণ বাবদ প্রদত্ত অনুদানের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সমপরিমান অর্থের সমস্থের গ্রন্থাগারগুলিকে বই পাঠানো,

৩। জেলায় জেলায় গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হচ্ছে—যাতে পাঠক প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশক ও বইএর সংস্পর্শে আসেন। বই নির্বাচনের অবাধ সুযোগ পান।

প্রয়োজনীয় বইয়ের অভাব : গ্রন্থাগার কর্মীরা বেশ কিছু প্রয়োজনীয় বইয়ের অভাব বোধ করেন। যেমন—স্কুল-কলেজের উচ্চ শিক্ষা উপযোগী ইতিহাস, রাষ্ট্রচিন্তা, বিজ্ঞান, চাষ-আবাদ, ছোটশিল্প, সাধারণ কারিগরি বিদ্যা ও পেশাগত বিষয়ের বই, রেফারেন্স

বই অর্থাৎ কোষগ্রন্থ, অভিধান, ডাইরেক্টরী, বর্ষপঞ্জী, জীবনপঞ্জী ইত্যাদি।

প্রকাশনার বিবরণ, উপাদান ও মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গে। ইউনেস্কোর বিধান অনুযায়ী এবং ভারতীয় মানক সংস্থা অনুযায়ী কাগজ, মুদ্রণ, বাঁধাই ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দিষ্ট মান অনুসৃত হয় না। প্রকাশিত বেশীর ভাগ বইতে প্রকাশস্থান, প্রকাশক সংস্থার নাম, প্রকাশ কাল, লেখক, সংকেতক প্রভৃতি ঠিকভাবে উল্লেখ থাকে না বা কোন স্টাণ্ডার্ড মানা হয় না। বইয়ের ভিতরে Running Title সবক্ষেত্রে থাকে না পরিশিষ্ট নির্ঘণ্ট থাকে না অনেক ক্ষেত্রে। ছাপার আগে বইয়ের রিভিউ ও সম্পাদনা বিশেষ হয় না। ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি, সাধারণ ক্রেতা ও গ্রন্থাগারের ক্রয় ক্ষমতাকে খর্ব করে। চাহিদা থাকলেও বেশী বই কেনা সম্ভব হয় না। পুরানো দাম কেটে বর্ধিত মূল্য বসানো এখন প্রায় সকল প্রকাশকেরই প্রবণতা রয়েছে। বিশেষ লেখকের বিশেষ প্রকাশকের বই ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না।

লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও গ্রন্থাগার: চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন বিষয়ের বইপত্র পাওয়া যায় না কারণ গ্রন্থাগারের অভাব। লেখকরা বলেন—বই ছাপানোর সুযোগ পাওয়া যায় না। অপরদিকে প্রকাশকরা বাজারের কথা বলেন অর্থাৎ বই বিক্রয়ের কথা বলেন।

পাঠকের রুচি ও চাহিদা নিয়ে দীর্ঘকাল কোন সমীক্ষা হয় নি। কিছু সংখ্যক পাঠক যারা বই পড়তে পারেন তাদের মধ্যেই পাঠাবস্তু সীমিত। প্রকাশকরা হাল্কা মেজাজের বই ও স্কুল কলেজের বই বেশী ছাপেন। কিন্তু মননশীল পাঠক কিংবা কারিগরি বিদ্যা অথবা পেশাগত বিষয়ের বই কম ছাপানো হয়। নিছক বিনোদনমূলক প্রকাশনার সামনে আজ দেখা দিয়েছে টিভি, ভিডিও, সিনেমা, ক্যাসেট ইত্যাদির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তা বিষয় বৈচিত্র্যের প্রতি দৃষ্টিপাত আজ প্রকাশনা শিল্পের দিক থেকে বিশেষ জরুরী। পাঠকের রুচি বদল ও নানা বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণে গ্রন্থাগারেরও ভূমিকা আছে। শুধু সাধারণ গ্রন্থাগার নয়, শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার, বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের দায়িত্ব আছে।

গ্রন্থাগার উন্নয়নে প্রকাশকের ভূমিকা: একথা আজ সুস্পষ্ট যে রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়ন ব্যবস্থার ফলে গ্রন্থাগারগুলির যে ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে তার উপকারিতা অনেকাংশে প্রকাশন শিল্পেও প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত গ্রন্থাগার আন্দোলন ও প্রকাশন শিল্প পরস্পরের পরিপূরক। প্রকাশকরা যৌথভাবে যে কার্যসূচি নিতে পারেন—তা হলো:

১। বিভিন্ন বিষয়ে বইপত্রের চাহিদা নির্ণয়নের জন্য প্রচলিত মার্কেট রিসার্চ ও সার্ভে পদ্ধতির সাহায্যে বাজার যাচাই করা এবং যে সব বিষয়ে চাহিদা রয়েছে দেখা যাবে অথচ বই বিশেষ পাওয়া যায় না—সেই সব বিষয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করতে হবে।

২। উপযুক্ত গ্রন্থাগারের সন্ধান। ৩। ভারতীয় মানক সংস্থা অনুযায়ী বই প্রকাশ করা।

৪। রাজ্যের সর্বত্র সমস্ত প্রকাশনার সন্ধান রাখার চেষ্টা এবং বইয়ের তালিকা প্রকাশনে রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদের সঙ্গে সহযোগিতা করা।

ছাপানোর সমস্যা: ছোট প্রকাশক কিংবা লেখক নিজেই যেখানে প্রকাশক, তাদের পক্ষে ব্যয় বহুল বিজ্ঞাপনের সাহায্যে বইয়ের প্রকাশ হওয়ার কথা ছাপতে পারেন না। এর একমাত্র উপায় হলো জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর বাংলা অংশের ত্রৈমাসিক বা ষান্মাসিক পর্যায়ে নিয়মিত প্রকাশন।

রাজ্যস্তরে সুনিয়মিত গ্রন্থপঞ্জীর আবশ্যিকতা: INB ঠিক মতো প্রকাশিত হয় না। সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরীতে প্রকাশকরাও ঠিক মতো জমা দেন না। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে প্রেস এণ্ড রেজিস্ট্রেশন আইন (১৯৬৭) অনুযায়ী রাজ্যে প্রকাশিত

প্রতিটি বইয়ের তিন কপি জমা দেবার আইন হয়েছে। কিন্তু আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি ফলে সেখানে বই জমা পড়ে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেও প্রকাশক। কিন্তু তাদের প্রকাশিত বইয়ের কোন গ্রন্থপঞ্জি নেই। যদি State Official Publication Department এর সহিত যোগাযোগ করা যায় তবেই অনেক পাঠক বই পাবেন বা বই সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

রাজ্যব্যাপী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে নিয়মিত গ্রন্থপঞ্জীর প্রকাশনা, উপযুক্ত লেখকের সাহায্যে উন্নত মানের বই প্রকাশ করা, প্রকাশক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী পরামর্শ কমিটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন।

রবীন বল :

পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার উন্নয়নে রাজ্য সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু বক্তা শিশু সাহিত্য প্রকাশনার সহিত যুক্ত, সেহেতু আলোচ্য বক্তব্যটি শিশু সাহিত্যের উপর নির্দিষ্ট।

পূর্বে শিশু ও কিশোর সাহিত্যের বই কম ছাপা হতো, কিন্তু এখন তার পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশু ও কিশোর সাহিত্য প্রকাশনার প্রবণতা সূচিত হয়েছিল। এরপর রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্য সরকারের সমপরিমাণ আর্থিক অনুদানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় শিশু ও কিশোর সাহিত্য ক্রয় করা হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর ছোটদের বই বহু পরিমাণে ক্রয় হতে থাকে। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে যে পরিমান গ্রন্থ বয়স্ক পাঠকদের জন্য কেনা হয়—ছোটদের বই সেই পরিমাণে গ্রন্থাগারে কেনা হয় না। এর কারণ কি? পাঠকের অভাব? না ছোটদের বইয়ের অভাব? গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগ করা দরকার। এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত ও শিশুদের বইয়ের দাম, তার চাহিদা পর্যবেক্ষণ করা উচিৎ। এই ব্যাপারে প্রকাশকদের এখন অন্যতম সমস্যা পাণ্ডুলিপি। বহু দুষ্প্রাপ্য ও প্রয়োজনীয় বইয়ের তালিকা গ্রন্থাগারিকরা প্রকাশকদের যদি দেন—তবে বইগুলির পুণঃ মুদ্রণ করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে শিশু সাহিত্যের অন্যতম রচনাকার যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বইএর সংখ্যা ৪৪। কিন্তু তার মধ্যে ১০টির বেশী বই পাওয়া যায় নি। বিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করা উচিৎ এবং তাতে শিশু বিভাগ স্থাপন করা উচিৎ। এর ফলে ছোটবেলা হইতে পাঠের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

অনিল ভৌমিক :

গ্রন্থাগার উন্নয়নের সঙ্গে প্রকাশন শিল্পের উন্নয়ন জড়িত। পশ্চিমবাংলায় গড়ে বছরে ১২০০টি টাইটেল প্রকাশিত হয়। লোক সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি। লোকসংখ্যা অনুপাতে বই প্রকাশনের সংখ্যা নগন্য। কিন্তু প্রকাশকগণ এই উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারছেন না - কারণ কতকগুলি প্রতিবন্ধকতা আছে। এই প্রতিবন্ধকতা বহুলাংশে দূর করতে পারেন গ্রন্থাগারগুলি বা গ্রন্থাগারিকগণ। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারগুলিতে বইয়ের সংবাদ পৌছে দিতেপারা যায় না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতি বছর সর্বাধুনিক গ্রন্থাগারের তালিকা প্রকাশ করে আমাদের প্রকাশন শিল্পের উন্নয়নে সাহায্য করতে পারেন। সরকার গ্রন্থাগারগুলিকে বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক অনুদান বা গ্রন্থ অনুদান দিয়ে থাকেন। এর পরিমাণ বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এই অনুদানের স্থায়িত্ব বা নিশ্চয়তা নেই। এই সম্বন্ধে প্রস্তাব হলো

১। প্রকাশকদের প্রকাশিত বই উপযুক্ত বিবেচিত হলে অন্ততঃপক্ষে এক হাজার কপি ক্রয়ের একটি নিশ্চয়তা দান এবং এই বই গ্রন্থাগারে অনুদান হিসাবে দেওয়া যেতে পারে।

২। বইয়ের যোগ্যতা বিচারের জন্য একটি স্থায়ী বিচারক কমিটি থাকবে। প্রয়োজন বোধে পাণ্ডুলিপিও নির্বাচনে ধরা যেতে পারে।

পাঠকের রুচি নিয়ে গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগারিকগণ একটি তথ্য সমীক্ষা করতে পারেন—যাতে প্রকাশকগণ বই প্রকাশে দিক নির্ণয় করতে পারেন। গ্রন্থাগারের উন্নয়ণ এবং প্রকাশন শিল্পের উন্নয়ণ পরস্পরযুক্ত, পরস্পরের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

দিলীপ মজুমদার :

গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা শিল্প উভয়ে উভয়ের পরিপূরক-তত্ত্বগত দিক থেকে একথা গ্রাহ্য হলেও এর বাস্তব প্রয়োগ ছিল না। গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা শিল্পের মধ্যে সংযোগসূত্র হিসাবে রাজ্য সরকারের ভূমিকা প্রবল এবং এই যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে। গ্রন্থাগারে অনুদান বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশনা যথার্থ শিল্পের মর্যাদা লাভ করেনি। গ্রন্থাগার উন্নয়ণে বইয়ের গুণ ও পাঠক রুচি পরিবর্তনে গ্রন্থের ভূমিকার কথা এসে পড়ে এবং প্রতিষ্ঠিত লেখকদের ভূমিকাকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

নারায়ণ চৌধুরী :

সুষ্ঠু গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনা করতে গেলে গ্রন্থাগার কর্মী ও প্রকাশকের যোগসূত্র থাকা প্রয়োজন। পাঠক ও লেখক সম্প্রদায়কে এই যোগসূত্রে টেনে আনতে হবে। পুস্তক নির্বাচনের সমস্যা ও গ্রন্থাগার পরিচালনার যারা আছেন তারা যেন ভেবে দেখেন কি ভাবে পাঠকদের কাছে সঠিক বই যায়। এখন যে সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা হয় তা আসল সৃষ্টিশীল সাহিত্য নয়। এই সৃষ্টিশীল সাহিত্য জনগণের উপকারে লাগছে কিনা, তার সমীক্ষার প্রয়োজন। তথাকথিত সৃষ্টিশীল সাহিত্য অপসংস্কৃতির ধারক হিসাবে কাজ করছে। বাংলা বইয়ের সমীক্ষা থেকে দেখা যায় ৮৩৮৪% প্রকাশনা হচ্ছে এই সৃষ্টিশীল সাহিত্য। কোন দেশের প্রকাশনা জীবন ও জীবিকার প্রকাশনার বদলে যদি কল্পনাশ্রয়ী সাহিত্য নিয়ে বাঁচতে চান তবে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এই ভয়াবহ বিপদ থেকে দূরে থাকতে হবে। বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা, কারিগরি বিদ্যা, কৃষি ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের বই দরকার। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বই নির্বাচন করতে হবে। শিশুদের কাল্পনিক বই বা ঐ ধরণের বই বেশী দেওয়া উচিৎ নয় এবং এই নিয়ে সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ব্যক্তিরা জাতীয় শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে শিশু সাহিত্য রচনা করেছিলেন। বর্তমান লেখকরা সেই ধরনের বই লিখছেন না। শুধু আন্দোলন নয়—বিজ্ঞান সম্মত বই শিশুদের হাতে তুলে দিতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান মূলক এখন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ—কারণ তারা প্রত্যেক গ্রন্থাগারে যাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান মূলক বই ক্রয় করেন—তার নির্দেশ দিয়েছেন। তথাকথিত সৃষ্টিশীল সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কারণ অপসংস্কৃতির প্রবেশ এই পথেই আসে। যারা গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনা করছেন তারা এই দিকটা লক্ষ্য রাখবেন। একটি গ্রন্থপঞ্জী হওয়া দরকার। বিদেশে গ্রন্থ সমালোচনার জন্য Book-club আছে। আমাদের দেশে সেই ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োজন। বই বিক্রয়ের হার দিয়ে কখনই বইয়ের গুণাগুণ প্রকাশ পায় না। গ্রন্থাগার পরিষদ ও প্রকাশকদের এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সুশীল বিহারী ঘোষ :

INBতে সৃজনশীল সাহিত্যের পরিমাণ খুব বেশী এবং ইহা শতকরা ৮০ ভাগ। কিন্তু BNBতে শতকরা ২৫ ভাগ। ভারতবর্ষে শিক্ষার হার শতকরা ৩৬.১ ভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৪০৮৮ ভাগ। পরিসংখ্যান থেকে বলা যায় কেরলে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষিতের হার সবচেয়ে বেশী। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের সংখ্যা — ২৯১৬। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—প্রত্যেক মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। গোর্কিও সেই একই কথা বলেছিলেন। ক্রয় তালা পুস্তক তালিকায় বয়স্কদের বই আছে মাত্র শতকরা ৬৫ ভাগ। কেরালায় বয়স্ক শিক্ষার দিকে সবচেয়ে বেশী নজর দেওয়া হয়। KENFED-নামে একটি সংস্থা কেরালায় আছে। যার অর্থ হচ্ছে Kerala Non-Formal Education। এই সংস্থা বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ৭৫-১০০টি বই প্রকাশ করেছেন এবং সেগুলি সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। বয়স্কদের জীবিকার বই প্রকাশ করা হচ্ছে না। গ্রামের মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো যাতে পৌঁছায় তার দিকে নজর দিতে হবে। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ঠিকমতো প্রকাশ হয় না। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার একটি গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশনার দায়িত্ব নিতে পারেন। যদি সেখানে প্রেস রেজিস্ট্রেশন আইন অনুযায়ী বই জমা পড়ে।

ডঃ পবিত্র সরকার :

তিনি বলেন ১) পুস্তক নির্বাচন গ্রন্থাগারের জন্য ২) প্রকাশক, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় বহু গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। এই উদ্যোগ চলতে থাকবে যতক্ষণ না শিক্ষা সমস্ত রাজ্যগায় ছড়িয়ে পড়ে। বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বই ও পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে। ছোটদের বই, ভালো বাংলা বই খুব কম পাওয়া যাচ্ছে। ছোটদের বইয়ের এলাকা খুব সম্ভাবনাপূর্ণ এলাকা। শ্রবণবিকল্প বস্তু বইতে অপসংস্কৃতির ভয় বেশী। তুলনামূলক ভাবে প্রভাব অর্থাৎ পাঠ্য বিষয় থেকে অপসংস্কৃতির ভয় কম। বলা যেতে পারে যে রামপ্রসাদ সেনের "কালিকা মঙ্গল" খুব কম ঘরে পৌঁছেছে। কিন্তু তাঁর শ্যামাসঙ্গীত সব ঘরে গীত হয়। গ্রন্থাগারের বেশী ভয় এই শ্রবণেন্দ্রিয় যথা রেডিও, সিনেমা ও টিভি থেকে। ভালো বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে না। গ্রন্থাগারে বইয়ের খবর পৌঁছানো দরকার। এ ছাড়াও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা যাতে করা যায় সেই দিকে নজর দিতে হবে।

সত্যব্রত সেন :

গ্রন্থ প্রকাশনা সকলের মধ্যে তুলে ধরার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মেলার আয়োজন করেছেন নিম্নলিখিত সারণী থেকে পরিষ্কার হয় যে পূর্বে এবং বর্তমানে সমগ্র গ্রন্থাগার সমূহে কি পরিমাণ অর্থ পুস্তক ক্রয়ে ব্যয়িত হয়।

বই ক্রয়	পূর্বে	বর্তমানে
	১.৫ লক্ষ টাকা	৮৮ লক্ষ টাকা

প্রশ্ন আসে পশ্চিমবঙ্গের বই বাজারে এক টাকার বই পাওয়া যাবে কিনা? পূর্বে সরকারের কাছে প্রস্তাব এসেছিল যে প্রকাশন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে বইএর ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া। এই বই মেলার ফলে প্রকাশনা শিল্পের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। জেলায় জেলায় এই ধরণের মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাছাড়া বহু জেলার গ্রন্থাগারিকরা এই মেলায় এসেছেন। পাঠকদের মধ্যে চাহিদা সৃষ্টির জন্য এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ব্যবসায় দিকটাও সরকার লক্ষ্য রাখছেন। তিনি কতকগুলি প্রস্তাব রাখেন—

১। প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতারা যেন সকলকে এই মেলার তাৎপর্য বোঝান।

২। পুস্তক মেলার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক কর্মসূচীতে রাখবেন না।

৩। পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশকের মধ্যে যেন বিরোধ না থাকে।

(৪) প্রকাশকদের গ্রন্থপঞ্জী তৈরী করতে হবে।

(৫) ৮ জনের সমিতি করে Bibliographic Control করতে হবে।

(৬) পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ঠিক সময়ে পত্রিকা প্রকাশ করে মেলার পর্যালোচনা করে প্রচার চালানো।

(৭) শতকরা ১৫ ভাগের বেশী কমিশন দেওয়া চলবে না এবং বইয়ের দাম বাড়িয়ে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা চলবে না।

(৮) সরকারকে প্রত্যেক জেলায় জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক গঠন করতে হবে।

(৯) তিন লক্ষ টাকার স্থানে ছয় লক্ষ টাকার বই কেনার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে।

(১০) প্রত্যেক পরিষদের ১০ জন কর্মকর্তাদের মেলা পরিদর্শনের সুযোগ দিতে হবে।

সমবেত ভাবে চেষ্টা করলে প্রকাশনার জগতে পরিবর্তন আসবে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : চিন্তাশীল লেখার সাথে সৃষ্টিশীল লেখার একটা যুদ্ধ চলছে মনে হচ্ছে। সব দেশেই সৃষ্টিশীল লেখার বই বেশী বিক্রি হয়। লেখকের কোন বই ৩০০০ কপির বেশী বিক্রি হয় না। সৃষ্টিশীল লেখা সম্বন্ধে যে ধারনা দেওয়া হচ্ছে তা ঠিক না এবং জনসাধারনের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেওয়া উচিৎ নয়। এখনও হতাশজনক কোন লেখা হয় নি। লেখা সমাজধর্মী ও জীবনধর্মী হওয়া উচিত। লেখকরা কারোর দাস নয়। Audiovisual Instrument কেবী ক্ষতিকারক মুদ্রিত পুস্তকের চেয়ে। সমকালের কথা চিন্তা করে ভালো লেখার চেষ্টা চলছে।

অরুণেশ রায় : নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন— নতুন ৫০০ টাইটেল ৩২ রকমের বিষয়ের বই তালিকাভুক্ত হয়েছে। কিন্তু BNB তে অনেক বিষয় থাকে। স্বভাবতাই প্রয়োজনীয় বইয়ের অভাব দেখা যায়। প্রকাশক পাওয়া যাচ্ছে না বই ছাপার ক্ষেত্রের বিষয় বাছু নির্বাচনের দূরদর্শিতার অনেক অভাব দেখা যায়।

প্রকাশকরা প্রকাশনার Technical দিকটা সুষ্ঠু ভাবে দেখেন না। প্রকাশনায় নির্ঘণ্ট, রানিং টাইটেল ইত্যাদির দিক দেখতে হবে।

জাতীয় বা প্রাদেশিক গ্রন্থপঞ্জী ঠিকমতো প্রকাশিত হওয়া দরকার। বইয়ের খবর ঠিকমতো পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। প্রকাশিত বই জাতীয় গ্রন্থাগারে এবং রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে জমা দেওয়া উচিত। গ্রন্থপঞ্জীর বাজার দরকার।

প্রথম দেঃ বয়স্ক শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় সরকার বহু টাকা ব্যয় করেছেন—কিন্তু তা রাজ্যের ক্ষেত্রে করা হয় না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন—যাতে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে বয়স্কশিক্ষার কর্মসূচী যুক্ত করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনার পরিবর্তন করতে হবে। বই মেলার উদ্দেশ্য সফল করতে গ্রন্থাগারিক, প্রকাশক, লেখক ও পাঠকের ভূমিকা আছে। গ্রামের গ্রন্থাগারে এই ধরনের সম্মেলন করা উচিত। এবং এতে লেখক, পাঠক ও গ্রন্থাগার পরিচালনের কর্মীদের অবশ্যই উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনশিক্ষার প্রসারে এই ধরনের আলোচনাচক্র হওয়া দরকার। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সমিতি যেন এই মেলার একটা পর্যালোচনা করেন।

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় : সরকারের প্রকাশনা ঠিকমতো পৌঁছানোর জন্য Library Directorate এর মাধ্যম ব্যবহার করা উচিৎ। রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদের সুপারিশক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের বই ছাপানোর ব্যবস্থা করা উচিৎ এবং গ্রন্থাগারগুলি আগাম দাম

দিয়ে এই প্রকাশনার সাহায্য করতে পারেন। নিরক্ষর ও সদ্যসাক্ষরদের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য করা উচিৎ যাতে শ্রবণেক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যায়।

জানকী নাথ বসু : UNESCO রিপোর্টে ভারতবর্ষের প্রকাশনার অবস্থা খুব ভালো দেখানো হয়েছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। National Book Trust ইংরাজি ও হিন্দী বই-এর ক্ষেত্রে শতকরা ৭০ ভাগ সাবসিডি দেন। বাংলা গ্রন্থ প্রকাশক সংস্থা এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। গ্রন্থদেলার Service charge নেওয়া দরকার। তিনি প্রশ্ন রাখেন অপসংস্কৃতির প্রকৃত অর্থ কি?

তরুণ রায় : আলোচনার বাস্তব রূপায়ণ কিভাবে করা যাবে তার দিকে উল্লেখ করা হয় নি। সব পরিকল্পনার মূলেই আছে অর্থ। এই অর্থ কোথা থেকে পাওয়া যাবে। উপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে হবে। ভারত সরকারের মূল বাজেটের শতকরা ১০ ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে হবে।

প্রভাত গোস্বামী : সমগ্র আলোচনার ধারা কোন দিকে তা আলোচনা করতে হবে। অনেকেই আলোচনার মূলদিকে যান নি। গ্রন্থাগার উন্নয়নে প্রকাশকদের কি ভূমিকা তা সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া দরকার; তা তিনটি বিষয়ে নির্ভর করে (১) লেখক যাঁরা লিখছেন (২) প্রকাশক যারা প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন (৩) গ্রন্থাগার যারা অনাতম ক্রেতা। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব ও আলোচনা করা হয়—

(১) লেখক, গ্রন্থাগার ও প্রকাশকদের নিয়ে যৌথ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন যে কমিটি সমস্ত বিষয়টির একটি পরিকল্পনা করবে।

(২) শিশুদের বই কেনার জন্য বা তাদের আগ্রহ সৃষ্টির করার জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার

(৩) সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা করা। সৃজনশীল সাহিত্য শুধু গল্প, উপন্যাসকেই বোঝায় না।

(৪) দেবভাষা—অপদেবভাষা যে অর্থে ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি একই অর্থে ব্যবহার হয়।

(৫) নিয়মিত গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করা দরকার।

(৬) শিশুদের জন্য, স্বল্পশিক্ষিত বয়স্কদের জন্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গ্রন্থাগারে আলাদা ব্যবস্থা করা।

শুধু পয়সা অর্থের চিন্তা না করে বর্তমানে যা হাতে পাওয়া গেছে তার উপর নির্ভর করে এগিয়ে যেতে হবে।

পরিশেষে রামকৃষ্ণ সাহা—প্রভাত গোস্বামী, সমস্ত শ্রোতা এবং যাঁরা বক্তব্য রাখেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সকল সদস্যগণকে জানান যাইতেছে যে কলিকাতা টেলিফোন দপ্তরের আদেশানুসারে পরিষদের টেলিফোন নম্বর ২৯-৮৪৬৬ হইয়াছে।

পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত পরিষদের সহিত ২৯-৮৪৬৬ এই নম্বরে যোগাযোগ করিতে হইবে।

রামকৃষ্ণ সাহা
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ—
মালদহ জেলা শাখা সাধারণ সভা

গত ১১ই জানুয়ারী ১৯৮৪ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মালদহ জেলা শাখার সাধারণ সভা মালদহ জেল গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের মালদহ জেলা কমিটির সভাপতি মোহনলাল পোদ্দার। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে সহ-সম্পাদক কৃষ্ণপদ মজুমদার এবং কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য সৌম্য গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। কোইলাবাদ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সাইকেল পিওন সুভাষ কুমার মণ্ডলের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জেলা সম্পাদক শুভেন্দু পাল সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন। সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল (১) কর্মীদের সার্ভিস রুল, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং সংগঠন। আলোচ্য বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা সম্পাদক বলেন প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিষয়ে লোকাল লাইব্রেরী অথরিটির কাছে বলা হয়েছে এবং বিষয়টি তাঁদের গোচরে আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবসরকালীন সুযোগ সুবিধার মধ্যে পেনসন প্রথা চালু করেছেন। বই মেলায় পুস্তক ক্রয়ের বিষয়ে DSEO'র অফিস থেকে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় নি। বইমেলায় উপস্থিত না থাকার ফলে অনেক অভিজ্ঞতা থেকে গ্রন্থাগারিকরা বঞ্চিত হলেন। বেতন যাতে মাসের প্রথম দিকে পাওয়া যায় তার জন্য জোর আন্দোলন করতে হবে। গ্রন্থাগারগুলিতে রবীন্দ্র রচনাবলী দেওয়া ব্যাপারে কিছুই জানা নেই।

শুভেন্দু প্রামাণিক [জেলা গ্রন্থাগার কর্তাকের সভা] ১৯৭৭ সালে মালদহতে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ২৪টি। এখন তা বৃদ্ধি পেয়ে ১০০টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থাগার খাতে বহু টাকা ব্যয় করছেন। শিক্ষা ছাড়াও গ্রন্থাগারকে জনগণের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। কর্মচারীদের দাবীর সমর্থনে লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি সাথে আছে। সরকার পেনসন প্রথা চালু করেছেন। বর্তমান DSEO গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে, Service Book তৈরীর ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করছেন। এই বিষয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

স্বাগতশিব চৌধুরী [জেলা গ্রন্থাগার কর্তাক] দৈনন্দিন কাজে কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতা আসছে। এবং সেই কারণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংগে যোগাযোগ রাখা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড, বেতনক্রম এবং সার্ভিস বুক প্রভৃতির ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। সংগে সংগে সরকারের আর্থিক ক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি সম্বন্ধেও জানা দরকার। সেই দিকে নজর রেখে আন্দোলনের রূপ ঠিক করতে হবে। কোন খাতে কত টাকা, নতুন গ্রন্থাগার গঠনের পদ্ধতি, গ্রন্থাগার পরিবর্তনের বিষয়, Contingency'র টাকা প্রভৃতির ব্যাপারে অনেক সমস্যা আছে। গ্রামের মানুষকে গ্রন্থাগারে আনতে হবে। আন্দোলনের ব্যাপারে অন্য সংগঠনের অভিজ্ঞতা নিতে হবে এবং তাদেরকে আন্দোলনে যুক্ত করতে হবে।

রঞ্জিত চ্যাটার্জী, আব্দুল কুদ্দুস আলম সুবোধ কুমার গোস্বামী, সফিউল হক, তড়িৎ কুমার মিত্র, ব্রহ্মানন্দ পাল, নিখিল চন্দ্র মিত্র, চন্দ্রশেখর কুমার, মহঃ ইউনিস আলি, বিজয় চ্যাটার্জী প্রমুখ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

পরিষদের কেন্দ্রিয় কমিটির সহ সম্পাদক রুকনপদ মজুমদার। সকলের সমস্যাগুলি উত্তর দেন। তিনি বলেন, সবলের বক্তব্যে সমস্যাগুলি বেশী প্রতিফলিত হয়েছে। বেতন সংক্রান্ত ব্যাপারে বলেন—সরকার থেকে বেতনের জন্য Sanctioning Memo দেওয়া হয় এবং ইহাতে কোন্ খাতে কি পরিমাণ টাকা বরাদ্দ তার উল্লেখ থাকে। গ্রন্থাগারের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়, তার থেকে বেতনের টাকা বাদ দিয়ে অন্যান্য খাতে বাকি টাকা খরচ করতে হবে। ৩য় গ্রন্থমেলার আগেই গ্রন্থাগারগুলিতে অনুদান পাঠানো হয়েছে। এই টাকা থেকে সরকার অনুমোদিত বইয়ের তালিকা থেকে শতকরা ৫০ ভাগ টাকার বই কিনতে হবে। কর্মচারীদের চাকুরী সংক্রান্ত ব্যাপারে লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি ও ডি. এস. ই. ও'র পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ। জয়েসেদপুর থেকে যারা পাশ করেছেন তাদের চাকুরী বর্তমান অবস্থায় দেওয়া যাবে না। কারণ পশ্চিমবাংলা সরকারের সারকুলারে পরিস্কার বলা আছে যে রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদ, রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন এবং কালিংপং থেকে যে সকল ছাত্ররা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পাশ করবেন, তাঁরাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট পাশ বলে গণ্য হইবে। সার্ভিস রুলের বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হওয়া গেছে। সার্ভিস বুক যাতে DSEO অফিস সঠিক ভাবে করে সে জন্য আন্দোলন করতে হবে। Management Rule এর ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া গেছে এবং শীঘ্রই গ্রন্থাগারগুলিতে নির্বাচন হবে। Building grant, Book grant এবং Contiogency Fund বাড়ানো ব্যাপারে সরকার চিন্তা করছেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে অ্যাসিটান্ট লাইব্রেরীয়ান এখনই প্রয়োজন নেই। গ্রুপবীমার ব্যাপারে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গ্রন্থাগারের চাঁদা থেকে যে অর্থ আসে তা যে কোন খাতে ব্যয় করা যেতে পারে। নিঃসন্দেহে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য দাবী করতে হবে।

গৌতম গোস্বামী গ্রন্থাগারের অবস্থা পূর্বে কি ছিল এবং বামফ্রন্ট সরকার আসার পর তার অবস্থা কি রকম হয়েছে এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গ্রন্থাগার আইন হয়েছে। এখন গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষাখাতে বর্তমান রাজ্য সরকার ৬০২ কোটি টাকা ব্যয় করেন। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয় করেন ৩০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার যাতে শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি করেন তার জন্যে দাবী করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার বয়স্ক শিক্ষার জন্য বহু টাকা ব্যয় করেছেন, কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যতিত বয়স্ক শিক্ষার প্রসার সম্ভব নয়। গ্রন্থাগার যে বয়স্ক শিক্ষার পরিপূরক তা মানুষকে বোঝাতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার 'হসপাতাল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিল' নামে যে আইন প্রনয়ন করেছেন, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কারণ এই বিলের মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করে তাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনে সামিল হওয়ার কথা বলতে হবে। মানুষের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা পৌঁছে দিতে হবে এবং জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। গ্রামের মানুষকে বেশী করে গ্রন্থাগারে আনতে হবে। বই নির্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সাম্প্রদায়িক ও অপসংস্কৃতি মূলক বই গ্রন্থাগারে প্রবেশ না করে। এর জন্যই সরকার ৩০% লিংক তৈয়ারী করেছেন।

এরপর সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সহযোগিতা কামনা করে সভার কাজ শেষ করেন।

প্রতিবেদক : গৌতম গোস্বামী

754.2
.0224/15

স্টক ভেরিফিকেশন, বই হারানো ইত্যাদি সম্পর্কে ভারত সরকারের আদেশ ও সিদ্ধান্ত

CHAPTER 8

The following words shall be added to the last sentence in the 'Note' below rule 99 :

"But excluding books, publications, periodicals etc. library."

(Ministy of Finance) (Deptt. of Exp.) O.M. No. F. 23 (7)—E. II (A)/83 and Deptt. Supply U O. No. I.D. No. PIII-3 (5)/82 dated 17.1.83
and C.A.G's U.O. No. 1964-TA. II/21-83 dated 23.12.83.

Page 40-41 CHAPTER 8 Rule 116

For the existing Government of India's decision (1) below rule 116, the following shall be substituted :

"Government of India's decision (1) The position of library books, etc. is different from that of other stores. Accordingly, the following procedures shall be observed for purchase, write off, disposal of mutilated/damaged books and physical verification of books in the libraries attached to the various Departments/ Offices :—

i) Librarian (not below the rank of Deputy Secretary to the Govt. of India) subject to the power delegated under Delegation of Financial Powers Rules, 1978 may purchase books etc. from the reputed and standard book-sellers on the prevalent terms and conditions. Tenders need not be called for this purpose.

ii) Loss of three volumes per one thousand volume issued consulted in a year may be taken as reasonable provided such loss cannot be attributed to dishonesty or negligence on the part of Librarian. Loss of a book of the value exceeding Rs. 200 - (Rupees two hundred) and the books of special nature and rarity shall invariably be investigated and consequential action taken. All such losses will however be written off only by a competent authority.

iii) Librarian who is of the rank not below Deputy Secretary to the Government of India or Head of the Department may write off the loss of volumes metioned in the preceding paragraph provided the total value of all such books, etc. does not exceed the monetary limit prescribed in the Delegation of Financial Power Rules, 1978 for Head of a Department in respect of deficiencies and depreciations in the value of stores (other than a motor vehicle or a motor cycle) included in the stock and other accounts. In the event of the total value exceeding the monetary limit specified above the loss of books shall be written off by the competent authority as specified in the Delegation of Financial Power Rules, 1978.

iv) There may be no objection to the Librarian disposing of mutilated/damaged/ obsolete volumes to the best interest of the Library. However, the disposal of

P8436

such volumes should be made on the recommendations of a three member Committee to be appointed by the Administrative Ministry / Department which shall decide whether the books mutilated / damaged / obsolete are not fit for further use.

v) Complete annual physical verification of books should be done every year in the case of Libraries having not more than 20,000 volumes and not fewer than two library qualified staff. In case there is only one qualified staff the verification may be done as per sub-para vi).

vi) Complete physical verification at intervals of not more than three years should be done in the case of libraries having more than 20,000 but not more than 50,000 volumes.

vii) Sample physical verification at intervals of not more than five years may be done in the case of libraries having more than 50,000 volumes. If such a sample verification reveals unusual or unreasonable shortage complete verification shall be done.

viii) The verification should always be subject to surprise test check by some independent officers. The decision regarding the selection of the staff to whom this work may be entrusted, should be taken by the Administrative Ministries/Departments and Head of Departments.

Ministry of Finance O.M. No. 23 (7)-E-II-(A)/83 dated and CAG's U.O. No. 1964-TA. II/21-83 dated 23.12.83.

DECLARATION
Form—IV

1. Place of publication	:	Calcutta
2. Periodicity of Publication	:	Monthly
3. Printer's Name	:	Sourendramohan Gangopadhyay
Nationality	:	Indian
Address	:	Bengal Library Association P-134 CIT Scheme No. 52 Calcutta 700 014
4. Publisher's Name	:	Sourendramohan Gangopadhyay
Nationality	:	Indian
Address	:	Bengal Library Association P-134 CIT Scheme No. 52 Calcutta-700 014
5. Editor's Name	:	Sudhendubhusan Bandyopadhyay
Nationality	:	Indian
Address	:	Bengal Library Association P-134 CIT Scheme No. 52 Calcutta-700 01
6. Names and Addresses of individuals who own the newspaper and printer's or shareholders holding more than one precent of the total capital	:	Bengal Library Association P-134 CIT Scheme No. 52 Calcutta-700 014

I, Sourendramohan Gangopadhyay hereby declare that particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sourendramohan Gangopadhyay
Signature of Publisher

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

সেই অবিস্মরণীয় প্রকাশনটি নবরূপে

পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়ে

আবার আপনাদের কাছে উপস্থিত করতে

পেরে আমরা আনন্দিত

গ্রন্থবিদ্যা

ডঃ আদিত্য ওহদেদার

আকার : ডবল ডিমাই ১/১৬

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২১৬

দাম : সুলভ সংস্করণ—২০৲

শোভন —২৫৲

আপনার কপি কি সংগ্রহ করেছেন।

Annual subscription Rs. 24.00
Single Issue Rs. 2.00

Licensed to post without pre-payament
LICENCE No WB/CC-CL—2
Post Regd. NO WB CC—145
Regd NO RN-2674/57

Vol. [illegible]-12 February March, March April 1985

GRANTHAGAR

(A monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The General Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700 073

All correspondence for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P 134, C[illegible] No. 52
700 014
39 8466

Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association. Central Library, Calcutta University. Cal—73

Printed by Sourendramohan Gangopadhyay at the Mondal Press 23, Dixon Lane, Calcutta—700014 Phone 27-1030

Editor Sudhendubhusan Bandyopadhyay

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700014